সুরের আলোয় কালো মানুষ

(নিগ্রো লোকসাহিত্য ও লোকসংগীত সম্পর্কিত)

বিজন ঘোষ

রতিরঞ্জন নাথ

সাহিত্য সদন

কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৬৫

প্রকাশক :

আচার্য অরিন্দম নাথ

বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় সাহিত্য কেন্দ্র (সাহিত্য সদন)

৭৬এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

মুদ্রক :

নবদ্বীপ বসাক

পাবলিসিটি কনসার্ন

৩, মধু গুপ্ত লেন, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ :

পান্নালাল মল্লিক

• নতুন আফ্রিকার জনগণের উদ্দেশে •

'Music mirrors the thinking and feelings of societies. Much that is greatest and richest in a nation or community is preserved through its music. Across barriers of class, race and nationality it can speak from heart to heart'.

—Marian Anderson

বিজন ঘোষ-এর অন্যান্য গ্রন্থ : ভিন্‌দেশী গল্প

রহস্যের রঙ

শ্রীসুনীলকুমার ঘোষের সহযোগিতায়

নিগ্রো কবিতা (২য় সংস্করণ)

আরব কবিতা (২য় সংস্করণ)

শ্রীপ্রবীর সেনের সহযোগিতায়

Bengali Fiction—
A Panoramic View

পরবর্তী গ্রন্থ :

ঈভ-এর ডায়েরী

শ্রীরমেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায়

রাজা শলোমনের প্রেমগীতি

॥ সূচীপত্র ॥

সুরের আলোয়
কালো মানুষ

॥ নিগ্রো লোকসাহিত্য ॥

'Folklore' বা লোককাহিনীর সংজ্ঞা নির্ধারণ করে 'Jan Harold Brunvand বলেছেন: 'Folklore comprises the unrecorded tradition of a people'। জাতির কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে যে অলিখিত কাহিনী গড়ে ওঠে, তা-ই লোককাহিনী। 'Folklore' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ইংল্যাণ্ডের W. J. Thomas ১৮৪৬ সালে। 'Popular antiquities' অথবা 'the intellectual "remains" of earlier cultures surviving in the traditions of the peasant class'— এই কথাগুলি তিনি 'folklore' শব্দটির মধ্যে বলতে চেয়েছেন।

লোকসংস্কৃতি শব্দটি বহুগুণব্যঞ্জক। সংস্কৃতি নানাভাবে প্রকাশিত হয় অশিক্ষিত জনপদবাসীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে। এই বহিঃপ্রকাশের নানান ধারায় জাতির মানস-প্রকৃতির, ঐতিহ্যের, আচার-অনুষ্ঠানের, সাহিত্য ও শিল্পের এবং ধর্মকর্মের যে রূপটি আমরা দেখি, তাই জাতির সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে লোককাহিনী কোন্ সুদূর অতীতকাল থেকে রচিত হয়ে আসছে তা কেউ জানে না।

এই কথাগুলি নিগ্রো জাতির লোককাহিনী সম্বন্ধেও বলা যায়। এর থেকে অতি সাধারণ স্তরের জনজীবনের বিশুদ্ধ পরিচয়টুকু আমরা পেতে পারি। এ পরিচয়ে সরলতা আছে, সভ্যতার রূপরঙের কোনো ছলনা নেই। তবে একটা জাতির জীবনকে যেমনভাবে ধ্বংস করে দেবার প্রচেষ্টা চলেছিল তাতে নিগ্রোসংস্কৃতির বা লোককাহিনীর কিছু সর্বনাশ ঘটেছে কিনা বলা যায় না। একথাই স্মরণ করে Richard M. Dorson তাঁর 'American Folklore' বই-এ লিখেছেন, 'Torn from his West-African culture and denied education, the slave commenced life in America bereft of his own institutions and traditions, and barred from those of his masters'। নিগ্রো আপন দেশভূমি

থেকে উচ্ছিন্ন হয়ে শ্বেতাংগ সমাজে বাস করে তাদের ভাষা অনিবার্য কারণে শিখেছে একথা সত্যি। কিন্তু নিজেদের সংস্কৃতি থেকে বিছিন্ন হয়ে সেই ঐশ্বর্য তারা হারিয়ে ফেলেছে একথা বলা যায় না। হতে পারে নিগ্রো-সংস্কৃতির ইতিহাসে য়ুরোপীয় সংস্কৃতির কিছু মিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটেছে, তবু সংঘাত যে আছে সে ছবি সহজেই চোখে পড়ে।

প্রকৃতপক্ষে একটি জাতির সংগে আরেক জাতির অন্তরের যোগাযোগ না ঘটলে সংস্কৃতির কোনো আদান-প্রদান হয় না। শ্বেতাংগদের সংগে নিগ্রো ক্রীতদাসদের সেই যোগাযোগ যে হয়েছিল তা বলা যায় না। 'Slavery Time'-এ প্রকাশিত একজন ক্রীতদাসের উক্তি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, 'They was awful mean in Georgia. You never was allowed to have a piece of paper to look at. They would whip you for that, 'cause they didn't want you to learn anything. When they would whip you they would tear your back all to pieces. Child, they didn't care for you'। নিগ্রো-জীবন সমস্যার এই মূল সত্যটি ধরে বিচার করলে বোঝা যায় নিগ্রো সংস্কৃতির সংগে শ্বেতাংগ সংস্কৃতির কতটুকুবা মিশ্রণ সম্ভব হতে পারে। সে-কারণে নিগ্রো সংস্কৃতির স্বাধীনস্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকার করে নিতেই হয়।

ক্রীতদাস জীবনে নিগ্রো-ঐতিহ্যের খণ্ডক্ষুদ্র ধারা দক্ষিণ আমেরিকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল প্রথম দিকে। সে-ঐতিহ্যের কোনোকিছুই শ্বেতাংগদের নজরে পড়েনি তখন। কিন্তু নিগ্রোরা ক্রীতদাস হয়েও তাদের জাতির কাহিনী রচনা করে চলেছিল নিজের মনে। টেক্সাস্, লুসিয়ানা থেকে জর্জিয়া, সেখান থেকে ক্যারোলিনা, ভার্জিনিয়া, কেণ্টাকি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের ক্ষেতে-খামারে যে লোককাহিনী ওরা রচনা করেছে, সেগুলি একই জাতির অন্তরপ্রাণ থেকে উৎসারিত হয়েছে বলেই সম্পর্ণ অভিন্ন। ১৮০৮ সালে আমেরিকায় নিগ্রো-ক্রীতদাস আমদানী একেবারে বন্ধ হয়ে যাবার পর নিগ্রোসমাজের স্বাভাবিক সৃজনী প্রতিভার বহু কথা জানা যায়। দেখা যায়, নিগ্রো লোককাহিনীতে ভিন্ন জাতির জীবনের বিষয়বস্তু কিছু থেকে গেলেও সেগুলি নিগ্রোসমাজের নিজস্ব সম্পদ। Richard M. Dorson তাই লিখেছেন, 'So the forms and ingredients of Negro folklore coalesce and mingle. From European, African and American

folk materials, and from the vicissitudes of his own life under slavery and quasi-freedom, the Southern Negro has developed a rich complex of unified folklore whose parts intertwine in a many-veined, dazzling filigree'।

অতএব বলতে হয়, বর্তমান নিগ্রোসমাজের যা গুণসম্পদ আছে তা পূর্বপুরুষদের কাছে থেকেই তারা অধিকার করেছে। সে-কারণে এই জাতির কথা জানতে হলে আগেই প্রাচীনকালের নিগ্রোদের চেনা দরকার। জানা দরকার তাদের লোককথার সব কিছু, যা পুরাতন ও বর্তমানকালের সমাজকে ঘিরে রয়েছে।

লোককাহিনী বা 'folklore'-এর অর্থ বিভিন্নভাবে করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে লোককাহিনীর পাঁচটি বিশেষ গুণ আছে : '(১) folklore is oral, (২) it is traditional, (৩) it exists in different versions, (৪) it is usually anonymous, (৫) it tends to become formularized'। প্রথম তিনটি গুণ লোককাহিনীর ব্যাপারে অপরিহার্য। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, প্রাচীন রীতিনীতির যে ঐতিহ্য বংশ-বংশান্তরের ধারা বেয়ে বর্তমান সমাজজীবনের সংগে মিশেছে, যা চিরদিন জাতির জীবনে আনন্দের খোরাক জুগিয়ে এসেছে, যার থেকে জাতি শিক্ষা পেয়েছে, তা-ই লোককাহিনী। এই কাহিনী জনমনের সুখদুঃখ, আশা-আকাংখা, আনন্দ-বেদনার কাহিনী, যা ছড়ানো আছে শিল্প-সাহিত্যে, নৃত্য-গীতে, গল্প-ছড়ায়, নিত্যকালের জীবনে। এতে প্রবাদ-প্রবচন, রূপক-উপমাও আছে। নিগ্রোজীবনের সব কিছু নিয়ে যে লোককাহিনী তাই নিয়ে গড়ে উঠেছে নিগ্রো লোকসাহিত্য।

লোকসাহিত্য জাতির অন্তরে জন্মলাভ করে পুরুষানুক্রমে স্মৃতিপথ ধরে কাল থেকে কালান্তরে প্রসারিত হয়। সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণায় লোকসাহিত্য রচিত হয় না। সেজন্য উচ্চস্তরের ভাবকল্পনা এতে পাওয়া যায় না, জনসাধারণের হৃদয়-কলরবেই এই সাহিত্য মুখর হয়ে থাকে। জনপদবাসীর অনাড়ম্বর জীবনের কথা সহজ করে বলা হয়ে থাকে, তাই এই সাহিত্য জনজীবনের সাহিত্য। অন্যভাবে বলা যায় যে, নিগ্রোসমাজ ও জীবন-চরিত্রের বাণীবিগ্রহ হলো এদের লোকসাহিত্য, যা যুগ যুগ ধরে গ্রথিত হয়ে চলেছে। কে, কখন, কোথায় এই বিশাল সাহিত্যসম্ভার রচনা করেছে তা কেউ জানে না। জানার প্রয়োজনও হয় না। কারণ এ সাহিত্য কোনো

ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি নয়, এ হলো জাতির সার্বজনীন সম্পদ। নিগ্রো লোক-সাহিত্যকেও কোনো নামের সংগে বা কোনো কালের সংগে তাই যুক্ত করা যায় না।

'ডার্ক' আফ্রিকার জংলী 'নিগার'দের জীবনসাহিত্য নিয়ে সভ্যজগত কোনোদিন আলোচনা করবে, বিগত শতাব্দীর আগে কেউ তা ভাবেনি। পনের শতকের কিছু কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন। ১৪৯২ সালে আমেরিকা আবিষ্কার করা হলে য়ুরোপীয় বিদেশীরা সে দেশে উপনিবেশ গড়ে তুললো। অর্থের লোভে পাশ্চাত্য বণিকেরা আফ্রিকার শক্তসমর্থ নিগ্রোদের ধরে খাঁচায় পুরে আমেরিকায় বিক্রী করতে লাগলো। রুগ্ন বলে যাদের মনে হলো, তাদের দলে দলে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো। অসহায় নিগ্রো ওদের গুলিবন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের বাঁচাতে পারেনি। সেই কাল থেকে ওদের নিগৃহীত জীবনের সূচনা।

'পৃথিবীর য়ুরোপীয়করণ' (Europeanisation of the world)-এর কল্যাণে তাদের মাতৃভূমি আফ্রিকাও ভেঙ্গেচুরে ভাগ হয়ে গেল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। দেশের অফুরন্ত রত্নভাণ্ডার লুঠ হতে লাগলো। নিগ্রোরাই সেই রত্নের মোট বয়ে বোঝাই করে দিল শ্বেতাংগদের জাহাজ। সেই সংগে তারাও ক্রীতদাসরূপে চালান হয়ে গেল বিভিন্ন দেশে। নিজের দেশেও ক্রীতদাস হয়ে রয়ে গেল তারা। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল একটা জাতির জীবন। দোষ শুধু একটাই, তারা 'nigger' অর্থাৎ কালো!

কিন্তু এখানেই কথার শেষ নয়, ক্রীতদাসজীবনই নিগ্রোজীবনের সব পরিচয় নয়। এ জাতির 'কালচার' আছে, কৃষ্টি আছে। সেকথা আমেরিকানরা বুঝেছে নিজেদের সাহিত্যের রূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে। নিগ্রো সাংস্কৃতিক জীবনের নানান অবদানের কথা অস্বীকার করতে হলে আমেরিকান সাহিত্যের গৌরবকেই অস্বীকার করতে হয়। সেকাজ কেউ করেনি। সেই কারণে নিগ্রো-লোকসাহিত্য নিয়ে আজ এত হৈ-চৈ।

আসল কথা, নিগ্রোরা ক্রীতদাস হয়ে আমেরিকায় বসবাস করলেও তাদের ঐতিহ্যকে পেছনে ফেলে রেখে আসেনি। প্রাণকেন্দ্রে সঞ্চিত দেশভূমির এই অমূল্য সম্পদ থেকে কেউ তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। যেখানেই তারা থেকেছে সেখানেই এক-একটি নিগ্রো পরিবেশ গড়ে তুলেছে। বিভিন্ন বিপর্যয় সত্বেও তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে তারা সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাদের সহজ ভাবকল্পনার বিচিত্রতা, শব্দের বিস্ময়কর প্রয়োগ-

দক্ষতা, ব্যঞ্জনার নাটকীয় ভঙ্গিমা, বিষয়বস্তুর সংগে চিত্ত-অনুভূতির নিবিড়তম যোগাযোগ, সবই এক কথায় অনন্য। তাই তাদের অসহায়, নিঃস্ব-রিক্ত জীবনেও কোনো দীনতা নেই।

নিগ্রো-লোকসাহিত্যের ইতিহাসকাল কারো জানা নেই। কেউ বলেছেন পাঁচ হাজার বছরের। Alan Lomax বলেছেন দু'হাজার বছরের পুরণো এই সাহিত্য। Dr. John Lovell বলেছেন, 'Withont question it is the oldest musical folk on earth'। কোন্ অজানা অতীতের নির্ঝর থেকে নিঃসৃত হয়ে, বহুযুগের দুস্তর ব্যবধান অতিক্রম করে, এই সাহিত্যের ধারা আজ আমেরিকান সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে, তা ভাবতে অবাক লাগে। নিগ্রো জীবনের দারুণ দুর্যোগেও এ-সাহিত্য হারিয়ে যায়নি, শক্তিহীন বা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েনি। হাজার-হাজার বছর আগে যা শোনা গিয়েছিল আজো তাই শোনা যায়। এ কম আশ্চর্যের কথা নয়!

যে কোন জাতির জীবনে লোকসাহিত্য পরম আদরের সামগ্রী। নিগ্রোদের ভাগ্যবিপর্যয়ের কারণে এদের সাহিত্য সেই সমাদর পায়নি। এর আগে এই প্রয়োজনের কথা কেউ হয়ত ভাবেনি। Joel Chandler Harris ১৮৮০ সালে 'Uncle Remus Stories' প্রথম প্রকাশ করেন। তখন মনে হয়েছিল Uncle Remus-এর জন্তু-জানোয়ারের গল্পের মধ্যেই এই সাহিত্য সীমাবদ্ধ। ঐ সময় নিগ্রোদের গান শুনে আমেরিকানরা প্রথমবার ওদের দিকে ফিরে দেখলো। Fisk Jubilee গায়কদলের নেতা—George L. White, Mark Twain-দের আমল থেকে William Faulkner এবং Ralf Ellison-এর যুগে এই সাহিত্যের যে রূপ বিশ্ব-সাহিত্যের জগতে তুলে ধরা হয়েছে তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি মূল্যবান। হয়ত Bert Williams কিম্বা Joel C. Harris-এর কাল থেকে এসবের শুরু।

J. Mason Brewer তাঁর 'American Negro Folklore' বই-এ লিখেছেন, 'The folk literature of the American Negro has a rich inheritance from its African background···Probably no people have been so completely the bearers of tradition as the African slave-immigrants'। তিনি আরো বলেছেন, 'Negro folklore is definitely in the mainstream of American tradition, but rich strata of Negro folk phenomena still

remain undiscovered. When these are unearthed and brought to light, they will constitute a meaningful and worthy supplement to the great mass of Negro folk material that already exists'। একটা তুচ্ছকৃত, অবহেলিত জাতির সম্বন্ধে এই স্বীকৃতির মূল্য অনেক।

সর্বজাতির লোকসাহিত্যের পর্যালোচনা করলে মনে হয় বিশ্বজনের অন্তরগভীরে এক অভিন্ন সংস্কৃতির ধারা বয়ে চলেছে। তার ঐকতান আজো শোনা যায়। Uncle Remus-এর জীবজানোয়ারের গল্পগুলির সংগে ঈশপের গল্পের অতি আশ্চর্য মিল দেখে সেদিন সবাই ভেবেছিল Remus-এর গল্পগুলি নকল, মনে হয়েছিল সেগুলি য়ুরোপীয়দের নিজস্ব সম্পত্তি। আসলে কিন্তু তা নয়। নিগ্রোদের রূপকাহিনী জাতির বহু অভিজ্ঞতার, পরাজয়-প্রত্যাশারই চিত্রকাহিনী। এই নিয়েই ওরা প্রখর রৌদ্রতাপে পরিশ্রম করেছে, অবসরকালে আনন্দভোগ করেছে, আগামী বংশকে বাঁচার পথ দেখিয়েছে।

Remus-এর গল্পে বীরচরিত্র রূপায়ণে শৃগাল, খরগোশ, কচ্ছপ, মাকড়সা ইত্যাদির উপমা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে ভীতু ও অসহায় খরগোশ এদের বেশীর ভাগ গল্পের প্রধান নায়ক। ক্রীতদাস-জীবনের অসহায় অবস্থাটি সুকৌশলে ফুটিয়ে তোলে খরগোশ চরিত্র। রূপকথার এই জীবটি অসহায় হলেও অত্যন্ত বুদ্ধিমান। নিজ বুদ্ধিবলে শত বিপত্তির মধ্যেও সে জয়লাভ করে। গল্পের পরিশেষে নেকড়ে, ভালুক প্রভৃতি শক্তিধর পশুদের লজ্জাকর হীন পরিণতির কথাও সম্পূর্ণ অর্থবোধক।

বঞ্চক-প্রতারকের গল্পেও ভাবের অর্থগৌরব আছে। নানা কৌতুকের সংগে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করাই এইসব চরিত্রের বিশেষত্ব। এদের নাম হতে পারে জন্ বা জ্যাক্। এরা অনেক অন্যায় ইচ্ছা করেই করে যা 'ole (old) master' বা 'ole miss'-রা ধরে ফেলে। তাতে এদের কোনো ক্ষতি হয়না। ওরা হাজার শয়তানী করে শাস্তি দেবার চেষ্টা করলেও পারে না। প্রতারক নিজের কায়দায় ওদের খপ্পর থেকে বেঁচে যায়। এমনিভাবে মালিকদের উত্ত্যক্ত করে করে শেষে এরা ছাড়া পেয়ে যায়। মালিকরা বিরক্ত হয়েই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এসব গল্প যারা বলে, তারা প্রত্যেকে যেন ঐ প্রতারক চরিত্রের অভিনেতা। কেমন করে শয়তান

ক্রীতদাস-মালিকদের বারবার ঠকাতে হয়, শ্রোতাদের কাছে তা অভিনয় করে দেখিয়ে দেয়। এসবের মধ্যে এরা কী কথা বলতে চায় তা বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না।

ধর্মপ্রচারকদের নিয়েও এদের অনেক গল্প আছে। প্রচারক যে শিক্ষা দিয়ে গেল, সেই শিক্ষার সংগে তার পুলপিটের বাইরের জীবনের তুলনা করে এরা গল্প রচনা করে, সমাজকে শিক্ষা দেয়, চেতনাকে জাগ্রত করে। সেই যুগের প্রচারক-জীবনের অনেক কথা এই ধরণের গল্পে আজো পাওয়া যায়। এই অর্থে গল্পগুলি মূল্যবান। শুধু তাই নয়। মধ্যযুগের য়ুরোপীয় সংস্কৃতির নানান তথ্য এতে আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে য়ুরোপের কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে 'প্রোটেস্‌টেন্ট' ধর্মমত প্রচারের সময় এই গল্পগুলি বহুতরভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। ধর্মসংক্রান্ত হলেও গল্পগুলি মোটেই নীরস নয়, নিগ্রোজাতির সহজাত রসমাধুর্যে সিক্ত।

নিগ্রো লোকসাহিত্যের অন্যতম প্রধান অংগ এদের লোকসংগীত। সংগীতের কথা বাদ দিয়ে নিগ্রোদের বিষয়ে অন্যকিছু আলোচনা করা মানায় না। কারণ এরা 'the oldest musical folk on earth' এবং সেই সংগীতের আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। শুধু তাই নয়। Dr. John Lovell.-এর উক্তিটিও এখানে স্মরণীয়, 'Evidently in some of the African tribes it is easier to indicate discontent with employers or with government if the discontent is sung than it is spoken'। এই জাত কথা বলার চেয়ে গান গায় বেশী, ক্রীতদাস-মালিকেরা এদের গান গাওয়াকে ভয় করতো আরো বেশী। প্রতিদিনের ঘটনাগুলি এরা গানের ভাষায় প্রকাশ করে। গল্প-কাহিনীও সুর করে গেয়ে বেড়ায়। নিগ্রো ব্যাল্যাড্‌গুলি আরো অদ্ভুত। আঠারো শতকে ইংল্যাণ্ড-আমেরিকায় নিগ্রোরা গান গেয়ে সংবাদপত্রের মত সংবাদ পরিবেশনের দায়িত্ব বহন করেছে।

নিগ্রোজীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সংগীতের সুরে বাঁধা। ক্ষেতে-খামারে, কল-কারখানায়, কারাগারে, জীবনের বহু যন্ত্রণার মাঝে এরা গান গেয়েছে। নিগ্রো-গাথাসংগীত, স্পিরিচুয়েলস্‌, ব্লুজ, গসপেল সং—এসব আজ সংগীত-জগতের বিস্ময়। Arna Bontemps-এর ভাষায়, 'James Weldon Johnson recognized in the sermons of the old-time Negro preacher an important form of folk expression......

Other folklorists have gone to the same sources......All have confirmed one point. There was a wonderful creativity behind this preaching....Many of the more successful sermons of the old-time Negro preacher were repeated time and again and gradually took on the set pattern of a work of folk art'। গানের মধ্যে দিয়ে ধর্মের প্রচারও এরা করেছে। এই অপূর্ব সৃজনকুশলতা জগতের অন্য কোনো জাতির সংগীতসাহিত্যে বিরল।

নিগ্রোগানে অজস্র যন্ত্রণার সুর ফুটে উঠলেও হতাশার অতলতলে এরা ডুবে যায়নি। গান গেয়ে এরা বাঁচার স্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে গানের মাধ্যমে একতাবদ্ধ হয়েছে। জাতির অন্তরপ্রাণকে জাগ্রত করতে সংগীতের সুরে দুর্বার ঝংকার তুলেছে। সেই সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে নিগ্রো হৃদয়তন্ত্রীতে। সেই কারণে নিগ্রো আজো বেঁচে আছে।

'প্যালিওলিথিক্' অর্থাৎ পুরাতন প্রস্তর যুগ থেকে মানবসংগীতের ইতিহাস পাওয়া যায়। সেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ জেনেছিল, 'Sound forms the basis of reality in the universe' অর্থাৎ শব্দই ব্রহ্ম। সংগীতের একটি অতি সাধারণ ব্যাখ্যা আছে, গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সংগীতমুচ্যতে'। গীত, বাদ্য, নৃত্যের সমন্বয়ে সংগীতের সৃষ্টি এবং তার মধ্যে গীত-ই প্রথম। Curt Sachs-এর ধারণা, গানের মধ্যে দিয়ে সংগীত-ইতিহাসের শুরু। সে যুগের মানুষ প্রাত্যহিক জীবনের নানা কাজে সংগীতের ব্যবহার করেছে। সংগীতের যে রূপ-রস-মাধুর্য আছে, সম্মোহিত করার শক্তি আছে, তা তারা অনুভব করেছিল। তাই গান গেয়ে তারা মনের ভাব প্রকাশ করেছে। সংগীতের প্রভাব বহু বিস্তৃত। সংগীত জীবনের অমৃতময় ধারা; সংগীত জীবনের, জীবনও সংগীতের।

কথা বলে যা প্রকাশ করা যায়না গান গেয়ে তা প্রকাশ করা সম্ভব। Hugh Tracey বলেছেন, You can say publicly in songs what you cannot say privately to a man's face'। উক্তিটির মূল্য আছে। নিগ্রোরা কিন্তু একথা আগেই জেনেছে। বিক্ষুব্ধমনের যে কথা এরা শ্বেতাংগকর্তাদের মুখের সামনে বলতে পারেনি, গানের ভাষায় সেকথা বলতে পেরেছে।

লোকসংগীতের সংজ্ঞা আছে। ১৯৫৪ সালে ব্রাজিলের Sao Paulo-তে অনুষ্ঠিত International Folk Music Council-এ গৃহীত সংজ্ঞাটি এইরূপ,

'Folk music is the product of a musical tradition that has been evolved through the process of oral transmission. The factors that shape the tradition are : (i) Continuity which links the present with the past, (ii) Variation which springs from the creative individual or the group, and (iii) Selection by the community which determines the form or forms in which the music survives'। এ-সংগীতের আরো একটি সুন্দর সংজ্ঞার উল্লেখ করা যেতে পারে, 'The folksong is a song i.e, a lyric poem with melody, which originated anonymously among unlettered folk in times past and which remained in currency for a considerable time, as a rule for centuries'।

নিগ্রো-লোকসংগীতও প্রাচীন ঐতিহ্যের কোলে জন্ম নিয়ে মুখে মুখে ফিরেছে এবং বর্তমান সমাজজীবনে পৌঁছে স্বাধীনস্বতন্ত্র ধারায় বয়ে চলেছে। কবিমনের নিত্যনতুন রচনায় এই গীতিকাসাহিত্য আরো সমৃদ্ধি লাভ করেছে। নিরক্ষর কবিহৃদয়ের ভাব-অনুভূতি অনাড়ম্বর ভাষায়, লৌকিকছন্দে বিকাশলাভ করে জাতি-সমাজের মনোনয়নে চিত্রিত-রূপায়িত হয়েছে নানাভাবে। অন্তরমাধুরীর এই প্রবাহ শান্ত স্রোতস্বিনীর মতো জাতির সুখদুঃখের উপলখণ্ডের মধ্যে দিয়ে আজো বয়ে চলেছে। Henry Edward Krehbiel বলেছেন, 'folksongs are the echoes of the heartbeats of the vast folk, and in them are preserved feelings, beliefs and habits of antiquity'। অর্থাৎ লোকসংগীত হলো বিশাল জীবনস্পন্দনের প্রতিধ্বনি, যার মধ্যে সংরক্ষিত হয়ে থাকে জাতির অনুভূতি, বিশ্বাস এবং প্রাচীন রীতিনীতি। নিগ্রো-গীতিকবিতাগুলি বাস্তবিকই জনতার হৃদয়ের স্পন্দনধ্বনি, তাই তারা হৃদয়কে এত নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে। অপূর্ব লিরিকধর্মী বলে এসমস্ত গীতিকা যথার্থ কাব্যময় হয়ে উঠেছে।

নিগ্রোদের সংগীত-জীবনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। বিশেষজ্ঞেরা স্বীকার করেছেন, 'It cannot be denied that Africans, on the whole, do participate in the musical life much more—and more actively, singing, playing, composing, dancing—than do members of Western civilization......music in Africa can

be said to have a greater or more important role than it does in Western civilization'। য়ুরোপীয় সংগীত রসিকজনের এই সহজ স্বীকৃতি নিগ্রোসমাজ-জীবনের শ্রেষ্ঠতম পুরষ্কার।

'Music cannot lie···As a necessary corrolary it follows that the music of the folksong reflects the inner life of the people···'। নিগ্রোদের জীবনে হাসির চেয়ে কান্না বেশী, সুখের তুলনায় দুঃখ অনেক। এদের জীবনে কেউ বলতে পারেনি, 'Oh, I'm so happy I could sing all day'। নিগ্রোসংগীত নিগৃহীত জীবনের মর্মভেদী উচ্চারণ। সেজন্য এই গীতিকা প্রকৃত লোকসংগীতের পর্যায়ভুক্ত, কারণ 'the truest, the most intimate, folk-music is that provoked by suffering'। যন্ত্রণাকাতর হৃদয় থেকে নিগ্রোসংগীতের জন্ম হয়েছে। Henry Edward Krehbiel এর কথায়—'they must be born, not made'। এসংগীত এরা কেউ রচনা করেনি; এ যেন নিগ্রোমনের, অন্তর্নিহিত ভাবলোকের বাণীমূর্তি। H. C. Brearly জানিয়েছেন যে, দুঃসহ অত্যাচার-উৎপীড়নের মধ্যেও ক্রীতদাস যে গান রচনা করেছে, সে-গান জীবন-মুক্তির গান। সেকারণে শ্বেতাংগ-মালিকদের জিদ আরো বেড়েছিল, ওরা ভেবেছিল নিগ্রোজীবনের গান চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দেবে জাতির কণ্ঠরোধ করে। কিন্তু পারেনি, সীমাহীন যন্ত্রনা দিয়েও সফলকাম হতে পারেনি শ্বেতাংগরা। নিগ্রোসংগীত তাই আজো আমরা শুনতে পাই।

Fredrika Bremer তাঁর 'The Homes of the New World' বই-এ লিখেছেন যে, দক্ষিণ-আমেরিকায় বেড়াতে যাওয়া উচিত তিনটি কারণে: (১) পাকা কলা খেতে, (২) নিগ্রোদের দেখতে, (৩) তাদের গান শুনতে। বাস্তবিক নিগ্রোজাতির চরিত্রকে জানতে হলে তাদের সংগীতের মর্মকথা শুনতে হয়; আবার সংগীতের অন্তর-ধ্বনি হৃদয়ংগম করতে হলে সমাজের বুকে কান পেতে থাকতে হয়। একজন ক্রীতদাসের ভাষায়, 'Slavery days was bitter an' I can't forgit the sufferin'. Oh God, I hates 'em, hates 'em. God Almighty never meant for human beings to be animals. Us Niggers has a soul an' a heart an' a min'. We ain't like a dog or a horse'। নিগ্রোরা কালো হলেও ওরা চিরকালের ক্রীতদাস নয়, ওরা মানুষ। ওদের হৃদয় আছে, মন আছে, সব আছে। মর্তমানুষের স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি-ও আছে; ওরা

ভালোবাসতে জানে, ঘৃণা করতে জানে। নিগ্রোসংগীত হলো একরূপ ক্ষুব্ধ প্রাণের অভিব্যক্তি, সেকথা সকলের মনে রাখা প্রয়োজন।

সমাজ ও জীবন নিয়ে যদি সাহিত্য হয়, তবে যে সমাজ উচ্ছিন্ন হলো, যে জীবন সব হারালো, সেজাতির সাহিত্য কেমন হতে পারে? সমাজের মধ্যেই তো মানুষের জীবনসত্তা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। এই উভয়কে অবলম্বন করেই সাহিত্য গড়ে ওঠে। সাহিত্যকে তাই বলা হয় 'মানবসমাজের মানসসমাজ'। মনের সৃষ্টিকল্পনায়, হৃদয়ের রং-এ আর প্রাণের সুরে যে সাহিত্যশিল্প গ্রথিত হয় তাকে বিশ্বমানসসমাজের সাহিত্য বলা হয়।

কিন্তু নিগ্রো-লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে একথা বলা চলে না। বিশেষতঃ, এই লোকসংগীতের সুরও ভিন্ন। সে-কারণে এর বিচারের জন্যে পৃথক দৃষ্টিভংগীর প্রয়োজন। নিগ্রোগানে কল্পনার বাস্তবতা লক্ষ্য করা যায়। এদের কাব্যলোক সূক্ষ্মকল্পনার কোনো স্বপ্নলোক নয়। এতে কবিত্বশক্তির উচ্ছৃংখল অপচয় নেই। দীর্ঘকালের ক্ষোভ-রোষজ্বালাকে এরা সংগীতের সুরে বেঁধেছে। এই সংগীতের রচয়িতা যারা, সত্যসত্যই তারা নিগৃহীত মানবতার কাব্যকার, সর্বহারা মানুষের ব্যথার কবি। অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ, অথচ অসহায়, তাই শান্ত। রূপমাধুরীতে পূর্ণ না হলেও হৃদয়ের গভীর অনুভূতিরসে জারিত এই সাহিত্যসম্ভার। নিগ্রো গীতিকা-সাহিত্য সেজন্য প্রকৃত সমবেদনার, আন্তরসহানুভূতির দাবী জানায়। অন্যথায় এতে 'সাহিত্য' খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই কাব্যসাহিত্যের অন্তরাগারে প্রবেশ করতে হলে মরমী হতে হবে, দরদী হৃদয় দিয়ে হৃদয়কে অনুভব করতে হবে।

নিগ্রো প্রাচীন-লোকসংগীত প্রকৃত লিরিকধর্মী কিনা এর বিচার বোদ্ধাজন করবেন। জাতির সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহ-ভালোবাসার স্পষ্টরূপ এসব গানে রূপায়িত হয়েছে বলা যায় না। ধূ-ধূ অন্তরমরুর হাহাকার-ক্রন্দন কিসের প্রত্যাশায় হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। মুক্তিপাগল জাতির আগলভাঙার গান যেটুকু শুনেছি তা রুদ্ধশ্বাসকণ্ঠের অস্ফুট গোঙানি বলেই মনে হয়। শাসনের অতি কড়া প্রহরায় বিক্ষোভের সুরও প্রচ্ছন্ন। রক্তের তরঙ্গে যে উন্মাদনা অনেক বাধা অতিক্রম করে তা বহির্মুখী হতে পারেনি তখন। যদিও নিগ্রো-জীবনের প্রাচীন সংগীতের বিবরণ সবিশেষ জানা যায় না তবু বলা যায় নিগ্রোরা আফ্রিকার ঘন বনে সুন্দরই ছিল, মুক্তবিহংগ তখন অরণ্যেরই গান গাইতো।

নিগ্রোদের 'primitive music' বা প্রাচীন সংগীত সম্বন্ধে Dr. Richard Wallaschek তীব্র কটাক্ষদৃষ্টি নিয়ে মন্তব্য করেছেন, '......generally speaking, these negro songs are very much over-rated, and that, as a rule, they are mere imitations of European compositions which the negroes have picked up and served up again with slight variations. Moreover, it is a remarkable fact that one author has frequently copied his praise of negro songs from another, and determined from it the great capabilities of the blacks, when a closer examination would have revealed the fact that they were not musical songs at all, but merely simple poems'।

স্বনামধন্য Henry Edward Krehbiel বলেছেন, 'Folksong is not a popular song in the sense in which the word is most frequently used, but the song of the folk ; not only the song admired of the people but, in a strict sense, the song created by the people'। Wallaschek-এর উপরোক্ত মন্তব্যের উত্তরে Krehbiel যথার্থই বলেছেন, 'If the songs which came from the plantations of the South are to conform to the scientific definition of folksongs...they must be "born, not made"; they must be spontaneous utterances of the people who originally sang them...The best of them must be felt by the singers themselves to be emotional utterances'। প্রকৃতপক্ষে, Wallaschek-এর উক্তি বর্তমান সংগীতজগতে সম্পূর্ণ মূল্যহীন। নিগ্রো সংগীতের বিপুল জনপ্রিয়তাই এর প্রমাণ। এ-গানের যদি কেউ অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ করে থাকেন, তা অন্য কেউ করেননি, প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞেরাই করেছেন। এর বিরুদ্ধে কথা বলার কারোর কোনো অধিকার থাকা উচিত নয়। নিগ্রো গানগুলি আসলে গীতিকবিতা, না কেবল সাধারণ কবিতা, সে বিষয় বিচার করেছেন বিশ্বের প্রতিভাবান ব্যক্তিরা এবং তাঁরা কেউ নিশ্চয়ই মূর্খ নন। আসল-নকলের কথাও অনেক বলা হয়েছে। এর অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

নিগ্রো-প্রাচীনসংগীতের সমালোচনা করতে হলে সেই প্রাচীনকালের দৃষ্টিভংগী নিয়ে একে দেখতে হবে। সর্বজাতির লোকসংগীতের সম্বন্ধেও

ঐ একই কথা। Hampton য়ুনিভার্সিটির Robert R. Moton-এর কথায় বলা যায়, 'Though the words are sometimes rude and the strains often wild, yet they are the outpourings of an ignorant and poverty-striken people, whose......language and ideals struggled for expression and found it through limited vocabularies and primitive harmonies'। একথা সব লোকসংগীতেরই সাধারণ কথা। সেজন্য নিগ্রোদের প্রাচীন সংগীতগুলি সম্বন্ধে কোনো হীন মন্তব্য করা যুক্তিবিরুদ্ধ।

American Historical Association-এর পরিচালনায় এ-নিয়ে অনেক তর্কবিতর্কের ঝড় বয়ে গিয়েছে ১৯৫৩ সালে। প্রখ্যাত নিগ্রো-পণ্ডিত Miles Mark Fisher তাঁর 'Negro Slave Songs in the United States' বই-এ ১৮৬৭টি ক্রীতদাস সংগীত নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালে এই গানগুলি রচিত হয়েছিল। প্রসংগক্রমে Richard M. Dorson লিখেছেন, 'Fisher contended that African slaves carried to the United States their cultural trait of using songs for historical records and for satirical purposes. The editors of the 1867 slave songs recognized them as historical documents'। অতএব নিগ্রোসংগীত আমেরিকান সাহিত্যের অতি মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিলবিশেষ। এই সত্য অনস্বীকার্য।

॥ নিগ্রো স্পিরিচুয়েল্‌স্ (SPIRITUALS) ॥

নিগ্রোদের স্পিরিচুয়েল্‌স্ বা ধর্মসংগীতের বিষয়ে আলোচনার শুরুতেই প্রশ্ন উঠেছিল, ওদের 'স্পিরিচুয়েল্‌স্' বলে-বাস্তবিক কিছু আছে কি না। এবং যদি থাকে তবে সেগুলি প্রকৃত 'আফ্রিকান' কি না।

এই সংগীতের রূপ বিচার করতে গিয়ে বহুজন বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কেউই কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেন নি। এই সংগীতসাহিত্য এত বিশাল যে এর ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন অংশ নিয়ে কিছু বলা দুষ্কর। বললেও সব বা শেষ বলা হয় না। অবশ্য সাহিত্যঘটিত ব্যাপারে প্রশ্নের যেমন বদল হয়, সিদ্ধান্তেরও তেমনি বদল হওয়া স্বাভাবিক। সেই কারণে ঐ সমালোচকদের বিভিন্ন মন্তব্যের উপর নির্ভর করলে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আমরাও পৌঁছোতে পারবো না।

একথাও মনে রাখা দরকার যে, ঐসব সমালোচকেরা নিগ্রোদের তখন 'মানুষ' বলে ভাবতে পারেনি মোটেই। নিগ্রো মানেই যদি 'ক্রীতদাস' হয়, তবে ওদের সংগীতে বিষয়বস্তু আর কী থাকতে পারে! এই ছিল তাদের প্রধান বক্তব্য। 'Little wonder : They were writing about the very unusual and persistently famous songs of some talented black musicians and poets who had always been thought of as nothing but slaves'—একথা দুঃখ করে বলেছেন Dr. John Lovell। কিন্তু নিগ্রোরা নিগ্রো-ই। ক্রীতদাসের জীবনটা জাতির একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র। এটা কোনো পরিচয় হতে পারে না। অতএব আমাদের ঋজু ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভংগী থাকা প্রয়োজন, তা না হলে এই সংগীতের দর্পণে জাতিমানসের প্রকৃত রূপটি আমরা দেখতে পাবো না।

স্পিরিচুয়েল্‌গুলিকে অবলম্বন করে জাতির জীবনচরিত্রের যেমন অনেক কথা আমরা জানতে পারি, তেমনি ওদের চরিত্র বিশ্লেষণ করেও স্পিরিচুয়েল্‌স্-এর মূল সুরটির ব্যাখ্যা করে নিতে পারি। ইতিহাসের কিছু

ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। পনেরো শতকের কাল থেকে নিগ্রোদের ক্রীতদাসজীবনের শুরুর কথা আগে কিছু বলা হয়েছে। ১৮১২-১৪-র মধ্যে দেখা যায় শিল্পপ্রধান উত্তর ও মধ্য আমেরিকায় ক্রীতদাস প্রথার অবসান ঘটেছে। কিন্তু কৃষিপ্রধান দক্ষিণাঞ্চলে ওদের দুর্ভোগের কোনো সুরাহা হয়নি। এদিকে উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে স্বার্থের বিভিন্নতার কারণে বিরোধ তখন চরমে। দক্ষিণ অংশের জমির মালিকেরা সস্তায় শ্রমিক খাটানো লাভজনক মনে করে ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদের কথা ভাবতেও পারেনি।

এরপর এলো ১৮৬১ সাল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হলেন অব্রাহাম লিংকন। দক্ষিণের উপনিবেশগুলি অনাগত অনিষ্টের আশংকায় অধীর হয়ে উঠলো। লিংকন ছিলেন ক্রীতদাস প্রথার ঘোর বিরোধী। এরা ভাবলো, এবার এদের মুলুকেও ক্রীতদাস প্রথার অবসান ঘটবে। প্রবল ক্ষমতাশালী দুই পক্ষের দ্বন্দ্বের মাঝামাঝি পড়ে ক্রীতদাসদের যন্ত্রণা যে কী দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল গানের ভাষায় তার কিছুটা আমরা জানতে পারি :

'Niggers all work on the Mississippi.
Niggers all work while de (the) white folks play.
Pulling dose (those) boats from de dawn to sunset,
Gittin' (getting) no rest till de judgement day.
Don't look up, an' don't look down,
You don't dast (thus) make de white boss frown.
Bend your knees, an' bow yo' (your) head,
An' pull dat rope until yo're dead.
Let me go 'way from de Mississippi,
Let me go 'way from de whiteman boss
Show me dat stream called de river Jordon
Dat's de ol' stream dat I long to cross ?'

এটি হলো একটি স্পিরিচুয়েলের কিছু অংশ। বিরূপ দুর্বহজীবনের তিক্ততা নিয়ে কবিমন জর্দন নদী অতিক্রম করে পরিত্রাণ-ভূমি কনানে (Canaan) আসতে চায় তা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এই অতিক্রমণের বাসনা সুখের কোনো স্বচ্ছন্দ অভিসার নয়, এ হলো বন্ধনমুক্তির জন্য দুর্জয় অভিযান।

ক্রীতদাসদের মুক্তি দেওয়ার চেয়ে যুদ্ধ করা শ্রেয়। জর্জিয়া, আলাবামা,

মিসিসিপি, ফ্লোরিডা, লুসিয়ানা, টেক্সাস্-এর উপনিবেশগুলি তাই বিদ্রোহ করলো। এদের সংগে যোগ দিল ভার্জিনিয়া, নর্থ ক্যারোলিনা, টেনেসি, আরকানসাস্। যুদ্ধের গতি প্রেসিডেণ্ট-এর প্রতিকূলে। ক্রীতদাসদের সাহায্য ব্যতিরেকে জয় অনিশ্চিত। ১৮৬৩-র ১লা জানুয়ারী লিংকন ঘোষণা করলেন বিদ্রোহী উপনিবেশগুলির প্রতিটি ক্রীতদাসমাত্রেই স্বাধীন। ক্রীতদাসেরা স্বাভাবিক কারণে প্রেসিডেণ্ট-এর সপক্ষে লড়াই করলো। লিংকন-এর জয় হলো, যুদ্ধের অবসান হলো ১৮৬৫ সালে। এর ঠিক পাঁচদিন পর দক্ষিণাঞ্চলের সমর্থক জন্ উল্‌কিস্ বুথ্ গুলি করে হত্যা করলো লিংকন-কে।

এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায়, দক্ষিণ মুলুকের শ্বেতাংগ ভূঁইয়া-রা মোটেই খুশি হয়নি এই স্বাধীনতা ঘোষণায়। তাদের বিশ্বাস কালো-নিগ্রো 'ক্রীতদাস' হতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতা ওদের মানায় না। ফলে ক্রীতদাসদের ওপর চলেছিল আরো নির্মম অত্যাচার। নিগ্রো নিপীড়নের জন্য গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন সংঘ ঃ 'Pale Faces', 'Ku-Klux-Klan', কুখ্যাত 'White Brotherhood'। মার্কিন অন্তর্যুদ্ধ থেমে গেলেও নিগ্রোক্রীতদাসদের অন্তরের যুদ্ধ তখনো থামেনি। দক্ষিণের মালিকদের চোখে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে। অসহায় নিগারেরা সেই আগুনে পুড়ছে, মরছে। তীব্র প্রতিবাদের অব্যক্ত ভাষা স্পিরিচুয়েল্‌স্-এর কথায় রূপ পেয়েছে। জীবনের দুঃসহ বেদনা ঝরে পড়েছে গানের সুরে সুরে।

জীবনের যন্ত্রণা ভাষার কারুকার্যের ধার ধারে না। একটি শুধু প্রার্থনা, হে ঈশ্বর, মুক্তি দাও, তোমার স্বাধীনতা দাও।

'Oh, freedom, oh freedom,
Oh freedom over me.
And before I'll be a slave,
I'll be buried in my grave,
And go home to my Lord and be free.
No segregation,
No segregation, no segregation over me.
No more weeping......
There'll be singing'।

এই সংগীত ভোগবিলাসী 'হোয়াইট'দের ধর্মীয় বিলাস-সংগীত নয়। এ হলো নিগৃহীত জর্জরিত জীবনের প্রত্যাশা-সংগীত, যা বেদনার অক্ষরে গ্রথিত, অশ্রুধারায় শুচিকৃত।

ওরা 'নিগার' অর্থাৎ কালো বলে শ্বেতাংগসমাজের কাছে অচ্ছুত, বহিষ্কৃত। এই বহিষ্কারের ব্যবস্থা এত সূক্ষ্ম যা নিগ্রোদের পক্ষে ছিল অসহ্য। এই কারণে ওরা শ্বেতাংগ ধর্মপ্রচারকদের মনে প্রশ্ন তুলে ধরেছিল, 'What color is God's skin ?'

"Good night", I said to my little son,
So tired out when the day was done.
Then he said as I tucked him in,
"Tell me daddy, what color is God's skin ?"

হতভাগ্য পিতা তার শিশুসন্তানের এই সহজ-সরল প্রশ্নে চমকে উঠেছিল উত্তরে বলেছিল, 'Black, brown, yellow, red, white'। শিশু আবার প্রশ্ন করেছিল :

"Daddy, why do the different races fight
If we 're the same in the good Lord's sight ?"

এই প্রশ্নের উত্তর শ্বেতাংগ-রা দিতে পারেনি। উত্তর দেবার প্রয়োজনও অনুভব করেনি। নিগ্রোকবি কিন্তু বলেছিল :

'He 's got the black and the white in His hand (× 3)
He 's got the whole world in His hand.'

শ্বেতাংগদের এই নিদারুণ ঘৃণার কথা ভেবেও ক্রীতদাসরা কোনো ঘৃণা বা প্রতিহিংসার বাণী উচ্চারণ করতে পারেনি। প্রেম ও ক্ষমার স্নিগ্ধ-মধুর আলোকে, সব ভুলে ক্রীতদাস গায়ক-কবি গেয়েছে :

'In Christ there is no East or West,
In Him no South or North,
But one great fellowship of love,
Throughout the whole wide earth.

Join hands, then brothers of the faith,
Whate'er your race may be !
Who serves my Father as a son
Is surely kind to me'.

আসলে নিগ্রোদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারিত হলে জীবনের সর্বস্ব হারিয়ে সান্ত্বনার খ্রীষ্টকে ওরা অনেক কাছে পেয়েছিল। খ্রীষ্টের মর্তজীবনের সংগে ওদের তফাৎ কোথায়। রোমীয় সৈন্যদের চাবুকের প্রহারে তাঁরও তো অনেক ঘাম, অনেক রক্ত ঝরেছে। অনিন্দ্যসুন্দর রূপ বিকৃত হয়েছে। ঐ বিকৃত রূপ নিয়ে যীশু নিগ্রোদের জীবনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, এই আমাকে দেখো। আমার সংগে এসো, আমি অক্ষয় আবাসে নিয়ে যাবো তোমাদের। প্রবাসকালের এই ক্ষণিক দুঃখভোগের কথা ভুলে যাও। ক্রীতদাস অন্তরের দৃষ্টি মেলে যীশুকে দেখলো। গভীর প্রত্যাশায় কান্না ভুলে হাসলো। সেই হাসিতে বিশ্বাসের দীপ্তি ঝরে পড়লো। ওরা বুঝলো যুদ্ধ-লড়াই করে পার্থিব স্বাধীনতা লাভ করলেও তাতে শান্তি পাওয়া যায় না। তাই কবি গাইলো :

'I'm gonna (goingto) lay down my sword and shield
Down by the river side (×3)
I'm gonna lay down my sword and shield
Down by the river side.
Gonna study war no more
I ain't gonna study war no more (×3)
I ain't gonna more.
I'm gonna walk with the Prince of Peace,
Down by the river side (×3)
I'm gonna walk with the Prince of Peace
Down by the river side
And study war no more.'

খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করে ওরা কত ধৈর্য ধরেছে, কত সহ্য করেছে, ভাষায় তা বর্ণনা করা যায় না। 'ফারাউ'-এর (Pharoah) অধীনে মিশরে বন্দীদাস ইস্রায়েলদের কথা ভেবে ক্রীতদাসরা মুক্তির স্বপ্ন দেখেছে; সিংহের মুখ থেকে দানিয়েলের (Daniel) উদ্ধারের কথা ভেবে ঈশ্বরে ভরসা রেখেছে, আগ্রহে প্রতীক্ষা করেছে। নিগ্রোদের ধর্মজীবন ও বহির্জীবন বিশ্বাস ও প্রত্যাশার মহাতীর্থে এসে এক হয়ে গিয়েছে। এমন অপূর্ব সমন্বয় অন্য কোনো খ্রীষ্টসমাজে বড় একটা দেখা যায় না। অন্যত্র এই দু'টি জীবনের মধ্যে বিরাট গরমিল লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু খ্রীষ্টের ভাবমূর্তি ক্রীতদাসদের জীবনে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। খ্রীষ্টেতে এত গভীর বিশ্বাস

ওদের পক্ষে রাখা সম্ভব হয়েছে খুব স্বাভাবিক কারণে। ক্রীতদাসদের দীনতা, হীনতা, হাহাকার, ক্রন্দনে অভিনয়ের কোনো ছলনা নয়; ধর্মবিশ্বাসের মূল্যহীন কোনো আবৃত্তিও নয়। এ হলো ঈশ্বরের উদ্দেশে আর্তজনের করুণ আর্তনাদ। ওদের প্রাণের সুর, গানের সুর, প্রার্থনার সুর, এক ও অভিন্ন। এই সংগীতে তাই এত প্রাণময়তা, এত উচ্ছল আবেগ।

ক্রীতদাসদের প্রাণের কথাটি অবলীলায় কবি তার গানের ভাষায় বলেছে, 'Who serves my Father as a son / Is surely kind to me'। এই কথাটি মনে রেখে ওদের সংগীতের ভাণ্ডারে অন্বেষণ করলে রত্নের অভাব হবে না। ক্রীতদাসদের গীতিকবিতাগুলিকে 'স্পিরিচুয়েল' বা ধর্মসংগীত বলেই মনে হবে। মানুষের সংগীত বলে ভালোবাসতে পারবে সবাই। 'Negro spiritual has certain unmistakable properties by virtue of its two generic natures: as song and as folklore'—এই উক্তির যথার্থতা যাচাই করে নিতে কোনো অসুবিধা হবে না। নিগ্রো-লোককাহিনী নিয়ে আগেই কিছু আলোচনা করা হয়েছে। স্পিরিচুয়েল-সংগীত আমাদের বর্তমান বিষয়বস্তু।

প্রশ্নমনস্ক হওয়া ভালো। কিন্তু প্রশ্নার্ত মন নিয়ে অনর্থক কলহ-কলরব করা মানায় না। ক্রীতদাসদের যারা 'মানুষ' বলে ধরে নিতে পারেনি, তাদের মতো কোনো বিতর্কসংকুল উত্তপ্ত পরিবেশের সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। '...a logical first step is to get a full-bodied understanding of the nature of the song'—সংগীতের আসল রূপটি আমাদের চিনে নিতে হবে। এই সংগীতসম্পদের এমন একটি স্বাভাবিক গুণ আছে, উৎকৃষ্টতা আছে, যা অন্যত্র বিরল। আফ্রিকান সংস্কৃতির ধারাবাহিত এই ধর্মসংগীত জাতির অবিস্মরণীয় কবিকৃতি। সত্যমূল্য নির্ধারণ করে এই কথাই বলেছেন পণ্ডিতজনেরা।

অন্যেরা বলেছেন, শ্বেতাংগদের সংগীতের অনুকরণ না করলে নিগ্রোদের পক্ষে স্পিরিচুয়েলস রচনা করা সম্ভব হতো না। এর বিপক্ষে বক্তব্য হিসাবে একথা বলা যায় যে, Holinshed, Plutarch, Cinthio প্রভৃতি মনীষীদের অনুসরণ এবং প্রাচীন নাটকগুলির অনুকরণ করা সত্ত্বেও Shakespeare-কে সাহিত্যরাজ্যের সম্রাট বলতে কেউ আপত্তি করেনি। তবে তৎকালীন শ্বেতাংগসংগীতের সামান্য কিছু অনুকরণ করেছিল বলে নিগ্রোকবিদের আমরা সংগীত-রাজ্যের সম্রাট বলবো না কেন? কারণ

Shakespeare-এর মতো নিগ্রোকবিদেরও সৃজনী-প্রতিভার অনন্যতা আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

একটি শ্বেতাংগ-সংগীতের রূপ যেমন : 'And then away to Jesus / On wings of love I'll fly'। অনুরূপ ভাবসম্বলিত একটি নিগ্রোগান :

'Dey'll (they'll) take wings and fly away,
For to hear de trumpet soun'—
In dat (that) mornin' ?'

এই গান দু'টির কাব্যিকমান যা-ই হোক না কেন, নিগ্রোগানটিকে আমরা নকল বলি বা আসল বলি, নিগ্রোকবির অসাধারণ সত্তাকে আমরা অস্বীকার বা অবমাননা করতে পারিনা।

অনেকে আবার এই সংগীতসাহিত্যের গভীরে না গিয়েই বলেছেন, ধর্মসংগীতের পর্যায়ভুক্ত বলে এগুলিকে লোকসংগীত বলা চলে না। কিন্তু নিগ্রো-স্পিরিচুয়েল্‌স্‌ সে-কথা বলে না। হতে পারে বাইবেলের কিছু কাহিনী, ধর্মবিশ্বাসের কিছু কথা এসব গানে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন গীতিকারদের কাছে কোনো ধর্ম কোনো বিশেষ সমাজগণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। ধর্মের ব্যাপ্তি ছিল সমষ্টিকে নিয়ে। তাদের ধর্মীয় আবেদন ছিল চিরন্তন ও সর্বজনীন। চিরাগত প্রথা মতো 'ধর্ম' শব্দের অর্থকে ক্ষুদ্র বা সংকীর্ণ করা যায় না। যদিও নিগ্রোদের এই সংগীতের নাম ধর্মসংগীত, তা হলেও এই সংগীতের ভাষা সর্বকালীন বিশ্বমানবের।

Dr. John Lovell বলেছেন, 'Nothing has obscured the true study of this spiritual as folk song so much as the tendency to misinterpret its religious role···Religion to the traditional African and to many other primitive singers was all-encompassing, not compartmentalized as it is to us.···It is even somewhat silly to separate the religious from the secular'।

William L. Dawson-এর মতে, 'The songs in question are not spirituals, they need another name for they carry not narrowly religious overtones, but the universal implications of human life'।

এসব বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করে বলতেই হয় যে, প্রাচীন লোকসংগীত মাত্রেই ধর্মসংগীত বা মর্তমানবের জীবনসংগীত। কারণ এতে পরম সত্তার

সংগে মানব জীবনের নিবিড়তম যোগাযোগ এবং অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথাই বলা হয়। কবিমনের চিন্তাধারা অনুভব-অনুভূতির আশ্রয়ে ইহজগতের বন্ধন ছিন্ন করে অপার্থিব আনন্দ-সুখের সন্ধানে ছুটে যায়। জাগতিক জীবনে কোনো পূর্ণতা নেই, কোনো তৃপ্তি নেই। মন তাই পূর্ণপরিতৃপ্তির আশায় ব্যাকুল। জীবন-জিজ্ঞাসাই হলো এই সংগীতের মূল কথা, জীবন্মুক্তিই হলো একমাত্র কামনা। অন্ধকার থেকে জ্যোতিতে, অসত্য থেকে সত্যে, মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তরণের আকুলতা এ-সংগীতের সুরে সুরে ছড়ানো—যা সকল মানুষের মর্মের কথা। মানবাত্মার চিরমুক্তি সার্বকালিক ধর্মের একমাত্র সাধনা। স্পিরিচুয়েল্স্-এ এর কোনো ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

'It is a pity that so-called Negro spiritual was even called a religious song, because always the narrow concept of religion intervenes···Whatever portion of the spiritual can be proved to be African or American, one fact is incontrovertible. The originators of the Negro spiritual were African in their attitudes toward religion and music'.

নিগ্রোদের স্পিরিচুয়েলকে ধর্মসংগীত বলা হলেও 'not in the narrow sense of creed and ritual and churchgoing... It is, therefore, strongly differentiated from a religion which preaches one thing and invariably practices another. It is not a faith which piously worships on Sunday and ignores the teachings of its professed prophet as soon as the benediction is pronounced. It is not a faith which, behind the mask of a God of humility and compassion, conquers and oppresses large masses of people for economic gain'। এসব কথা Dr. John Lovell-এর। এই চরমসত্য কথাগুলির বিরুদ্ধে কোনো মিথ্যা বলা চলে না। নিগ্রো কবিও এই সত্যটি উপলব্ধি করে ঐ-মতো ধর্মচারীদের সম্বন্ধে লিখেছে:

'Some people say they believe in Him,
An' then they won't do what He says...'

আমেরিকার প্রামাণ্য-নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, ধর্মপ্রচারকরাই ক্রীতদাসদের ওপরে বর্বরের মতো চাবুক চালিয়ে ওদের পংগু ও বিকলাংগ করেছে সবচেয়ে বেশী। যারা তখনকার দিনে চার্চের কর্তাব্যক্তি ছিল তারাও কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। এদের প্রতি দোষারোপ করা আমাদের

উদ্দেশ্য নয়। তুলনাক্রমে শুধু দেখানো যে এই সব অত্যাচারীগোষ্ঠীর ধর্ম থেকে নিগ্রোদের ধর্মের তফাৎ-টা কোথায়। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায়, ধর্মের খাঁটি সত্যের উপরে ভিত্তি করে ক্রীতদাসরা তাদের এই স্পিরিচুয়েল-গুলি রচনা করেছে। Dr. Lovell-এর কথায়, 'Pursuing this purpose, we can reiterate that the spiritual was not written under the inspiration of a schizophrenic pattern of religion'। 'Schizophrenic pattern of religion' বলতে Dr. Lovell যা বোঝাতে চেয়েছেন এর আগেই তাঁর ভাষাতে কিছুটা বলা হয়েছে। এখানে এইটুকু শুধু বলা যায়, 'Anyone comparing the white spiritual with the black spiritual should keep in mind the enormous difference in religious attitudes and inspiration which underlay the two'।

ধর্মজীবন ও ধর্মসংগীতের চলিত সংজ্ঞা ধরে নিগ্রোদের ধর্মের কথা ভাবা চলে না। ওদের ধর্মজীবনের সংগে ব্যবহারিক জীবনের কোনো বিবাদ নেই। ওরা বিশ্বাসের প্রদীপটি তুলে ধরে তার আলোয় গোটা জীবনের পথটাই আলোকিত করে রাখে। ওদের জীবনে কোনো ভণ্ডামী নেই। ধর্মের কথা বলার আগে ওদের কোনো মুখোশও পরতে হয় না। নিগ্রোধর্মসংগীত কোনো বিশেষ উপাসনা সময়ের সংগীতও নয়। এই সংগীত নিগ্রোজীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে ঘিরে আছে। অতএব নিগ্রো স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর ক্ষেত্র বিশাল এবং বহু বিস্তৃত। স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর উপযোগিতা আছে, যথার্থ মূল্য-মর্যাদা আছে। এই সংগীতসম্ভারকে নিগ্রোজীবনের মহাকাব্য বললে কোনো অত্যুক্তি করা হয় না।

পূর্বে উদ্ধৃত William L. Dawson-এর উক্তির যথার্থ মূল্যায়ণ করতে হলে আমাদের কর্তব্য হবে এই সংগীতের অন্য নামকরণ করা। তিনি বলেছেন, 'not spiritual, they need another name'। এই সংগীতের পরিচয় আমাদের নতুন করে জানতে হবে। প্রাচীন নিগ্রো গায়ক-কবিদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে James Weldon Johnson তাঁর "O Black and Unknown Bards" কবিতায় লিখেছেন :

'O black and unknown bards of long ago,
How came your lips to touch the sacred fire ?
How, in your darkness, did you come to know
The power and beauty of the minstrel's lyre ?

Who first from midst his bonds lifted his eyes ?
Who first from out the still watch, lone and long,
Feeling the ancient faith of prophets rise
Within his dark-kept soul, burst into song ?

Heart of what slave poured out such melody
As "Steal Away to Jesus" ? On its strains
His spirit must have nightly floated free,
Though still above his hands he felt his chains.
Who heard great "Jordon roll" ? Whose starward eye
Saw chariot "Swing Low" ? And who was he
That breathed that comforting, melodic sigh,
"Nobody knows de trouble I see" ?

What merely living clod, what captive thing,
Could up toward God through all its darkness grope ?
And find within its deadened heart to sing
These songs of sorrow, love and faith, and hope ?
How did it catch that subtle undertone,
That note in music heard not with the ears,
How sound the elusive reed so seldom blown,
Which stirs the soul or melts the heart to tears ?'

এই কবিতার কথায় নিগ্রো-স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর এক নবতম বিস্ময়কর রূপ তুলে ধরেছেন কবি James Weldon Johnson। নিগ্রো-কাব্যকারদের অনেক কথা তিনি ভেবেছেন, তাদের অনন্য কবিপ্রতিভার সুস্পষ্ট পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছেন। ক্রীতদাসরা জীবনের দারুণ দুর্যোগের মধ্যে থেকেও এই কবিতামালা কেমনভাবে রচনা করেছে, সে কথাই জানতে চেয়েছেন কবি Johnson বারবার তিনি প্রাচীন নিগ্রো-কবিদের উদ্দেশ করে নানান প্রশ্ন করেছেন। স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর বুকে কান পেতে এই কবি যেন প্রাচীন কাব্যকারদের অন্তর্ধ্বনি শুনেছেন, অনুভবে তাঁর উত্তর তিনি পেয়েছেন। নিগ্রোজাতির প্রতিভা এমনই যা শুধু অভাবনীয় বিস্ময়।

এই স্তুতি Johnson-এর একার নয়, বিশ্বের সমস্ত গুণীসমাজের। এই সংগীতের রচয়িতা যারা, নিঃসন্দেহে তারা জাতকবি। নিগ্রো-কবিদের

মনোভংগিমা, সমাজবোধ, শিল্পসত্তার প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারলে বোঝা যায় ক্রীতদাস হবার জন্যে ওরা জন্মায়নি। ওদের সংগীতকে আক্ষরিক অর্থে 'Slave song' বলার অধিকার কারো নেই। 'Since the stuff of the songs was prepared by the slave community, none of them deserved to be slaves'।

স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এ কবিমনের স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হলেও এগুলি নিগ্রোসমাজজীবনের সংগীত। Ballanta Taylor বলেছেন, 'Everything in America is individual and everything in Africa is communal'। Dr. John Lovell মন্তব্য করেছেন, 'Since the spirituals obvionsly reflect the deepest thoughts, reactions, philosophies, dreams, and hopes of the community, the community cannot be ruled out as a co-composer... The searchers after and the recorders of spirituals have found many creators who must have belonged to a tradition hundreds of years old'। এই সব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর রূপ বিচার করলে এগুলিকে নিগ্রো-লোকসংগীত অবশ্যই বলতে হবে।

মর্তজীবনে অপার দুঃখভোগ করেও নিগ্রোকবিরা অবাধে সুরলোকে বিচরণ করেছে, স্বর্গলোকের গান গেয়েছে। জাগতিক সত্য থেকে লোকাতীত সত্যের জ্ঞানে, অনুভূতিতে প্রদীপ্ত ওদের কবিসত্তা। অকূল বেদনার সাগর মন্থন করে অমিয় স্রোতের সন্ধান ওরা পেয়েছে। তাই জীবনে ওদের এত উল্লাস, এত আনন্দ। ক্রীতদাসজীবনে স্পিরিচুয়েল্‌-গুলি যেন রঙীন আলোকের এক একটি উজ্জ্বল স্বপ্ন যা অলোকসুন্দর। এ-যেন নিগ্রো ঋষিকবিদের মহামন্ত্র কিংবা মহাসংগীত। জীবসত্তার সংগে পরমসত্তার অভিনব পরিচয়গাথা।

'সত্য' কী তা ওরা জেনেছে, অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে কবিকণ্ঠে উদ্‌গীত হয়েছে ঃ

Chorus : There is a balm in Gilead
To make the wounded whole,
There is a balm in Gilead,
To heal the sin-sick soul.

Sometimes I feel discouraged
And think my work's in vain,
But then the Holy spirit
Revives my soul again.

I'll take the Gospel trumpet,
And I'll begin to blow,
And if my Savior helps me
I'll blow wherever I go.

You cannot sing like angels,
You cannot preach like Paul,
But you can tell of Jesus
And say He died for all.

সাধারণতঃ অন্যান্য খ্রীষ্ট-ধর্মসংগীতে বাইবেলের কথাকাহিনীগুলি অতি সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়ে থাকে। ফলে, এসব গান প্রাণকে ততটুকু স্পর্শ করেনা যতটুকু করে নিগ্রোদের স্পিরিচুয়েলস। নিগ্রোগানের রূপ ও রেখা এতই স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ যে, মনে হয় বাইবেলে বর্ণিত ঘটনাবলী গায়ক ও শ্রোতার চোখের সামনে ঘটে চলেছে। Ames জানিয়েছেন, 'Biblical history is taking place right before your eyes or even···you are included in the action'। খ্রীষ্টের জন্মকথা স্মরণ করে কবি বলেছে, 'Go, tell it on the mountain'। যেন এইমাত্র খ্রীষ্ট জন্মেছেন। গানের কথায় যেন প্রত্যক্ষদর্শী কবির অনুরোধ, একথা তুমি পর্বতের ওপর থেকে ঘোষণা করো, মহানন্দের সংবাদ মর্তবাসীদের জানাও। কবি খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যুর কথা স্মরণ করে সকলের বিবেকের সামনে নিদারুণ প্রশ্ন তুলে ধরেছে, 'Were you there when they crucified my Lord ?' একটি নির্দোষ অসহ্য প্রশ্ন যার কোনো উত্তর নেই। তারা "আমার" প্রভুকে যখন ক্রুশে হত্যা করে, "তুমি" কী তখন সেখানে ছিলে ? এ এক চিরন্তন জিজ্ঞাসা, যেন একালেই আমার আপনার চোখের সামনেই খ্রীষ্টকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুকেও লজ্জা দিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী ক্রীতদাসকবি বলছে, Death, ain't you got no shame ?'

স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর রূপবৈচিত্র্য সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা সত্যিই দুরূহ।

এই গান গাইবার সময় গায়করা শ্রোতাদের আদেশ করে, অনুনয় করে, প্রশ্ন করে; শ্রোতারাও যেন গানে অংশীদার হয়ে যায় গায়কদের সংগে। 'We are climbing Jacob's ladder'-গানের এই লাইনের পরের লাইনে শ্রোতাদের কাছে যেন প্রশ্ন করা হয়, 'Do you love my Jesus?' এর ঠিক পরের প্রশ্নটি হলো, 'If you love Him, why not serve Him?' 'This method is obviously more than call and response'—বলেছেন একজন বিশিষ্ট সমালোচক। 'This utter involvement is invigorating to singer and listener. It helps to account for the spiritual's perennial popularity।'

স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর বিবর্তন, বিবর্ধন ও ক্রমোৎকর্ষের ইতিহাস চিন্তা করলে বিস্ময়ে বিহ্বল হতে হয়। ক্রীতদাস-কবিরা কথার ছলে গান গেয়ে পরস্পরের সংগে ভাবের আদান-প্রদান করেছে। সেই গানের ভাব-ভাষা এত তীক্ষ্ণ, এত গভীর, এত প্রাণস্পর্শী হতে পারে এ-কথা কাব্যকারেরা নিজেরাই হয়তো ভাবেনি। বিশ্বজগতের সকলেই বিমুগ্ধ চিত্তে আজ এর প্রশংসায় সোচ্চার।

এই সংগীতে সত্যতা আছে, নিগ্রোহৃদয়ের উষ্ণতা আছে, রূপ ও সৌন্দর্য আছে। ক্লিন্ন ক্রীতদাসজীবনের কোনো ক্লেদ এতে নেই। বরং বলা যায়, স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে ক্রীতদাসদের অন্ধ-অবরুদ্ধ জীবনে। যার আলো আজ সারা বিশ্বে দীপ্ত, উদ্ভাসিত। Albert Sidney Beckham-এর কথায়, 'the real spirit and sincerity of the spiritual make its appeal well-nigh universal'। স্পিরিচুয়েল্‌স্‌ আজ বিশ্বের দরবারে শান্তি, মৈত্রী ও প্রীতির আবেদন জানায়।

নিগ্রো-স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর সর্বজনীন আবেদনের কথা ব্যাখ্যা করে Botkin বলেছেন, 'Because poetry, like religion,...gives him another world to live in, the hard-pressed Negro takes naturally to song as prayer and to prayer as song···the longing for freedom motivates the spirituals and accounts for their universal appeal'। মর্তপৃথিবীর নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নিগ্রোক্রীতদাসরা ধর্মজগতের মতো কাব্যজগতেও শান্তির আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। পরমকারুণিক ঈশ্বরের কাছে হৃদয়ের আকুলতা জানাতে গান গেয়েছে, গানের ভাষায় প্রার্থনা করেছে। স্বাধীনতার কামনায় উদ্দীপ্ত হয়ে

রচনা করেছে ওদের স্পিরিচুয়েল্‌স্‌। শ্বেতাংগদের সংগীতশিল্পে নিগ্রো-সংগীতের প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে Downes এবং Siegmeister-এর মতো সমালোচকেরা বলেছেন, 'The Negro in his songs freed the whiteman's art from a long period of regimentation and domination by a foreign tradition'।

Max Myerson একজন স্বনামধন্য বিপ্লবী। সাতাশি বছর বয়সে তিনি যখন মারা যান তখন ১৯৭০ সালের ২৭শে জানুয়ারী 'San Francisco Chronicle-এ তাঁর জীবনী নিয়ে একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। জানা যায়, Myerson যৌবনকালে রাশিয়ার একটি চামড়ার কারখানায় কাজ করতেন। প্রবল-প্রতাপশালী জার-এর (Czar) নিন্দা করে তিনি এবং আরো অনেকে গান গাইতেন কারখানার মধ্যেই। কথা বলার কোনো অধিকার ছিল না বলেই তাঁরা গানের ভাষায় বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের কথা, 'The more we sing, the more we fight for freedom'। আমেরিকায় এসে Myerson ক্রীতদাসদের সংগেও যোগ দিয়েছিলেন। Myerson বলেছেন, 'Though the bosses didn't like it, we sang to educate the workers'।

স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর ইতিহাস পর্যালোচনা করে Dr. John Lovell বলেছেন, 'When in the last quarter of 19th century, it became known to large numbers of people, it achieved a tremendous popularity. It was adopted not only by members of the Afro-American community, who were no longer slaves, but by American whites, North and South, and by millions of others. The broad popularity and this world-wide adoption of a folk song produced by a relatively small group of people can be fully described only by the word '*phenomenon*'।

এই বিপুল জনপ্রিয়তাই স্পিরিচুয়েল্‌স-এর একমাত্র গৌরব বা মূলধন নয়। এই সংগীতের আরো গুরুত্বপূর্ণ উপযোগিতা আছে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে। 'Its usefulness ranged from entertainment to revelations in anthropology, politics, history, religion, music and a number of other fields' বলেছেন Dr. John Lovell।

অতএব ক্ষুদ্রসংখ্যক সমালোচকদের মতের সংগে সুর মিলিয়ে একথা বলা যায় না যে, শ্বেতাংগ ধর্মসংগীত থেকেই নিগ্রো-স্পিরিচুয়েল্‌স্‌ জন্ম

নিয়েছে। বরং এই কথা প্রমাণিত হয়েছে যে শ্বেতাংগ সংগীতশিল্পকে তার জড়তা থেকে মুক্তি দিয়েছে এই নিগ্রো স্পিরিচুয়েল্‌স্‌, যার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে মানব জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে।

প্রাচীনকালের স্পিরিচুয়েল্‌স্‌ সম্বন্ধে গবেষকরা বলেছেন, 'Spiritual—a living thing'। স্পিরিচুয়েল-এর প্রাণ আছে, সজীবতা আছে। Gilbert Chase-এর মতে, 'The Negro spiritual is a composite and infinitely varied creation, existing only when sung'।

লোকসংগীতের সাধারণ কথাই হলো 'existing only when sung'। কারণ লোকসংগীত স্মৃতিপথ বেয়ে মুখেমুখে ফেরে। প্রায় নিরক্ষর লোক-কবিরা এ-গান লিখে রাখতে পারে না। স্পিরিচুয়েলকে লোকসংগীতের পর্যায়ে তুলে ধরে তাই Gilbert Chase আরো বলেছেন, 'Any printed version is arbitrary and artificially static'। স্পিরিচুয়েল যখনই লিপিবদ্ধ করা হয় তখনই মনে হয় তাকে যেন জোর করেই ধরে রাখা হলো। কারণ তখন সেই গানের আর রূপবদলের সম্ভাবনা থাকে না। 'To put a song in a book and nail it down is to have a dead song or a stone song'। রূপের পরিবর্তনই হলো লোকসংগীতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাই মনে হয় স্পিরিচুয়েল্‌স্‌ এক উচ্ছল ঝরণা-ধারার মতো জীবনের সুখ-দুঃখের উপলখণ্ডের মধ্যে দিয়ে আপন বেগে বয়ে চলেছে। বদ্ধ জলাশয়ের মতো কোনো গণ্ডীর মধ্যে একে ধরে রাখলে এর প্রাণের রস শুকিয়ে যায়। এর অপমৃত্যু ঘটে।

ভিন্ন রূপকরণ অর্থে মূল গানের ভাবার্থের কোনো পরিবর্তন বোঝায় না। 'The melodies are very little changed ; the sentiments and meanings remain about the same'। গাইবার সময় গায়ক-কবি গানের কোনো শব্দ যদি ভুলে যায়, তখন ভিন্ন শব্দের ব্যবহার সে নিজেই করে নেয়। স্থানীয় লোকসমাজও তাদের পছন্দমতো শব্দের পরিবর্তন করে যে কোনো গান সেই সমাজের ব্যবহারের উপযোগী করে নেয়। ভিন্ন শব্দের ব্যবহার করাই হলো রূপপরিবর্তনের লক্ষণ। যেমন ধরা যায়, 'The blood came a-trickling down' এবং 'The blood came a-twinkling down'। এর মধ্যেও কবির আশ্চর্য রচনাদক্ষতার ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর এত গুণসম্পদ থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণাংশের শ্বেতাংগরা কেন প্রাচীন স্পিরিচুয়েল-গুলি সংগ্রহ করেনি তা ভাববার কথা। সতের শতকেও যে স্পিরিচুয়েল-এর অস্তিত্ব ছিল তার প্রমাণ আছে। কিন্তু শ্বেতাংগরা সেই প্রাচীন সংগীতগুলি সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা করেনি, প্রচারেরও কোনো চেষ্টা করেনি। একথা জানা যায়, সেকালে সংগীতের প্রচার করার রীতি ছিল সে-দেশে এবং প্রচারও করা হতো। কিন্তু সেসব প্রচারপত্রে নিগ্রো স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর কোনো নামগন্ধ পাওয়া যায় না। কৃষ্ণাংগদের এই বিশাল সাংস্কৃতিক অবদান, এই মহৎ ও বৃহৎ কীর্তি কোনো আমলই পায়নি ঐ শ্বেতাংগদের কাছে। এই চ্যুতির কোনো সদুত্তর শ্বেতাংগরা দিতে পারেনি।

এর জন্যে সংগীত সমালোচকরা ওদের ক্ষমা করেনি। নির্দ্বিধায় ওদের নিন্দা করে বলেছে, 'It was just that the Southerner felt it bad policy to give slaves credit for any type of cultural achievement'। ক্রীতদাসপ্রথা লুপ্ত হবার পরবর্তীকালে উত্তরাঞ্চলের শ্বেতাংগরা নিগ্রোদের স্পিরিচুয়েলগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হয়েছিল বলেই আমরা এই সম্পদের কিছু পরিচয় পেয়েছি।

'অ্যাফ্রো-আমেরিকান স্পিরিচুয়েল্‌স্‌'-গুলি সংগ্রহের কাজে হাত দেন সর্বপ্রথম Thomas Wentworth Higginson ১৮৬৭ সালে। এর আগেও 'Afro Portuguese Music'-এর অস্তিত্ব ছিল পনেরো শতকের দিকে। 'Slave Music in the United States before 1860' বই-এ একথা লিখেছেন Dena Epstein। পর্তুগীজরা যেসব নিগ্রোদের বন্দী করে ১৪৪৪ সালে পর্তুগালে এনেছিল তারাই রচনা করেছিল 'Afro-Portuguese Music'। Gomes Eannes de Azurara-র মতে সেগুলি ছিল বিলাপ-সংগীত। San Fransisco-র এক সন্ন্যাসীর কাছেও নিগ্রোদের দু'টি গান পাওয়া গিয়েছিল। জানা যায় সেগুলি ১৫৬২ সালে রচিত।

Mrs. Epstein-এর সংগে সাক্ষাৎ হয়েছিল এক নিগ্রো মহিলার। তাঁর নাম Charity Bower, জন্ম ১৭৭৪ সালে Pembroke-এ। তাঁর কথায় জানা যায় 'Just after the Nat Turner rising, slaves found praying or singing were killed by "low whites"।' নিগ্রো-বিপ্লবী Nat Turner-এর নিষ্ফল অভ্যুত্থান (১৮৩১) ক্রীতদাসদের জীবনে এক বিরাট বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। এর ফলে বহু ধর্মপ্রাণ নিগ্রো প্রাণ

প্রকাশ করার একটা পথ ওরা খুঁজে নেবেই। ধর্মীয় উক্তি, শিক্ষা ইত্যাদি যদি উপযুক্ত মাধ্যম বলে মনে হয়ে থাকে তবে সেগুলিকেই অবলম্বন করে ওদের প্রাণের অব্যক্ত যত কথা উচ্চারিত হবে। 'Nothing fits this need better than the Christian religion'—এই কারণেই নিগ্রোদের সংগীতসাহিত্য ধর্মের ভিত্তির উপরে গ্রথিত হয়েছে।

একই চিন্তাভাবনাকে অনুসরণ করে Henry Edward Krehbiel তাঁর 'Afro-American Folksongs' বই-এ বলেছেন, 'Slavery was the sorrow of the Southern blacks; religion was their comfort and refuge'। William Francis Allen 'Slave songs of the United States' বই-এর ভূমিকায় লিখেছেন, 'These hymns will be found peculiarly interesting in illustrating the feelings. opinions and habits of the slaves'। Thomas W. Higginson বলেছেন, 'Almost all their songs were thorcughly religious in their tone. The attitude is always the same, and, as a commentary on the life of the race, is infinitely pathetic. Nothing but patience for this life—nothing but triumph in the next. Sometimes the present predominates, sometimes the future; but the combination is always implied'।

এই কথাগুলির মধ্যেই স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর পূর্ণ পরিচয় দিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্পিরিচুয়েল্‌স্‌ নিগ্রো-ক্রীতদাস জীবনের সর্বস্ব, করুণাময় ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত অর্ঘ এবং আরো কিছু। Booker T. Washington-এর কথায়, 'They breathe a child-like faith in a personal Father and glow with the hope that the children of bondage will ultimately pass out of the wilderness of slavery into the land of freedom'। এর সংগে Richard M. Dorson-এর উক্তিটুকু জুড়ে দিলে হয়ত বর্তমান আলোচনার সব কিছু ভালোভাবে বলা হবে। 'Slavery spirituals served as a clarion call to Southern slaves throughout the cotton plantations. They summoned the bondsmen for African-type secret meetings, encouraged them to flee via the Underground Railroad, cautioned them to subservience after Nat Turner's abortive rebellion in 1831. All the time they employed the white man's phrases

for their own meanings, "Freedom" which to the Christian signified freedom from sin, to the slave meant physical freedom ; the white man's "Canaan" was for him the North... the idea of double meanings in spirituals was understood as far back as Thomas Wentworth Higginson'। এই সময়কাল ছিল ১৮৬৭ সাল।

নিগ্রোকবিরা ছিল আশাবাদী। ভালো কিছু ঘটবে, বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন হবে, এ আশা তারা করতো। মানুষের দুঃখভোগ চিরজীবনের জন্য হতে পারে না ; অন্যায়, অবিচার চিরকাল চলতে পারে না, এ বিশ্বাস তাদের ছিল। তারা চেয়েছিল যেন এই পরিবর্তনের আজ দ্রুত হয়, জীবনে দুঃখভোগের অবসান ত্বরান্বিত হয়। এই উজ্জ্বল প্রত্যাশাকে বুকে ধরে কবি বলেছে :

'All my troubles will soon be over with,
Soon be over with, soon be over with,
All my troubles will soon be over with,
All over this world.'

এই গানটিতে 'All over this world' কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কবি শুধু নিজের দুঃখকষ্টের অবসানের কথা ভাবছে না। সকল মানুষের দুঃখের অবসানও সে কামনা করছে। কবির এই কামনা সফল হবে সে জানে। বর্তমান পৃথিবীর রূপ পরিবর্তিত হবে কিংবা মৃত্যুর পরে তার দুঃখভোগের অবসান হবে এ বিশ্বাস কবির আছে। অন্য একটি গানে কবি গেয়েছে :

'I'm so glad trouble don't last always,
Hallelujah, I'm so glad trouble don't last always.'

এই গানে 'হালেলুইয়া' বা 'ধন্য পরমেশ্বর'—এই ধ্বনিটি বিশেষ অর্থবোধক। কবির স্থিরবিশ্বাস, তাদের ক্রীতদাসজীবনের দুঃখদুর্দশার অতি সত্বর সমাপ্তি ঘটবে। তাই সে আগেই প্রশংসা গাইছে তার ঈশ্বরের।

বন্দীজীবন থেকে মুক্তির প্রত্যাশার সংগে মর্ত্যজীবনের জ্বালাযন্ত্রণা থেকেও কবি মুক্ত হতে চেয়েছে :

'Death's gwineter (going to) lay its cold icy hands on me,
I'm ready fo' (for) to cross ol' (old) Jordon's stream'.

কবি আশা করেছে, মৃত্যু পারাবার অতিক্রম করে সে স্বর্গে অনন্ত সুখের জীবনে প্রবেশ করতে পারবে। এই উত্তরণ সাধন করা যাঁর পক্ষে সম্ভব সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রণত হয়ে প্রাণের প্রার্থনা জানাতে কবি ক্রীতদাসদের আহ্বান করেছে :

'Oh, yes, bow yo' (your) knees upon de (the) ground...
An' ask yo' Lord to turn your round.'

এই প্রসংগে বলা যায়, 'The slave relied upon religion, not primarily because he fett himself "converted", but because he recognised the power inherent in religions things'।

সেই কারণে এখানেই নিগ্রো গীতিকারদের গান থেমে যায়নি। আশাবাদী জীবনের আশা সফল হোক এ-কামনা সকলের। কিন্তু অন্যায়ের জঞ্জাল কত বেশী এবং তা কতদিনে অপসারিত হতে পারে সে কথাও কবি ভেবেছে। বুঝেছে যে এতে তাদেরও করার কিছু আছে। সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তাদের বাঁচার পথ করে নিতে হবে। বাইবেল ভিন্ন এই সংগ্রামের হাতিয়ার অন্য কিছু হতে পারেনা। বাইবেলকে আশ্রয় করেই তাদের বাঁচতে হবে। বহু গান রচনা করলো ওরা। প্রত্যেকটির ভাষা দ্ব্যর্থবোধক। ভাষাগত অর্থ শ্বেতাংগপ্রভুরা শুনবে, ভাবগত অর্থ ক্রীতদাসরা বুঝে নেবে। ক্রীতদাসদের এই সংগ্রাম শুরু হয়েছিল বৈপ্লবিক কোনো পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে নয়; সংগীতই ছিল তাদের একমাত্র অবলম্বন। যেহেতু আমাদের বর্তমান পর্যায়ের আলোচনা কবির মন এবং তার চিন্তাভাবনা নিয়ে, সুতরাং স্বর্গ জীবনের কোনো কথায় এখন আমরা আসছি না। ক্রীতদাসদের বর্তমান সংগ্রামের উদ্দেশ্য হলো মর্ত্যজীবনে মুক্তি লাভ।

বাইবেলের সর্বশেষ বইটি (Revelations) লিখেছেন প্রেরিত জন্ (John)। স্বর্গরাজ্যের সবকিছুই তিনি দেখেছেন। ভবিষ্যতে বা কী ঘটবে তাও তাঁকে জানানো হয়েছে। সেসব কথাগুলি তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন ঈশ্বরের নির্দেশে তাঁর সেই বই-এ। নিগ্রোকবি তাই জন্‌কে অনুরোধ জানিয়েছে, জন্, তুমি বলো, তুমি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করো যে, আগামী পৃথিবীর রূপ বর্তমান পৃথিবীর মতো নয়। সেখানে কেউ ক্রীতদাস হয়ে থাকবে না; সে-পৃথিবী গড়ে উঠবে সেই মানব সমাজকে বুকে ধরে সবাই সেখানে স্বাধীন :

'Tell all the world, John, Tell all the world, John,
Tell all the world, John, I know the other world is
not like this.'

কবি এখন মরিয়মের (Mary) সাহায্যপ্রার্থী। খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের সংবাদ নিয়ে এই মরিয়ম ছুটে গিয়েছিলেন। অন্যান্য শিষ্যদের জানিয়েছিলেন খ্রীষ্ট মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছেন। কবি মরিয়মকে অনুরোধ জানায়, তুমি ছুটে গিয়ে এ-সংবাদও সকলকে জানিয়ে দাও যে নতুন পৃথিবী বা উত্তরাঞ্চল এই পৃথিবী বা দক্ষিণাঞ্চলের মত নির্মম হবে না। কবি যেন দেখছে, দিকে দিকে আগুনের শিখা জ্বলছে। কবির উদগ্র বাসনা, অত্যাচারীদের সমাজ-সংসার এই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাক।

'Run, Mary, run (×2)
I know de udder (other) worl' is not like dis (this).
Fire in de Eas', an' fire in de wes',
I know de udder worl' is not like dis.
Boun' to burn de wilderness,
I know de udder worl' is not like dis.'

বাইবেলে একটি সরোবরের বর্ণনা আছে। অসুস্থ লোকেরা সেই সরোবরের তীরে অপেক্ষা করে থাকতো। স্বর্গের দূত মাঝে-মধ্যে এসে সরোবরের জল সঞ্চালন করতো। জল সঞ্চালিত হওয়ার সংগে সংগে যে ব্যক্তি সকলের আগে ঐ জলে নামতে পারতো সে সুস্থ হয়ে যেতো। ক্রীতদাসদের কথা হলো, ঈশ্বর যদি একটিমাত্র লোককে এইভাবে রোগমুক্ত করে থাকেন তবে একটি গোটা জাতির দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য ঈশ্বর কেন সচেষ্ট হবেন না! কবি তাই আশ্বাস দিয়ে বলেছে:

'Wade in de water, chillun (children) (×2)
God's a-gwineter (going to) trouble de water.'

Dr. John Lovell জানিয়েছেন, 'The spiritual poet often initiates the revolution in himself. The "I" of the spiritual, however, is not a single person. It is every person who sings, everyone who has been oppressed and, therefore, every slave anywhere'।

কখনো কখনো ক্রীতদাসকবি জীবনে বিরক্তি বোধ করে, তার ধৈর্যের

চ্যুতি ঘটে। প্রার্থনায় যেন আর সে অপেক্ষা করতে পারে না। অত্যাচারী সমাজের ভিত্তিটাই সে সমূলে ধ্বংস করে দিতে চায়। কবিপ্রাণ গেয়েছে :

'He said, and if I had my way (×3)
I'd tear the buildin' down !
He cried, O Lord,
O Lord
O Lord, Lordy, Lordy,
O Lord !
He said, and if I had my way (×3)
I'd tear the buildin' down !'

এই গানের কথায় 'I' থাকলেও Lovell-এর ব্যাখ্যামত এই ধ্বংস সাধনের শপথটি সকলের। বাইবেলে বর্ণিত বীরচরিত্র Samson-এর কাহিনী অবলম্বনে এই গানটি রচিত। এই Samson-কে আশ্রয় করে কবিরা স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর এক মহাকাব্য রচনা করেছে। এই সব গানে শব্দের প্রয়োগ অপেক্ষা ভাবের প্রবণতা বেশী, যা আপন আবেগে ফেটে পড়তে চায়, কিন্তু পারে না। মনের গোপন কোণে পুঞ্জীভূত একরাশ বিক্ষোভ কবিকে চঞ্চল, দুর্বার করে তোলে। গুপ্তবাসনার উত্তাল ঊর্মি প্রাণের দুয়ারে এসে নিষ্ফল উত্তেজনায় ভেঙ্গে পড়ে। শুধু বলে, 'If I had my way' ! ঈশ্বরের কাছে অন্তরের ভাষা প্রকাশ করতে চায়, তবু পারে না। কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে যায়, ভাষা সে হারিয়ে ফেলে। তাই শুধু বলে, ঈশ্বর, ঈশ্বর (Oh Lord, Lordy, Lordy)। Samson-এর চোখ দুটো উপড়ে ফেলে তাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। তবু ঈশ্বরের অনুগ্রহে সে শত্রুদের বিশাল প্রাসাদ ভেঙ্গে ফেলে তাদের বিনষ্ট করেছিল। কবি চায় অত্যাচারী শ্বেতাংগদের প্রাসাদগুলো ঠিক তেমনি করে ভেঙ্গে ফেলতে। ক্রীতদাসদের জনপ্রিয় 'হিরো' এই Samson এবং তার মতো আরো অনেক বীরচরিত্র।

সভ্য শ্বেতাংগদের আইন অনুসারে ক্রীতদাসদের মানুষ বলে গণ্য করা হতো না। ওরা ছিল অস্থাবর সম্পত্তি বিশেষ। যেকোনো উপায়ে এই প্রথা চালু রাখাই ছিল শ্বেতাংগ মালিকদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ধর্মযাজকরা পর্যন্ত বশ্য হয়ে থাকতে ক্রীতদাসদের শিক্ষা দিতো। সেটাই নাকি বাইবেলের সারকথা ! ক্রীতদাসরা মুক্তির বিষয়ে ভাবতেই পারে না। ভাবলেই সেটা হবে বিদ্রোহ করার সামিল, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ। Dr. John Lovell

জানিয়েছেন, 'The religions leaders of the South, relying upon Bible passages, demonstrated that inducing a slave to leave his bondage was morally wrong and religiously sinful'।

এতদিন ধর্মীয় ভাব ভাবনার আড়ালে ক্রীতদাসরা পার্থিব জগতের চিন্তা করে এসেছে কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব তারা এড়িয়ে যেতে পারে নি। তাই দেখি, অতঃপর তারা অপার্থিব জীবনের কথা চিন্তা করছে।

এ জগতের জ্বালা-যন্ত্রণাকে তারা ভাষা দিয়েছে গানে। এ-মর্ত জগতে তারা যে প্রবাসী, সে-কথাও বলেছে। প্রবাস ছেড়ে তারা যেতে চায় স্বর্গ দেশে। তাই কবি গেয়েছে :

'Steal away,
Steal away,
Steal away.

এতদূর বলার পর কবি থমকে গেছে ; সে ভেবে দেখেছে, শুধু এইটুকু বলে থেমে গেলে চলবে না। এতে নির্মম নির্যাতনের আশংকা আছে। সে-কারণে এর সংগে সে জুড়ে দেয় 'To Jesus'। 'Steal away to Jesus'। এবার কবির বাসনা পূর্ণ হয়েছে। তার ভাষার ইংগিত ক্রীতদাসরা বুঝে নেবে। অথচ মালিকরা ভাববে, ওরা যীশুর কাছে যাবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে পড়েছে। এতে মালিকরা বরং খুশিই হবে।

কবির চিন্তার পথ এখন পরিষ্কার। এবার সে যা ইচ্ছা তাই বলতে পারে। তাতে ভয়ের কিছু থাকবে না। কবি নির্ভয়ে উচ্চারণ করেছে :

'Steal away, steal away home,
I ain't got long to stay here.

My Lord calls me, He calls me by the thunder ;
The trumpet sounds within my soul,
I ain't got long to stay here.'

এই দ্ব্যর্থবোধক গানের প্রকৃত অর্থ মালিকরা বুঝেছিল অনেক পরে। 'Underground Railroad' নামক গোপন সংঘের সংগে যুক্ত হয়ে মুক্তির জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করেছিল ক্রীতদাসরা। ক্রীতদাসদের চুরি করেও নিয়ে যেতো কোনো দলের লোকেরা। Frederick Douglass একজন সার্থক পলাতক। উত্তরাঞ্চলে এসে ক্রীতদাসদের মুক্তির জন্য সে বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। 'Steal away to Jesus'—এই গানটির বিষয়ে তার

অভিমত হলো: 'They were tones, loud, long and deep, breathing the prayer and complaint of souls boiling over with the bitterest anguish. Every tone was a testimony against slavery, and a prayer to God for deliverance from chains'।

ক্রীতদাস কবিরা বাইবেলের বিশেষ বিশেষ ঘটনা এবং চরিত্রগুলি বেছে নিয়েছে তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। 'Joshua fit (fought) the Battle of Jericho' একটি বিখ্যাত স্পিরিচুয়েল। গানের মূল কথাগুলি হলো:

'You may talk about the King of Gideon,
You may talk about the man of Saul,
There's none like good old Joshua
At the battle of Jericho!

Upto the walls of Jericho
He marched with spear in hand.
Go blow them ram horns, Joshua cried,
'Cause the battle is in my hand!

Then the lamb-ram-sheep horns began to blow,
The trumpets began to sound,
Joshua commanded the children to shout
And the walls came tumblin' down!'

বাইবেলের ইতিহাসে আছে, ইস্রায়েলরা যোশুয়ার (Joshua) নেতৃত্বে ফিলিস্টাইন-এর (Palestine) বিরাট প্রাচীর ভেংগে ফেলে কনান (Canaan) দেশ অধিকার করেছিল। ঈশ্বরের প্রবল পরাক্রম ইস্রায়েলদের সহায় ছিল বলে এই যুদ্ধে ওদের কোনো অস্ত্র ধারণ করতে হয়নি। ওরা যোশুয়ার আদেশে তূরীধ্বনি করার সংগে সংগে ওদের বাধার প্রাচীর ভেঙ্গে পড়েছিল। কবির পক্ষে এই কাহিনীকে অবলম্বন করে তার বক্তব্য তুলে ধরা সহজ হয়েছে।

ইস্রায়েলরা যদি সেই দুর্জয় বাধা অতিক্রম করতে পারে ক্রীতদাসরাই বা কেন পারবে না? ঈশ্বর ওদের কেন সাহায্য করবেন না? কবির বিশ্বাস আছে, তাই সে অন্যদের আশ্বাস দেয়। কবি যেন যোশুয়াকে অনুসরণ

করে চলেছে, সেই সংগে নাটকের দৃশ্যও পরিবর্তিত হচ্ছে। 'Up to the walls of Jericho, He marched with spear in hand'। এর পর কবির আদেশ, 'Go blow them ram horns'। সংগ্রামের সম্পূর্ণ দায়িত্ব এখন কবির, 'Cause the battle is in my hand'। কবির স্বপ্ন, তূর্যধ্বনি হলে ক্রীতদাসরা জয়োল্লাস করবে, আর তখনই 'বাধার বিন্ধ্যাচল' ভেংগে পড়বে। একবার এই বাধা দূর হয়ে গেলে দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাওয়া সহজ হবে। স্বাধীন দেশে স্বাধীন হয়ে থাকতে পারবে ওরা। এই গান যখন ওরা গেয়েছে, তখন ওদের হৃদয়ের উত্তেজনা কীরূপ উত্তাল হয়েছে তা অনুমান করা শক্ত নয়। অনিরুদ্ধ আশার বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে ক্রীতদাস-সমাজজীবনে। মহানন্দে কবির সংগে সবাই গেয়েছে,

'Dat mornin' Joshua fit (fought) de battle ob (of) Jericho,
An' de walls come tumblin' down'.

পরিত্রাণ কর্তা যীশুর উপরে ক্রীতদাসদের বিশ্বাস অত্যন্ত গভীর। যীশু যেমন বিক্রমশালী রাজা তেমনি সাহায্যকারী বন্ধু। যে কোনো অবস্থা থেকে তাঁর ভক্তদের উদ্ধার করতে তিনি সক্ষম। তাই ক্রীতদাস গেয়েছে, "Ride on King Jesus, No man can hinder Him'। শ্বেত অশ্বের ওপরে সমারূঢ় হয়ে যীশু যখন নেমে আসেন তখন তাঁকে রোধ করার শক্তি কারোর নেই। কেউ তখন তাঁকে বাধা দিতে পারে না।

'When I was blind and could not see
King Jesus brought that light to me'.

কবির ভাবনা এখন আর মর্ত্যজগতের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। চেতনার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি তার কল্পনাকে চালিত করছে ভিন্ন এক পথে, অন্য এক লোকে। সেই পথ স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত। কবি এখন উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর। যীশুর মহান অনুগ্রহ যখন ওরা জীবনে উপলব্ধি করতে পেরেছে তখনই জেনেছে ওদের ভালোমন্দের ভার তাঁর হাতে :

'He is King of Kings, He is Lord of Lords,
Jesus Christ the first and last, no man works like Him.
He built His throne up in the air,
And called His saints from everywhere,

He pitched His tents on Canaan's ground
And broke the Roman Kingdom down.'

এই 'কনান' (Canaan) এখন আর শুধু আমেরিকার উত্তরাঞ্চল নয়,—'কনান' এখন খ্রীষ্টের রাজ্য।

কবির মন এখন জাগতিক মুক্তির সিঁড়ি বেয়ে আত্মার অনন্ত মুক্তিলাভের চিন্তায় বিভোর। ক্রীতদাস তার হৃদয়ের স্পন্দন দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে খ্রীষ্টকে স্পর্শ করেছে, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে দেখেছে; ঈশ্বরের 'মেষশাবক'-রূপে যীশুকে চিনেছে। অন্তরের সর্ব আকুলতা নিয়ে ক্রীতদাসকবি গেয়েছে:

'O Lamb, beautiful Lamb, I'm going to serve God til I die
Never felt such love before,
I'm going to serve God til I die.'

প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেমে কবি মগ্ন। কবির ঐশ্বরিক চেতনা এখন জাগ্রত। সে জেনেছে, জাগতিক লাভ-ক্ষতি হিসাবের কাল ফুরিয়েছে। সব ফেলে তাকে যেতে হবে। তার এগিয়ে যাওয়া না হলে যীশুর আসা হবে না, তাঁকে পাওয়া হবে না।

'Keep a-inchin' along,
Keep a-inchin' along,
Jesus will come bye-an'-bye'.

ক্রীতদাসদের জীবনের দুঃখকষ্ট যথেষ্ট। খ্রীষ্টের যন্ত্রণা-দুঃখভোগ এর চেযে ঢের বেশী। খ্রীষ্টকে শয়তান ও মৃত্যুর সংগে লড়াই করতে হয়েছে। ক্রীতদাসকবিরা ক্রুশের গান গেয়েছে, পুনরুত্থানের গানও গেয়েছে। কিন্তু পুনরুত্থানের গানের সংখ্যা অনেক বেশী, কারণ খ্রীষ্টের মৃত্যুর চেয়ে পুনরুত্থানকেই ওরা বেশী প্রাধান্য দিয়েছে। তাই কালভেরীর মধ্যাহ্নের অন্ধকার ছেড়ে কবিমন ছুটে গিয়েছে পুনরুত্থান-প্রভাতের স্নিগ্ধ-শান্ত আলোকে। সবাইকে ডেকে বলেছে:

'Go and tell ev'ry body,
Yes, Jesus is risen from the dead'.

প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য যেন! 'Yes' কথাটি গভীর অর্থবহ। তার চোখের সামনে যেন ঘটনাটা ঘটেছে।

মৃত্যুকে পরাভূত করে পুনরুত্থানের পরে যীশু স্বর্গে গিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। ক্রীতদাসজীবনের সমস্যাগুলির সমাধান তিনি করবেন।

মনুষ্যজাতির পরিত্রাণের কথাও যীশু ভাবছেন। যীশুর আহ্বান কবির মর্মমূলে প্রবেশ করেছে :

'Jesus rides in the middle of de air
He's callin' sinners from ev'rywhere...'.

আগামীজীবনে শান্তি-সান্ত্বনার কথা ভেবে কবি মৃত্যুকে আর ভয় করে না। পৃথিবীর কাছে বিদায় নিয়ে কবি বলে, তোমরা আমার জন্য কেঁদো না। যীশুর স্নেহ-ভালবাসার মাধুরীতে কবির হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। যীশু কেবল তার প্রভু নয়, পরিত্রাতা নয়, বন্ধু নয়, যীশু তার সেবকও। তার মরণের শয্যাটি যীশু নিজের হাতে পরিপাটি করে রচনা করেছেন; সেখানে তাঁর পরমভক্ত এসে বিশ্রাম নেবে :

'You needn't min' my dyin' (×2)
Jesus goin' to make my dyin' bed......
I'll be sleepin' in Jesus......
I'll be res'in' easy'.

ভালবাসার বন্ধন অত্যন্ত নিবিড় না হলে একথা বলা সম্ভব হয় না। মা যদি সন্তানের জন্য শয্যা রচনা করতে পারে, যীশু কেন তাঁর ভক্তের জন্য করবেন না! এ যেন সরল শিশু-প্রাণের অতি সহজ একটি উক্তি 'Jesus gcin' to make my dyin' bed'। মৃত্যুর আগে কবি আরো বলেছে :

'I'm goin' up to see my Jesus,
O some sweet day after "while".'

এ রচনা কোনো মহাকবির বলে মনে হলেও ক্রীতদাস-কবিরাই এগুলি রচনা করেছে হাতেপায়ে শেকল-পরা অবস্থায় চাবুক খেতে-খেতে। এই অসম্ভাবিত রচনার কথা ভেবেই James Weldon Johnson লিখেছেন, 'On its strains his spirit must have nightly floated free/ Though still above his hands he felt his chains'।

ক্রীতদাসকবি শুধু নিজের কথা ভাবেনা, অপরের ভাবনাও তার আছে। সে কল্যাণ কামনা করে সকলের। কবি-প্রাণপুরুষ মুক্তির জন্যে আকুল হয়, ব্যাকুল হয় অন্যদের জন্যও। স্বার্থপর নয় সে কখনো। স্বর্গে গিয়েও কবি একলা থাকতে চায়না। কাছে পেতে চায় চেনা-অচেনা সমগ্র মর্তবাসীকে :

**'When I get to heav'n I want you to be there too,
When I cry "holy" I want you to say so too'.**

নিঃসংগ-একাকী হলে স্বর্গে গিয়েও কবির কোনো আনন্দ নেই। এ যেন তার অন্তরের ভালোবাসা দিয়ে সবাইকে কাছে ডেকে নেওয়া। হৃদয়ের শুচিতায় সকলের সংগে এক হয়ে যাওয়া।

কবির আনন্দভোগ সকলের সংগে, কিন্তু দুঃখভোগ তার একার। তার যত দুঃখ যীশু সবই জানেন। এই তার সান্ত্বনা। অন্যে না জানুক, এতে কবির কোনো ক্ষোভ নেই:

'Nobody knows the trouble I've seen,
Nobody knows but Jesus,
Nobody knows the trouble I've seen,
Glory, Hallelujah'.

যীশুতেই কবির উদ্ধার, যীশুতেই নিস্তার, যীশুই বিপদভঞ্জন। সেই কারণে নিগ্রোকবির কোনো ভয় নেই, ভাবনা নেই। নির্মুক্ত সে। বিপদের আবর্তে পড়েও কবি গায়:

'I'm troubled, I'm troubled, I'm troubled in mind,
If Jesus don't help me I sho'ly (surely) will die'...

'When you see me on my knees,
Come here, Jesus, if you please'...

'When you hear me calling, Jesus,
Hear me, Jesus, if you please'.

এই গান সন্দেহাতীত মনের অভিনব আকুলতা, প্রত্যয়িত হৃদয়ের নিশ্চিত নির্ভরতা। যীশু বিনা কবির আর কেউ নেই। কবি যীশুকে প্রভু বলে চিনেছে, ঈশ্বর বলে আহ্বান করেছে। তার এই অনুনয়-বিনয় হতাশার কোনো হা-হুতাশ নয়। মনে হয় এ-যেন কবির আন্তর-অনুধ্যান কিংবা অকপট হৃদয়ের বিশুদ্ধ সংলাপ, যা নম্রতার মাধুর্যে সমুজ্জ্বল।

নিগ্রোক্রীতদাসদের জীবনে খ্রীষ্টকে একান্তভাবে পাওয়ার প্রয়োজন ছিল, নইলে ক্রীতদাসকে বাঁচাবে কে? দক্ষিণের শ্বেতাংগদের বর্বর উৎপীড়ন, হৃদয়হীন নির্যাতন ওদের জীবনধারণকে দুঃসহ করে তুলেছিল। এ নির্যাতন ওরা ভোগ করেছে জীবনের প্রতি দণ্ডে, প্রতি পলে, প্রতি অনুপলে, সর্বক্ষণে সর্বাবস্থায়। 'American slavery, with its isolation, his backbreaking toil under hot sun or in inclement weather,

its lack of family life, its poor food and housing, its persistent threat of being sold "down the river" and its other disabilities was very hard to take'। এই ছিল ক্রীতদাসজীবনের প্রকৃত চিত্র। এই অসহায় উচ্ছিন্ন জীবনের গ্লানি ওরা ভুলেছে যীশুর কাছে এসে। স্বর্গপথের যাত্রী চলেছে যীশুর সাথে সাথে মহাজীবনের অভিলাষে।

বাইবেলে আছে, মিশরের রাজা 'ফারাউ' (Pharaoh) ইস্রায়েল জাতিকে বন্দীদাস করে রেখেছিল বহুকাল ধরে। The Westminister Dictionary of the Bible (1944) থেকে জানা যায়, 'Taskmasters were placed over them, and rigorous service was exacted from them in the form of agriculture and brickmaking, and building...The oppression of the Israelites lasted 80 years or more. At length their cry came up unto God and He sent Moses to deliver them'। পরাক্রান্ত শ্বেতাংগ মালিকরা যেন এক-একজন মিশরের অত্যাচারী ফারাউ। তবুও ক্রীতদাসদের মুক্তি সমুপস্থিত। কারণ ইস্রায়েলদের মতো ওরাও কেঁদেছে। ওদের কান্না ঈশ্বর শুনেছেন। এখনি হয়তো স্বর্গলোকে মুক্তির শপথ উচ্চারিত হবে :

'Your enemies you see today,
You never shall see more'.

এ-গান কোনো কবির অর্থহীন প্রলাপ নয়, সংজ্ঞাহীন উক্তিও নয়। এ-গান ক্রীতদাসকবির দৃঢ়প্রত্যয়ের দ্যোতনা। কারণ কবি জেনেছে :

'When the children were in bondage,
They cried unto the Lord,
To turn back Pharaoh's army,
He turned back Pharaoh's army.

When Pharaoh crossed the water,
The waters came together,
And drowned ole (old) Pharaoh's army,
Hallelu'.

এই পরিত্রাণকর্ম সাধন বড় সহজ ছিল না। জগতের কোনো শক্তি এই দুরূহ কার্য সমাধা করতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বর পেরেছেন, তিনি পারেন। উৎসাদিত, উৎপীড়িত, সর্বহারা জীবনের কান্না তিনি শোনেন।

অন্ধকার রাত্রির প্রহরী-কবি তাই উজ্জ্বল একটি দিনের স্বপ্ন দেখে। বিভোর হয়ে নতুন সূর্যের গান গায়ঃ

ঈশ্বর, তুমি কৃপা করো, প্রভু তুমি দয়া করো। দীনদরিদ্রের ঈশ্বর তুমি। তুমিই তো অনাথ-বিধবার আশ্রয়। মিথ্যাবাদী-ভণ্ডদের প্রতিও তোমার করুণা প্রকাশ করো। ওরা অত্যাচার করেছে, অন্যায় করেছে; তা করুক ঃ

'Lord help the po' (poor) and the needy,
In this lan' (land)
In this great getting-up morning we shall face
another sun,
Lord help the po' and the needy,
In this lan', In this lan'...
Lord help the widows and the orphans, In this lan'...
Lord help the motherless children, In this lan'...
Lord help the hypocrite members, In this lan'...
Lord help the long-tongue liars, In this lan'...'

কবির এই প্রার্থনা নিজের জন্য নয়। তার জীবনে কোনো দীনতা নেই, অপূর্ণতা নেই। মর্তজীবনের চাওয়া-পাওয়ার আশা-আকাংখার অনেক ঊর্ধ্বে সে।

এবার জগতের কল-কোলাহল থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে কবি তার প্রার্থনার আসন পেতে নিয়ে বলেছে ঃ

'In de Lord, in de Lord,
My soul's been anchored in de Lord,
Before I'd stay one day in hell,
My soul's been anchored in de Lord.
I'd sing an' pray myself away,
My soul's been anchored in de Lord.
I'm gwineter (going to) pray an' never stop,
Until I reach de mountain-top,
My soul's been anchored in de Lord,
O Lord, my soul's been anchored in de Lord'.

মনে হয় ক্রীতদাস-কবি জীবনবন্দরে পৌঁছে গিয়েছে। এই প্রার্থনা, এই গান আর থেমে যাবে না, একথা কবি বলেছে 'Until I reach de mountain-top'। তন্ময় হয়ে তাই সে গেয়ে চলেছে ঃ

'My God is a mighty man of war, man of war, (×2)
Sinner, please don't let this harvest pass,
And die and lose your soul at last.'

অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে কবি এই পরম সত্যটি উপলব্ধি করেছে। ঈশ্বর সংগ্রাম করে চলেছেন পাপীমানুষকে উদ্ধার করার জন্যে। এই সংগ্রাম জেরিকো-তে (Jericho) বা কালভেরীতে (Calvary) শেষ হয়ে যায়নি। প্রতিটি মানুষকে সত্যের স্বর্ণাসনে, অনন্তজীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে ঈশ্বরের সংগ্রাম আদ্যন্তকালের। স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-কাব্যকারের সনির্বন্ধ অনুরোধ, পাপী, তোমার অত্যাচার বন্ধ করো এবার। এ সুযোগ তুমি হেলায় হারিও না, তোমার আত্মার সর্বনাশ ডেকে এনো না। তোমার মুক্তি তুমি চেয়ে নাও। না চাইলে ঈশ্বর তোমাকে দেবেন না। Dr. Lovell-এর ভাষায়, 'With such a friend and deliverer, the slave poet has every right to warn enemies, detractors, and oppressors that their days of control and dominance will be short. God would certainly carry out his just requirements, "My God ain't no lying man", the poet sang'.

মর্ত ছেড়ে অ-মর্তে যাবার আগে ক্রুশার্পিত খ্রীষ্ট স্মরণ করেছিলেন তাঁর মাকে। সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছিলেন তাঁকে। গীতিকারেরও ভাবনা এখন তার মায়ের জন্য। সে চলে গেলে তার মা কাঁদবে। গানের কথায় মাকে সান্ত্বনা দিয়ে সে বলে, মাগো, তুমি কেঁদো না :

'O mother, don't you weep when I'm gone,
For I'm going to Heaven above,
Going to the God I love'.

কবি জানে, তার যাওয়া অ-জানার অন্ধকারে হারিয়া যাওয়া নয়, বরং হারানো জীবনকে ফিরে পাওয়া। যে ঈশ্বরকে কবি ভালোবেসেছে, স্বর্গলোকে সেই ঈশ্বরের কাছেই সে চলেছে। তার মাকে তাই বলছে, তুমি কেঁদো না।

অশিক্ষিত ক্রীতদাসকবিরা এই সব গানে ঈশ্বর ও তাঁর পরাক্রমের কথা, খ্রীষ্টের অনুগ্রহ-পরিত্রাণের কথা বলেছে। সত্যের জ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টি ভিন্ন একথা এত সহজ করে বলা সম্ভব নয়। ধর্মতত্ত্বের কোনো জিজ্ঞাসা নেই, উপলব্ধির কোনো অস্পষ্টতা নেই। কবি যেন পরম তত্ত্বজ্ঞানী, তত্ত্বদর্শী।

স্পিরিচুয়েল্‌স্‌ তাঁর 'Sermon'। বিধ্বস্ত জীবনেও সত্য বিশ্বাসের 'pulpit'-এ দাঁড়িয়ে কবি তার উপদেশবাণী প্রচার করেছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায়।

স্বর্গদূতদের কথাও কবি জানে। ঈশ্বরের, খ্রীষ্টযীশুর অনেক আদেশ পালন করতে হয় এদের। দূতদের ক্ষমতা, দক্ষতা অসীম। কবি সেই দূতকে বড়ো ভালোবাসে, পুনরুত্থানের প্রভাতে এসে যে-দূত যীশুর সমাধি-দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। এই দূতেরা মানুষের পরিত্রাণের কাজে সর্বদাই ব্যস্ত ঃ

'Way over yonder in the harvest fields,
The angels shoving at the chariot wheels'.

শস্যসংগ্রহের কর্মক্ষেত্রে ঐ দূতেরা রথের চাকা ঠেলছে প্রাণপণে। ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা, মানুষের প্রতি ভালোবাসা এদের কম নয়। জীবনের নানান দুর্যোগে মানুষকে সাহায্য করতে এরা ছুটে আসে, স্বর্গপথযাত্রীদের সব দায়-দায়িত্ব এদের ঃ

'O brethren, my way, my way's cloudy, my way,
Go sen' dem (them) angels down'.

কবির জীবনপথ কুয়াসার গভীর অন্ধকারে হারিয়ে গেলেও কবি শংকিত নয়। দূত এসে তাকে পথ দেখাবে।

কবির সময় হয়ে এসেছে। এ পৃথিবী ছেড়ে তাকে যেতে হবে। এই যাত্রাপথে সে একাকী নয়। পুণ্যস্রোতা জর্ডন নদীর ওপারে কবি দৃষ্টি মেলে দিয়েছে। অবাক বিস্ময়ে সে দেখছে একদল দূত তাকে অনন্ত আবাসে নিয়ে যাবার জন্য এগিয়ে আসছে। মহানন্দে কবিপ্রাণ গেয়েছে ঃ

'I look'd over Jordon, an' what did I see
Comin' for to carry me home,
A band of angels comin' after me,
Comin' for to corry me home'.

দূতদের আরো অনেক কাজ। ধার্মিক মানুষেরা যেন যোগ্য পুরস্কার পায়, যেন কেউ বঞ্চিত না হয়, সেদিকেও এদের প্রখর দৃষ্টি রাখতে হয়। কে স্বর্গে যাবে, কে বা 'পাতাল রেলপথ' ধরে দক্ষিণ ছেড়ে উত্তরে যাবে, সব এদের জানা আছে। দূতেরা এসব লোকদের চেনে, এদের নামও লিখে রাখে। কবি জেনেছে, এবার তার নামটি লেখা হবে। সোল্লাসে কবি-হৃদয় যেন নেচেনেচে গেয়েছে ঃ

'O write my name, (×2)
De angels in de heav'n gwineter (going to)
write my name...
Write my name in the Book of Life,
Yes, write my name in de drippin' blood,
De angels in de heav'n gwineter write my name'.

খ্রীস্টের রক্ত দিয়ে স্বর্গের দূত 'জীবন-পুস্তকে' নিগ্রো কবির নাম লিখছে। কী অদ্ভুত আত্মপ্রত্যয়, কী অত্যাশ্চার্য বিশ্বাস এই নিগ্রো জাতির।

Dr. John Lovell বলেছেন, 'Considering the background and psychology of the slave and the nature of folk expression, only a weak and perverse imagination could overlook the implications in such a song'।

ক্রীতদাস সমাজের জিজ্ঞাসা ছিল, 'Why go all the way to heaven when you can begin your deliverance on earth'?

'O bye and bye, bye and bye,
I'm goin' to lay down my heavy load...
I know my robe's goin' to fit me well...
I tried it on at the gate of hell...
O Christians, can't you rise and tell
That Jesus hath done all things well,
I'm goin' to lay down my heavy load'.

'Heavy load' অর্থাৎ দাসত্বের দুর্বহ বোঝা, 'robe'-এর অর্থ স্বাধীনভাবে বাঁচার সুবর্ণ সুযোগ, 'gate of hell' কথার অর্থ বুঝতে হবে ক্রীতদাস জীবনের কথা স্পষ্ট করে বলতে না পারার যন্ত্রণা। কবির কথায়ঃ আমার ক্রীতদাস-জীবনের অবসান হবে। দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলে যাবার সেই সুযোগ যখন আসবে, তখন স্বাধীনভাবে আমি বাঁচতে পারবো। স্পষ্ট করে কথা বলতে না পারার তীব্র যন্ত্রণা সত্বেও এই পালিয়ে যাবার সুযোগের পরখ আমি করেছি। বুঝেছি, আমার মুক্তিকাল আসন্ন। এই কথা চিন্তা করে কবি মুখর হয়ে উঠেছে। সব ক্রীতদাসদের ডেকে সে বলছে, হতাশার জীবন ঝেড়ে ফেলে তোমরা সবাই ওঠো; সবাইকে জানিয়ে দাও, যীশু সবকিছু আমাদের ভালোর জন্যে করেছেন; দেখ, আমি মুক্ত হ'তে চলেছি।

অন্যভাবে কবি বলেছে যে, পাপের ভারী বোঝা নিয়ে সে যখন মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত পৌঁচেছিল, ধ্বংসের সেই পূর্বমুহূর্তে যীশু কবিকে উদ্ধার করার

জন্য সেখানেও ছুটে গিয়েছেন। তার জীবনের মালিন্য ধুয়ে ফেলে কবিকে যীশু এক অপার্থিব সৌন্দর্যগৌরবে ভূষিত করবেন। কবি তাই তার পার্থিবজীবনের পাপের বোঝা যীশুর ক্রুশের কাছে নামিয়ে দিতে চলেছে। প্রাণের আহ্বান জানিয়ে সব খ্রীষ্টীয়ানদের উদ্দেশ করে কবি বলেছে: তোমরা যাও, সবাইকে ডেকে বলো যে যীশু সব কাজই আমাদের মংগলের জন্যেই সাধন করেন। তিনি মঙ্গলময়। দেখ, আমি আমার পাপ থেকে মুক্ত হতে চলেছি।

অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত ক্রীতদাস কবিদের চিন্তাকল্পনার এই অনন্যতা, অপূর্ব রচনাশৈলী, ভাষার অন্তরালে ভাবনার সুনিপুন অভিব্যক্তি, সবকিছু মিলিয়ে এক আশ্চর্য বিস্ময়। 'Why go all the way to heaven when you can begin your deliverance on earth'—এই প্রশ্নের সার্থক সমাধান করা হয়েছে বর্তমান সংগীতে। এই গানের দ্ব্যর্থবোধক ভাবটিও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

নৈর্ব্যক্তিকভাবে, বস্তুবিশেষকে আশ্রয় করে গীতিকারেরা স্পিরিচুয়েল-এ জীবন্মুক্তির অনেক কথা বলেছে। ওদের প্রিয় 'motif' বা বিষয়বস্তুগুলি হলো, 'Balm', 'Chariot', 'City', 'Rock', 'Ship', 'Train' ইত্যাদি। তালিকা সুদীর্ঘ না করে নিচে কয়েকটি মাত্র নমুনা দেওয়া হলো:

'Balm'—'There is a balm in Gilead,
To make the wounded whole,
There is a balm in Gilead,
To heal the sin-sick soul'.

'Chariot'—'Roll de ol' Chariot Along'.

'City'—'You'd Better Run, Run, Run to the City of Refuge'.
'I'm seeking for a City, Hallelujah'.

'Rock'—'Got a Home in That Rock'.
'O Hide Me over in the Rock of Ages'.

'Ship'—'I'm Gwine (going) Cling to de Ship o' Zion'.

'Train'—'This Train is bound for Glory'.
'De Gospel Train's a-coming
I hear it just at hand'.

এই সংগীতে বস্তু বা বিষয়গুলির নির্বাচনে নিপুণতা আছে, এবং ঐগুলির ব্যবহারে দক্ষতা আছে। তাই ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধীয় বহু উপকরণ ওদের গানের বিষয়বস্তু হয়ে রয়েছে; যথা হাতুড়ি, পেরেক, সিঁড়ি, জাল, লাঠি, চাবি, ঢাল-তরোয়াল ইত্যাদি। নিহিত অর্থগুলি কখনো কখনো বেশ হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ে। দ্ব্যর্থ-অর্থ বোঝা যায় বহুগানে।

খ্রীষ্টের ক্রুশের কথা ভাবতে গিয়ে 'পেরেক' আর 'হাতুড়ি'র কথা মনে পড়ে যায় কবির। সত্যিকারের গঠনমূলক কাজেও হাতুড়ি-পেরেকের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে ক্রীতদাসদের চরিত্রগঠনের কাজেও। নতুন যাকোবের অর্থাৎ কবির একটি 'সিঁড়ি'-র বড়ো দরকার। ক্রীতদাসদের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হবে। কবির মনে হয় তাদের নীচে ফেলে রাখা হয়েছে বহুদিন ধরে। 'চাবি'-টিও অনেক কাজে লাগে। এ দিয়ে জীবনের দ্বার খোলা যায়। স্বাধীনতার অবরুদ্ধ দরজা ক্রীতদাসদের জন্য কবি এবার খুলে দেবে। রত্নখচিত প্রবেশদ্বারটির কথা ভাবতে কবির খুব ভালো লাগে। এটি পেরিয়ে গেলেই নতুন জীবনে প্রবেশের পথটি স্পষ্ট নজরে পড়বে। 'জাল' ফেলে প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই সংগ্রহ করা সহজ হয়। অনাবশ্যক জঞ্জালগুলিও বেছে দূর করে ফেলে দেওয়া যায়। 'লাঠি' দেখলেই মোশির (Moses) যাদুদণ্ডের কথা কবির মনে পড়ে। সংগ্রাম করতে হলে 'ঢাল-তরোয়াল'-এর প্রয়োজন তো আছেই।

বিভিন্ন পোষাক-পরিচ্ছদের অভাব ক্রীতদাসদের অনেক দিনের। নিগ্রোরা সংগীতের স্রষ্টা। সুতরাং 'বীণা', 'শিংগা', 'তূরী', 'ঢাক' ইত্যাদির ব্যবহার ওরা জানে। 'কলম'-টা সোনার হলেই ভালো। কারণ বহুজনের জীবনের হিসাব লিখে রাখতে হবে বিচারের সেই দিনের জন্য। নিগ্রোদের অন্যায়ভাবে ক্রীতদাস করে রেখেছে এরা। কিন্তু কেউ জানেনা, ওদের আগামীদিনের পুরস্কারগুলি তুলে রাখা আছে স্বর্গে। স্বর্গের স্বর্ণময় সেই পবিত্র বেদীটির ভাবনা কবির মনে উঁকি দেয় বারবার। নিগ্রোজীবনের জয়-পতাকার উজ্জ্বল স্মৃতি কবি ভুলবে না কোনোদিন।

ক্রীতদাসদের জীবন অগ্রসর হওয়ার জীবন। ছোটো-বড় গলি-রাস্তা পেরিয়ে ক্রীতদাসরা পাড়ি দেবে স্বর্গের পথে। কবি যেন সব চিনে রেখেছে। এই 'রাস্তা' পার হয়ে অভিশপ্ত দক্ষিণাঞ্চল থেকে উত্তরের স্বাধীন দেশে সবাই চলে যেতে পারবে। এই চলা দ্রুততর করতে যান-বাহনের উপযোগিতা আছে। উত্তরাঞ্চলে যেতে কিংবা স্বর্গে যেতে এসব দ্রুতগতি

যানবাহন বেশ সাহায্য করে। রথ, ট্রেন, ঘোড়া, জাহাজ, নৌকা, যাইহোক, সেগুলি প্রয়োজন মতো ব্যবহার করা হয়েছে ওদের গানে।

'জুতো'র ব্যবহারও ওরা করেছে ওদের গানে অতি সুন্দর অর্থে। এ-জুতো হলো 'সুসমাচারের পাদুকা'। এই জুতো পায়ে না থাকলে ইপ্সিত স্থানে যাওয়া সম্ভব নয় কারুর পক্ষে। কবি গেয়েছে :

'Death went out to the sinner's house.
(Said), come and go with me,
Sinner cried out, I'm not ready to go,
I ain't got no travellin' shoes,
Got no travellin' shoes, got no travellin' shoes,
Sinner cried out, I'm not ready to go,
I ain't got no travellin' shoes'...

Langston Hughes ও Arna Bontemps বলেছেন, 'From the folk storehouse came the ideas, the vocabulary' the idioms, the images'। নিগ্রোকবিদের সংগীত রচনার দক্ষতা ও বৈচিত্র্যের কথা বলতে গিয়ে Harold Courlander তাঁর 'Negro Folk Music, USA' বই-এ লিখেছেন, 'Some songs are heard in Mississippi and Texas that are not sung in Georgia and South Carolina and many songs which are widely known throughout the country are sung differently in different places'। ক্রীতদাস-জীবনের একঘেয়ে, একটানা ক্লান্তির সুর ওরা পছন্দ করে না। একই গান ওরা গায় বিভিন্ন রূপে ও ছন্দে বিভিন্ন স্থানে। সংগীতের মধ্যে দিয়ে অভিনবত্ব প্রকাশ করে, নতুনকে ডেকে আনে। যাই ওরা রচনা করুক না কেন, তাকে সাহিত্যের আঙিনার বাইরে ফেলে রাখা যায়না। সবই জাতির সহজাত প্রতিভার গুণে ও সৃষ্টির মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

গানগুলিকে ঘটনাক্রম অনুসারে সাজালে বাইবেলের মৌখিক সংস্করণের রূপ পেতে পারে। কারণ প্রায় প্রতিটি গান বাইবেলের বস্তু বা কথাকাহিনী সম্বলিত। আকারে ক্ষুদ্র হলেও নাটকীয় ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। অশিক্ষিত নিগ্রোপ্রচারকরা শুধু এই গানের মর্মার্থটুকু বুঝে নিয়ে ধর্মশিক্ষাও দিতে সক্ষম হয়েছিল।

প্রশ্ন করেছে অনেকে, নিগ্রোরা শ্বেতাংগদের ঐতিহ্য থেকে এতখানি কেন সরে এসেছে। কেন তাদের এই ধর্মগীতিকার ভাণ্ডার শ্বেতাংগদের থেকে

পৃথক করে নিয়েছে। উত্তরে বলতে হয়, শ্বেতাংগ প্রচারসংগীতে উপকরণের যথেষ্ট অভাব ছিল এবং সেগুলি অবশ্যই নিগ্রোজাতির ঐতিহ্যের ধারাবাহী ছিল না। মানসিকতার দিক থেকে বিচার করলেও বোঝা যায়, শ্বেতাংগ ধর্মসংগীতকে নিগ্রোরা নিজের বলে মেনে নিতে পারেনি। নিগ্রোজাতির উগ্র স্বাজাত্যবোধের কারণে ঐ সংগীতের পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। জীবনের উপলব্ধিগুলিকে নিজের ভাব ও ভাবনা অনুযায়ী রূপান্তরিত করে ওরা ধর্মকে একেবারে একান্ত নিজস্ব করে নিয়েছে। ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টপ্রভুকে ওরা আত্মার আত্মীয় বলে জেনেছে। নিগ্রোমনের কথা, খ্রীষ্ট কেবল শ্বেতাংগদের নয়, কোনো বিদেশী-বহিরাগত নয়। খ্রীষ্ট নিগ্রোদেরও।

Harold Courlander লিখেছেন, 'They had clear-cut concepts of the role of music in life. Music permeated virtually every important phase of living in Africa, from birth to death,··· Confronted with new religious patterns the New World African found in the Bible prolific materials adaptable to the traditional dramatic statement and, occasionally, to the epic treatment. He felt impelled to translate and recast Biblical events into a dramatic form that satisfied his sense of what was fitting. The stories of the Bible thus transmuted became vivid images or, sometimes, poetry.'

জাতির চরিত্রের সাধর্ম্য সাধনার উত্তম সাধক এই নিগ্রোসমাজ। অমিল বা অসামঞ্জস্যের সংগে কোনো সদ্ভাব ওরা রাখেনা। ধর্মসংগীতকে সেই কারণে ওরা জীবনের প্রতিটি প্রয়োজনের সংগে মিলিয়ে গড়ে তুলেছে ওদের স্পিরিচুয়েল্‌স্। যার আলো ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিটি ক্রীতদাসদের অন্ধকার জীবনে।

বাইবেলে এমন কতকগুলি ঘটনা আছে, যার ভাবার্থ ওদের প্রাচীন লোককাহিনীর সংগে হুবহু মিলে যায়। সেকারণেও হয়তো প্রাণের তাগিদে বাইবেলের বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি বেছে নিয়ে ইচ্ছামতো সাজিয়ে ওরা মনের আকাংখা মিটিয়েছে। ভাবকল্পনার প্রবলস্রোতে সংযমের বাঁধ একেবারে ভেংগে গিয়েছে। শাস্ত্রকাহিনীগুলিকে গানের রূপ দিতে গিয়ে ওরা অবাধে বিচরণ করেছে মুক্ত বিহংগের মতো। ভাবের প্রকাশকে বেঁধে রাখেনি শাস্ত্রীয় গণ্ডীর মধ্যে। বরং বলা যায়, কিছুটা অশাস্ত্রীয়ভাবে ছোট্ট শিশুর সরলতা নিয়ে আনমনে খেলা করেছে এইসব ঘটনাবলীকে ঘিরে।

তাই একটি গানের মধ্যেই যেমন ইয়োব (Job), যীশু, (Jesus), যিহুদা, (Judas), যোশুয়ার (Joshua), দেখা পাই তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর ট্রেনে চড়ে ধার্মিকেরা স্বর্গে যায়। এমন অকৃত্রিম সরলতা বড় একটা কোথাও চোখে পড়েনা। অন্য কোন সংগীতেও দেখা যায় না।

কবি বলেছে, 'All God's chillun (children) Got Wings'। এটিকে অপটু খেয়ালীমনের উদ্ভট কল্পনা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু 'ডানা'র রূপকটি কবিমনের কোনো অর্থহীন কল্পনা নয়। কথাটি এমন-ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যা নিগ্রোদের কাছে সত্যি বলেই মনে হয়েছে। বিশ্বাসের ডানাদু'টি মেলে দিয়ে নিঃসীমশূন্যে পাড়ি দেওয়া কিংবা স্বর্গলোকে পৌঁছানো মোটেই অসম্ভব নয় ওদের কল্পনায়। বিষয়বস্তু যতই কঠিন হোক তার একটা সহজ বাস্তবরূপ কল্পনা করে নিতে ওরা অভ্যস্ত।

'রথ'কে উপজীব্য করে নিগ্রোকবিরা কয়েকটি গান রচনা করেছে। প্রথমেই এলিয়ের (Elijah) রথের কথা কবি ভেবেছে। সেই রথ অন্যদেরও স্বর্গে পৌঁছে দেবে। কবির কল্পনার উদারতা এখানে সুস্পষ্ট। এলিয়ের সংগে সকলের সৌভাগ্যের সংযোগ ঘটেছে এই গানে। বিশ্বাসীকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য তার মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে সুন্দর একখানি রথ বাতাসে দুলে দুলে নেমে আসছে। কবি গেয়েছে ঃ

I looked over Jordan and what did I see,
Coming for to carry me home ?
A band of angels coming after me,
Coming for to carry me home.

Chorus : Swing low, sweet chariot, coming for to carry
me home,
Swing low, sweet chariot, coming for to carry
me home.

If you get there before I do,
Coming for to carry me home,
Tell all my friends I'm coming too,
Coming for to carry me home.

The brightest day that I ever saw,
Coming for to carry me home,
When Jesus wash'd my sins away,
Coming for to carry me home.

I'm sometimes up and sometimes down,
Coming for to carry me home,
But still my soul feels heavenly bound,
Coming for to carry me home.

কারো হয়তো স্বর্গে যাবার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাকে বিচারের কাঠগোড়ায় নিয়ে যেতে অন্য রথ আসে। ধার্মিক ও পাপীদের জন্য ভিন্ন রথ আছে। এই লোকটি জানে না কোন্ রথে চড়ে তাকে পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে:

'Rock, chariot, in the middle of the air,
Judgment going to find me.
I wonder what chariot comin' after me.
Judgment going to find me.'

১৮২০ সালের শেষের দিকে আমেরিকার উত্তরে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। এরপর ১৮৪০-এর মধ্যে দক্ষিণাংশে সামান্য কিছু ট্রেন চলাচল করে। সেই ট্রেনে তখন ক্রীতদাসদের চড়ার কোনো সুযোগ ছিল না। তাই, ইচ্ছা থাকলেও ট্রেনে ওরা তখন চড়তে পায়নি। কবি রথের বদলে 'ট্রেন'-এ চড়ে স্বর্গে যাবার কথা ভেবেছে। এতে সুবিধা অনেক,—একসংগে অনেক লোক যেতে পারে, ভাড়া কম, যাত্রার আনন্দ প্রচুর:

'The gospel train is coming,
I hear it just at hand,
I hear the car wheels moving,
And rumbling thro' the land.

Chorus : Get on board, children, Get on board, children,
Get on board, children, For there's room for many
a-more, more.'

No signal for another train
To follow on the line
O Sinner, you're forever lost,
If once you're left behind.

This is the Christian banner,
The motto's new and old,
Salvation and Repentance,
Are barnished there is gold.

She's nearing now the station,
O, Sinner, don't be vain,
But come and get your ticket,
And be ready for the train.'

The fare is cheap and all can go,
The rich and poor are there,
No second-class on board the train,
No difference in the fare.'

আরেকটি ট্রেনের গান ঃ

'Just as soon as you cease, Good Lord,
Children, from your sins, Good Lord,
This-a train will start, Good Lord,
To take you in'......

সন্তানদের প্রতি অনুযোগের সুরটি যেন শিশুহৃদয় থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে। ট্রেনে চড়ার লোভে কোনো পাপ ওরা আর করবে না। দয়ালপ্রভুর দয়ায় গায়ককবির সমগ্র সত্তাটি পূর্ণ হয়ে আছে।

এই গান আরো আছে ঃ

'Old Number twelve
Comin' down the track.
See that black smoke
See that old engineer...'

* * *

'The train we are singing about,
It has no whistle or bell,
And if you find your station
You are in heaven or hell.'

* * *

'There's a little black train a-comin',
Get all your business right ;
There's a little black train a-comin',
And it may be here to night.'

* * *

ধেঁায়া উড়িয়ে গর্জন করতে করতে যে ট্রেন যাওয়া-আসা করে তার প্রভাব কবিমনকে উদ্দীপিত করেছে। পুরনোকালের রথ আধুনিককালে ট্রেনে রূপান্তরিত হয়েছে। এই রূপকরণে কবির কোনো দ্বিধা বা সংকোচ নেই। কবির ট্রেনের নম্বরও আছে। খ্রীষ্টীয়ানদের জীবনের সবসময়েই প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।

জর্জিয়া-য় তখন ট্রেন ছিল না। তাদের যা' নেই, তার গান কবি গাইবে না। তাদের 'ঘোড়া' আছে। ঘোড়ায় চড়েই ওরা স্বর্গের ঠিকানায় টগ্‌বগ্‌ করে ছুটে যাবে ঃ

'Loose horse in the valley. Aye.
Who goin' to ride 'im ? Aye.
Nothin' but the righteous. Aye, Lord.
Time's drawin' nigh,'

নিগ্রো পিছিয়ে পড়ে থাকেনা। সর্বদা এগিয়ে চলেছে। সর্বকালের আপ্‌-টু-ডেট্‌ জাত ওরা। সংস্কৃতির বোঝা কাঁধে নিয়ে ওরা এগিয়ে চলেছে যুগের সংগে তাল রেখে। আর কিছু না থাকলেও যিহিষ্কেলের (Ezekiel) রথের চাকা ধরে কিংবা সুসমাচারের পাদুকা পরে ওরা যাত্রা শুরু করে দেয়। থেমে থাকে না। জর্জিয়ার সমুদ্র-দ্বীপ থেকে Lydia Parrish উপরের এই গানটি সংগ্রহ করেছেন। এই গানের কথায় আর্থ্যুরিয়ান্‌ লিজেন্‌ড (Arthurian legend)-এর ঘোড়ার গল্পটি মনে পড়ে যায়।

শেষদিনে বারোটা সাদাঘোড়া-আলা রথে চড়ে যীশু বিচারসভায় আসবেন। সেদিনটি দেখার আশায় কবি অধীর হয়ে উঠেছে ঃ

'Milk-white horses over in Jordan…
Hitch 'em to de chariot, (×4)
How I long to see dat day.'

কবি আরো গেয়েছে :

'King Jesus rides on a milk-white horse,
No man can hinder him.
The river of Jordon he did cross,
No man can hinder him.'

কবি বলে, 'My ship is on de ocean'। ঐ 'জাহাজ'-এ চড়ে কবি যীশুর কাছে চলে যাবে। দানিয়েলের কথা, মরিয়মের কথাও সে ভাবে। স্বর্গে গেলে ওদের দেখা পাবে। পাপজগত ছেড়ে সেখানে যেতে কবি চায়। সেখানে পৌঁছালে সে আর ফিরে আসবে না। পাপীবন্ধুটিকে তাই বিদায় জানিয়ে কবি যাত্রা শুরু করে :

'My ship is on de ocean, (×2)
Po' (poor), sinner, fare-you-well.
I'm goin' away to see de good ol' Daniel,
I'm goin' away to see my Lord,
I'm goin' away to see de weepin' Mary…
Oh, my ship is on de ocean,
Po' sinner, fare-you-well.'

অন্যত্র কবি গেয়েছে :

'I set my foot on the Gospel ship,
And the ship it begin to sail,
It landed me over on Canaan's shore,
And I'll never come back any more.'

'Old Ship of Zion' গানের শেষ ক'টি লাইন :

'She is loaded down with angels, Hallelujah,
She is loaded down with angels, Hallelu,
And King Jesus is the captain,
And he'll carry us all home, O glory, Hallelu.'

'Noah and the Ark' গানে নিগ্রোকবি এক বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। গোফর কাঠ দিয়ে জাহাজটি তৈরি করতে ঈশ্বর নোহকে আদেশ করেছিলেন এবং নোহ সেই আদেশ পালন করেছিলেন। এখন আলাবামার ক্রীতদাসকবি হয়তো গোফর কাঠের কোনো পরিচয় জানেনা। হিকরী গাছের ছাল

দিয়ে ওরা নৌকো তৈরি করে। কবির গানে নোহ তাই ঐ ছাল দিয়েই জাহাজটি তৈরী করে নিলেন :

'Noah, Noah built this ark,
Built this ark out of hickory bark.'

* * *

'Built this ark without hammer or nails'...

গানটি কবির অনায়াস সৃজনীপ্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষ্য। এই গানের আরো দু'টি লাইনে কবির গভীর জ্ঞানের পরিচয় আমরা পাই : 'Called old Noah foolish man / Building this ark on this dry land'। মহাপ্লাবনের ইংগিতে তখনও অন্যেরা বিশ্বাস রাখেনি, তাই শুকনো ডাংগায় জাহাজ ভাসাবে বলে বুড়ো নোহকে বোকা বলেছিল তারা।

ক্রীতদাসদের জীবনে অনেক রকমের কাজ করতে হয়েছে। ওদের বিভিন্ন বৃত্তিগুলিকে উপকরণ করে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কবি সংগীত রচনা করেছে :

'Mary an' Martha jes' gone 'long., (×2)
To ring dem (them) charmin' bells,
O, Yes sister
Free grace an' dyin' love, (×2)
To ring dem charmin' bells
O, 'way over Jordan, Lord, (×2)
To ring dem charmin' bells.'

ঘণ্টাধ্বনি শুনে সকলে সজাগ হয়, প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ পায় আর ভবিষ্যত জীবনের ভাবনা ভাবে।

নৌকোর মাঝিকে কবির ভালো লাগে। 'নৌকো' করে এখানে-ওখানে, কখনো বা স্বর্গপর্যন্ত চলে যাওয়া যায়। ঐ জর্ডন নদীটি পার হতে পারলেই হলো। কবি তার জীবন-নাইয়াকে বলে : ঝড়-তুফানের মুখে পড়ে স্বর্গে যাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছে। এখানে কোনো আশ্রয় নেই। নৌকোটা এক ধার করে নিয়ে চল :

'Boatman, boatman, row one side,
Can't get to heav'n 'gainst wind and tide,
There's no hiding place down here.'

ছুতোরেরা কাঠের কাজ করে। এই কাজ নিগ্রোরা ভালোবাসে, কারণ যীশুও ছুতোরের কাজ করেছেন। নোহের জাহাজের মতো একটা ঘর তৈরী করবে ওরা যীশুর জন্য। বাজে কাজে সময় নষ্ট করে জীবনের অপচয় ওরা করবে না। কবি যেন এই কাজে লেগে পড়েছে :

'I'm workin' on the buildin' for my Lord,...
If I was a gambler I tell you what I would do,...
I'd throw away my gamblin' dice an' work
on the buildin' too.'

ইঞ্জিনিয়ার যেমন ট্রেন চালায়, বাইবেল তেমনি খ্রীষ্টীয়ানের জীবন চালনা করে। স্বর্গপথে সোজা পৌঁছে দেয় বিশ্বাসীকে। শয়তান এতে খুব রাগ করে, কিন্তু সে নিরুপায়। সে নিষ্ফল আক্রোশে বিড়বিড় করে শুধু। কবি এই ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছে সুন্দরভাবে তার রচনায় :

'The Bible is our engineer,
That's what Satan's a-grumbling about ;
It points the way to heav'n so clear,
That's what Satan's grumbling about.'

ক্রীতদাস ক্ষেতে খাটে, মালিক তাকে চাবুক মেরে খাটায়। ক্রীতদাস ফসল ফলায়, মালিক সে ফসল নিজের গোলায় তোলে। শ্রমিক-মালিকের এই সম্পর্কের কথা কবির মন ভাবে। সে ব্যথা পায়। পরক্ষণে আনন্দঘন অনুভূতিতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। আশ্বাসের একরাশ স্নিগ্ধ বাতাসে কবি-প্রাণ ভরে ওঠে। খ্রীষ্টের মুখের কথাটি স্মরণ করে সে সুর দিয়ে গায় :

'I am the true vine (×2)
My Father is the husbandman.'

তখনি কবির সব প্রত্যাশা যেন মূর্ত হয়ে ওঠে। কবিপ্রাণ গেয়ে চলে :

'I know my Lord has set me free,
My Father is the husbandman,
I'm in Him and He's in me.'

প্রেমময় খ্রীষ্টের অমৃতময় বাণী অনুরণিত হয় কবির অন্তরগভীরে। এ-গান যে তাঁরই গান, এ-কথা তাঁরই। সুরও তাঁর। কবি যন্ত্রমাত্র।

এমনি করে যীশুর মতোই পিতর-জেলেকে (Fisherman-Peter) ডেকে কবি বলেছে :

'Fisherman Peter, —out on the sea—
Stop your fishin', Peter, come and follow me.'

খ্রীষ্টের আহ্বানের মধুর সুরটির প্রতিধ্বনি শোনা যায় নিগ্রোমনোবীণার তন্ত্রীতে।

হাতুড়ি-পেরেকের কথা কবি আগেও ভেবেছে কিন্তু এখানে হাতুড়ির শব্দে কবিসত্তার চমক ভাঙে। নিজের মৃত্যুদিনের কথা ভাবে সে:

'The hammers keep ringing on somebody's coffin (×2)
Makes me know my time ain't long.'

চাকার ঘর্ঘর আওয়াজ শুনে কবি আবার বলে:

'The hearse wheels rolling somebody to the grave yard,
Makes me know my time ain't long.'

ক্ষণস্থায়ী মর্তজীবন সম্বন্ধে কবি সর্বক্ষণ ও সর্বত্রই সজাগ।

পাহাড়ের দিকে উদাসভাবে দৃষ্টি মেলে দিয়ে কবি যেন চেতনা ফিরে পায়। ভাবে ওদের জীবনের পথটিও তো ঐ পাহাড়ের মতো চড়াই-উতরাই-এর পথ। বড়ো অসমতল, বড়ো রুক্ষ:

'Lord, I'm climbin' high mountains,
Tryin' to get home.'

ক্রীতদাসদের মনে মুক্তির বাসনা জাগিয়ে তোলে নিগ্রো প্রচারকরা। এরা গানের ইঙ্গিতে ওদের বাঁচার পথ দেখিয়ে দেয়। মহান এক কর্তব্য সাধনে রত এরা। তাই পরম শ্রদ্ধার-পাত্র:

'O preacher, can't yo' (your) hold out yo' light (×2)
Let yo' light shine aroun' de world.'

কবির বিচারে মেষপালকের জীবনই হলো উত্তমোত্তম। দায়ূদের (David) ও খ্রীষ্টের মহত্তম আদর্শে কবি মুগ্ধ। যীশু তাঁর জীবন বিপন্ন করে, উৎসর্গ করে তাঁর মেষপাল রক্ষা করেন। দায়ূদও বাল্যকালে মেষপালক ছিলেন এবং তখন তিনি শত্রু গলিয়াৎ-কে (Goliath) বধ করেছিলেন। এই বীরের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে কবি গেয়েছে:

'Little David was a shepherd boy,
He killed Goliath and shouted for joy.'

খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত কথায় আমরা জেনেছি, নিরানব্বইটি মেষ ফেলে রেখে এক পালক একটিমাত্র হারানো মেষের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল। সেটিকে ফিরে পেয়ে তার আনন্দের রূপটি কবি ধরে রেখেছে তার গানে:

'Done foun' my los' (lost) sheep, (×2)
Hallelujah, I done foun' my los' sheep...

Sinner man trablin' (travelling) on trembling groun'
Po' los' sheep ain't nebber (never) been foun'
Sinner, why don't yo' stop and pray,
Den (then) you'd hear de Shepherd say,
Done foun' my los' sheep.'

খ্রীস্টই এই গানের সেই আদর্শ মেষপালক। পাপী মানুষ তাঁর হারানো মেষ।

মহাবিচারের দিনে গাব্রিয়েল (Gabriel) দূত ভীষণ শব্দ করে স্বর্গের ভেরী বাজাবে। সেই শব্দ শুনে সব মৃতেরা জেগে উঠবে। সেদিন কবি কোথায় থাকবে? কবি চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে পড়ে:

'Where shall I be when de firs' trumpet soun'
Where shall I be when it soun' so loud,
When it soun' so loud till it wake up de dead,
Where shall I be when it soun'?'

ধর্মের গভীর তত্ত্বগুলি নিগ্রোকবি কত সহজভাবে বলতে অভ্যস্ত, সে-কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। আবার অতি সাধারণ বিষয়গুলিও কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, তার মনকে নাড়া দেয়। কোনো কিছুই সামান্য নয়। Dr. John Lovell যথার্থ মন্তব্য করেছেন, 'More important, he knew how to use this sensitivity and knowldge to fashion songs that told his peculiar story and underlined his unique philosophy.'

নিগ্রোকাব্যকারদের এই বিচিত্র সৃষ্টিসম্ভারের পর্যালোচনা করে কেউ-ই সাহস করে বলবে না যে এগুলি শ্বেতাংগ প্রচারসংগীতের নকল। নিষ্কলুষ মন নিয়ে যারা স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর রূপবৈচিত্র্যের অনুশীলন ও বিশ্লেষণ করতে উৎসাহী হয়েছে তারা অনেক কথা বলেছে। এত বলেছে যে সেসবের উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবু মনে হয়, আরো যা তাদের বলার ছিল তা বলা হয়নি। অনেককিছু বাদ থেকে গিয়েছে। স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর বৈচিত্র্য এমনি অপার। স্মরণে রাখা প্রয়োজন, 'The slave poet was not an evangelist; he was simply a literary man commanding a vast mine of ore.'।

'The Gospel Train' পরিচালকদের পরিচয় দিয়ে কবি বলেছে:

'There's Moses, Noah and Abraham,
And all the prophets, too,

Our friends in Christ are all on board,
O, what a heavenly crew,'

এই মহাপুরুষদের ভিড়ে কবি মিশে যেতে চায়। ব্যথা ভুলে আনন্দে গেয়ে উঠেছে কবি:

'We'll shout o'er all our sorrows,
And sing for ever more,
With Christ and all his army,
On that celestial shore.'

অন্য একটি গস্‌পেল্‌ ট্রেনের কথা কবি বলেছে: 'If you ride it, you must be holy'। কারণ অনেক। এই ট্রেনে বাড়তি লোক নেওয়া হয় না। যারা ঘুমায় তাদেরও নয়। এসব কথা শুনে যে তামাশা করে, তাকে তো কখনো নয়। এই ট্রেন, 'carry no sinners', 'carry no gamblers', 'carry no liars'। ট্রেনটি মাত্র একবার যাত্রী নিয়ে স্বর্গে পৌঁছে দেয়। গানটি হলো:

This train is bound for glory, this train,
This train is bound for glory, this train,
This train is bound for glory,
If you ride it, you must be holy, this train.

This train don' pull no extras, this train,
Don' pull nothin' but de Midnight Special.

This train don' pull no sleepers, this train,
Don' pull nothin' but de righteous people, this train.

This train don' pull no jokers, this train,
Neither don' pull no cigar smokers, this train.

This train is boun' for glory, this train,
If you ride it, you must be holy, this train.

তাই যারা এখনো যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নেই তাদের উদ্দেশ করে কবি আরেকটি গানে বলেছে:

'This may be your last time, (×3)
May be your last time, I don't know.'

শরীর রক্ষার্থে রুটির প্রয়োজন। ইস্রায়েলরা অর্থাৎ ক্রীতদাসরা রুটি চায়। তাই মোশির (Moses) অনুসন্ধান করছে কবি :

'I wonder weh (where) is Moses, he must be dead,
De chillun (children) ob (of) de Israelites cryin' fo' bread.'

ঈশ্বর তাঁর ভক্তের প্রার্থনা শোনেন। বিশ্বাসী-জীবনের প্রার্থনা ঈশ্বর কেমনভাবে শোনেন তার পরিচয় দিয়েছে কবি :

'Joshua prayed for to stop the sun,
The sun did stop till the battle was won.'

ঈশ্বরের আজ্ঞামতো শূন্যপথে সূর্যের গতি স্তব্ধ হয়েছিল। সূর্য ঈশ্বরের অবাধ্য হতে পারেনি। কারণ নিগ্রোকবি জানে :

'He made the sun to shine by day,
He made the sun to show the way.'

এবং

'He made the moon to shine by night,
He made the stars to show their light.'

মহাবিচারের দিনে, কবি বলেছে, চাঁদ রক্তবর্ণ হয়ে যাবে। 'See de moon a-bleedin'.। খ্রীষ্টের জন্মের সময়ের সেই নতুন তারাটির কথাও কবির মনে আছে : 'Dere's a star in de Eas' on Christmas morn'।

কবি এবার প্রকৃতির রাজ্যে পরিক্রমা করতে শুরু করেছে। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রের বিষয় নিয়ে তার কাব্য রচনা করেছে। এবং আরো আছে :

'De win' blows eas' and de win' blows wes',
It blows like de judgment day.'

যাদের বিশ্বাসের দীপশিখা অনুজ্জ্বল কবি তাদের প্রশ্ন করেছে :

'Wind blows hard, wind blows cold,
What are you goin' to do—
When your lamp burns down ?
Lord, have mercy on my soul.'

বৃষ্টি-বজ্র-বিদ্যুৎ অত্যন্ত ভয়াবহ ব্যাপার। সবাই চায় ওগুলোকে এড়িয়ে যেতে। কিন্তু অসহায় মানুষ তা পারে না। নিগ্রোকবি তাই সকলকে

সতর্ক করে দিয়ে বলে, একদিন এরচেয়ে আরো সাংঘাতিক ঘটনা ঘটবে : 'O, on you heaven will rain fire'। অতএব সাবধান। কবি অন্যভাবেও চিন্তা করে বলেছে : 'He calls me by the thunder / He calls me by the lightning'। বজ্র-বিদ্যুতের মধ্যেও ঈশ্বরের রব সে শুনেছে।

'I'm seeking for a city'। কবি আশ্রয়ের সন্ধান করছে। এই সন্ধানে তার ক্লান্তি নেই : 'Lord, I don't feel no ways tiahed (tired)'। হঠাৎ যেন কবির আশ্রয়-নগরের নিরাপত্তার বিষয় মনে পড়ে যায় :

'You'd better run, run, run-a-run,
You'd better run to the city of refuge,
You'd better run, run, run.'

'The Rock of Ages' অর্থাৎ খ্রীষ্ট যেন তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে কবির জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় তৈরি করে রেখেছেন :

'You got a home in dat rock, Don't you see ?

কবি তা দেখতে পেয়ে সকলকে বলেছে :

'I got a home in dat Rock, Don't you see ?'
Between de earth an' sky,
Thought I heard my Savior cry'......

কিন্তু সেই বিচারের দিনে পাহাড়-পর্বতগুলিকে আর নিরাপদ বলে মনে হবে না। কারণ সেদিন পাহাড যত আছে সব ধ্বসে পড়বে। পাপীরা কেঁদে কেঁদে বলবে :

'O, in dat great great judgment day...
De sinners will run to de rocks an' say...
Rocks an' mountains don't fall on me.'

পর্বতের উপর থেকে ঈশ্বর মোশির (Moses) সংগে কথা বলেছিলেন, সেকথা কবি ভোলেনি। পর্বতের চূড়ায় কবি পৌছতে চায়। ঐ চূড়াই হয়তো তার শেষ গন্তব্য স্থান :

'Way up on de mountain, Lord,
Mountain top, Lord,
I heard God talkin', Lord.
I 'ntend to shout an' never stop...
Until I reach the mountain top.'

উপত্যকাগুলি প্রার্থনা করার উপযুক্ত স্থান। কবি আহ্বান করে, 'Let's go down'।

'I went down in the valley to pray,
Studying about that good old way,
O who shall wear the starry crown,
Good Lord, show me the way.'

এই উপত্যকাগুলি যতই বিপদসংকুল হোক না কেন, দায়ূদের (David) মতো নিগ্রো কবিও উপলব্ধি করেছে যে, খ্রীষ্টের নেতৃত্বে এই উপত্যকাগুলি অতিক্রম করা মোটেই ভীতিজনক নয়ঃ

'We shall walk through the valley and the shadow of death,
If Jesus Himself shall be our leader,
We shall walk through the valley in peace.'

গাছ দেখলে কবি যীশুর ক্রুশের কথা ভাবে। মনে করে, যীশু সেখানে তার জন্য, সব পাপীদের জন্য, প্রাণ দিয়েছিলেনঃ

'O, see that cruel tree, see dat cruel tree, Lord,
Sinner, O see dat cruel tree,
Where Christ has died for you an' me,
For you an' me, Lord.'

নিগ্রোকবিরা বহুগানে ক্রুশের কথা চিন্তা করে গাছ শব্দটি ব্যবহার করেছে। এই গাছে বেঁধে তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছে। তাই খ্রীষ্টের ক্রুশীয় নির্যাতনের কথা মনে এলেই ওরা গাছকে কল্পনায় এনেছে।

ফুলও নিগ্রোদের খুব প্রিয়, কবি জানে। 'Roses bloom in the heaven' / 'Lilies bloom in the heaven'। তাই শেষে কবি বলেছে, 'I can't stay behind'। সেই ফুলের রাজ্যে সে চলে যাবে।

প্রকৃতিরাজ্য পরিক্রমা শেষ করে কল্পনায় কবি যেন এখন প্রাণীজগতে প্রবেশ করেছে। মেষের চেয়ে মেষশাবককে ওরা ভালোবাসে অনেক বেশী। এর কান্না শুনলে নিগ্রো উতলা হয়। 'Don't you hear them little lambs crying?'—ব্যথাহত সুরে এই প্রশ্ন করে কবি।

রক্তমাখা ঈশ্বরের মেষশাবকের যন্ত্রণা কবির বুকে বাজে। নিগ্রোরা কাছে না থাকলে ঐ আহত মেষশাবকের যত্ন-সেবা করবে কে? সেই মেষশাবক যেখানে আছে সেখানে ক্রীতদাস যাবে। ওদের কবির বাসনা: 'Want to go to heab'n (heaven), when I die / To see God's bleedin' Lam'।'

সিংহের মুখে দানিয়েলকে ছেড়ে দিয়েছিল রাজা ডারিয়াস (Darius)। কিন্তু পরাক্রমশালী পশু হয়েও ঈশ্বরের বিধানে তারা দানিয়েলের কোনো ক্ষতি করেনি। সেই কারণে সিংহের প্রতি নিগ্রোকবি শ্রদ্ধাশীল। সিংহের মতো অমিত সাহস ও বিক্রমের অধিকারী হতে চায় ওরা। অত্যাচারীরা এখন আর সাহস করে না 'নিগ্রো-দ্য-লায়ন'-এর মুখোমুখী দাঁড়াতে:

'Oh, I thought I heard them say,
There were lions on the way,'

নোহের (Noah) কপোতটির কথা কবি ভাবে। সে আর জাহাজে ফিরে আসতে পারলো না। হয়তো সে একাই কত কেঁদে কেঁদে আজো মহাশূন্যে উড়ে চলেছে। সেই ভীষণ প্লাবনের সময় কপোতটি নোহের এতো উপকার করলো। তবু নোহ কেন তাকে ভেতরে ডেকে নিলো না? এই অশান্ত পৃথিবীর বুকে বনের ঐ শান্ত কপোত আর ফিরে আসবে না। 'Don't you hear them turtle dove a-mourning?'। কবির মনে আছে:

'Noah sent out a mourning dove,
Which brought back a token of heavenly love'

কবির কল্পনায় অলিভবৃক্ষের নবীন-পত্রটি যেন স্বর্গীয় প্রেমের নিদর্শন। প্রাণের সমস্ত আকুলতা নিয়ে কবি তাই নোহকে অনুরোধ করেছে:

'Open the window, Noah, (×2)
Open the window, let the dove come in.
The little dove flew in the window and mourned...
The little dove brought back the olive leaf.
Open the window, let the dove come in.'

বর্তমানের এই প্রেমহীন জগতে নিগ্রোকবি যেন সকলের প্রাণের দুয়ারে এসে আকুতি জানিয়ে বলে, তোমাদের হৃদয়ের বাতায়ন উন্মুক্ত করো। ঐ কপোতটি ফিরে এসেছে প্রেমের মহান বাণী নিয়ে। ওকে ডেকে নাও ভেতরে।

এমনিভাবে নিগ্রোকবিরা সর্বদা মানব-প্রেমের কথা, তাদের পরিত্রাণের কথা নিয়ে চিন্তা করেছে। আরো হাজারো বস্তুবিশেষকে অবলম্বন করে ওরা এই গান রচনা করতে পারতো। স্পিরিচুয়েল্স্-এর কবিরা জেনেছে, মহান ঈশ্বরের মহাপরাক্রম ব্যতিরেকে মানুষের পরিত্রাণ সম্ভব নয়। জীবনের জয় হবেই হবে, এই চরম-সত্যে কবি আস্থা রাখে। সংকীর্ণ পথের কথা, দুর্গম যাত্রার কথাও কবির স্মরণে আছে। গানের ভাষায় সে-সব ভাবনাগুলি ধরে রেখেছে নিগ্রোকাব্যকারেরা। যে-কোনো জাতির লোকসংগীতে বৈচিত্র্যের এত সম্ভার, এত সমারোহ দেখা যায় না।

নিগ্রো স্পিরিচুয়েলগুলি যে লোকসংগীতের পর্যায়ভুক্ত, একথা প্রমাণিত সত্য। তবুও এই পদ্যসাহিত্যের কাব্যকলা ও রসমাধুর্য নিয়ে অনেক সমালোচনা করা হয়েছে। এই কাব্যকারেরা ক্রীতদাসদের অতি দীনহীন সাধারণ জীবনের ভাবনাচিন্তাকে উপজীব্য করে, সহজ মনোভাব এবং অনুভূতিগুলিকে সম্বল করে এই গীতিকবিতামালা রচনা করেছে, একথা মনে রাখা প্রয়োজন। স্বল্পশিক্ষিত নিগ্রোকবিদের ভাষাজ্ঞান অত্যন্ত সীমিত ছিল, একথাও সত্য। তবে এতে কারো উৎফুল্ল হওয়ার মতো বিশেষ কোনো কারণ দেখা যায়না। হৃদয়ের বিচিত্র রসে সিক্ত কল্পনার নানা রঙে রঞ্জিত এই সংগীত হয়তো অনেকের মতে প্রকৃত 'সম্পদ' হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এই কবিতাগুলির যথার্থ মূল্য নির্ধারণ করতে হলে সেই যুগের কালে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে, ক্রীতদাস-সমাজের অলিগলিতে ঘোরাফেরা করে নিগ্রোজীবনের প্রকৃত পরিচয় আমাদের জেনে নিতে হবে। তা না হলে, অনর্থক সোরগোল তুলে কোনো সার্থক মূল্যায়ণ করা যাবেনা। অল্পকথায়, সর্বকালীন বিশ্বসংগীত-সমাজে প্রতিষ্ঠিত ক্রীতদাসকবিদের রচনার বিষয়ে কোনো বিরূপ সমালোচনা করলে সহজে কেউ তা মেনে নেবে না।

Dr. John Lovell এ-নিয়ে একটি স্মরণসুন্দর বক্তব্য রেখেছেন। ক্রীতদাসকবির কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'He was nearly always exciting. His sense of dramatic action was extremely high. He knew how to choose the right simple words to fit the sharpest occasions. He knew how to probe the human heart and reveal with curiosity and wonder what he found. He commanded a rich, tragic vein and a delicate comic touch. But one of his greatest gifts was in his ability to

eliminate the trivial and to point his flaming arrows toward the stars' ।

এই মর্তপৃথিবীর বুকে যেদিন নতুন সমাজ গড়ে উঠবে, সেই সুদূর ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে কবি বলেছে :

'Bye an' bye, bye an' bye, good Lord,
Ev'ry day'll be Sunday bye an' bye.'

গানটির প্রকৃত তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। একটি সুন্দর 'delicate comic'এর মৃদু স্পর্শ দিয়ে কবি বলেছে, এই পৃথিবীর বুকে প্রতিজ্ঞাত ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপিত হলে প্রতিদিনই হবে ঈশ্বরের দিন অর্থাৎ রবিবার। এই প্রসংগে Dr. Lovell লিখেছেন, 'We should note that most of this category of the spiritual's planning went far beyond the slave and embraced the hopes of every decent, upright man' ।

সেই নতুন দিনের ছবিটি নিগ্রোকবি তার মানসপটে ধরে রেখেছে :

'Great day, Great day, the righteous marching,
Great day, God's going to build up Zion's walls ?

এই বিরাট পরিবর্তন রাতারাতি এমনি এসে যাবে না। এসব কাজ সমাধা করার দায়িত্ব নিতে হবে সকলকে। ক্রীতদাসদের সংগে তাদের কবিও একাজে সামিল হবে। গানের ভাষায় কবি বলেছে :

'I want to be ready (×3)
To walk in Jerusalem just like John.'

কবি নিজের পরিশ্রমের বিনিময়ে তার আকাংখিত পুরস্কার অর্থাৎ পরিত্রাণ পেতে চায়। জীবনের কোনো সুযোগই সে হারাবে না, এই তার প্রতিজ্ঞা। লক্ষ্য তার নতুন যিরুশালেম, জন্ (John) তার জীবনের আদর্শপুরুষ।

'Deep River'-এর প্রশান্তি নিয়ে কবি 'Study War No More'-গানটি গাইলেও সংগ্রাম করার কথা তার মনে পড়ে যায়। তখনই আহ্বান জানায় কবি। বলে, আমি যাচ্ছি, তোমরা এসো :

'Going to take my breast-plate, sword and shield,
And march out boldly in the field.'

কবির এই অভিযান কোনো রাজ্যজয়ের জন্য কিংবা রক্তক্ষয়ের জন্য নয়। বিশ্বের যতো দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে কবি এবার লড়বে। এ যেন 'Johnsonian war on poverty' !

অনন্ত জীবনের সুনির্দিষ্ট পথ ধরে নিগ্রো কবিরা এমনিভাবে এগিয়ে

চলেছে। যীশুরাজার রাজ্যটি সুন্দরভাবে গড়ে তুলবে ওরা নিজেরাই। স্বর্গজীবনের সুখ ভোগ করতে হলে এই জীবনে ওদেরও পরিশ্রম করতে হবে, একথা ওরা জানে। কবি তাই গেয়েছে : 'You shall reap what you sow...On the mountain, in the valley'। কবির এই প্রত্যাশা সফল হবে, পূর্ণ হবে। সে এগিয়ে চলেছে ব্যস্তভাবে। দু'-দণ্ড দাঁড়িয়ে এখন কথা বলার সময় তার নেই। মর্তজীবনের সময়কাল অতি স্বল্প, সামনের পথ সুদীর্ঘ, বড়ো কঠিন, বড়ো রুক্ষ। দ্রুত এগিয়ে চলার তালে ছন্দ মিলিয়ে কবি সে-কথাই জানিয়ে যাচ্ছে :

'I ain't got time for to stop an' talk,
The road is rough an' it's hard to walk'.

প্রকৃতির নিসর্গশোভা নিরীক্ষণ করে মুগ্ধ-বিস্ময়ে অভিভূত কোনো কবির অলস কাব্যরচনা এ নয়। রোমাণ্টিক কোনো রসের পরিবেশন করে হৃদয়ের সুপ্ত বৃত্তিগুলিকে উদগ্র করে তোলার কোনো বাসনা বা অবসর কবির নেই। ক্রীতদাসজীবনের নিদারুণ দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনার পথটুকু পেরিয়ে যেতে হবে। ক্রীতদাসদের সংগে কবি ওদের পথচলার, এগিয়ে যাওয়ার, এই গান গেয়েছে আপন মনে। যে শোনে শুনুক, ভালো বা মন্দ যার যা খুশি বলুক। কারোর কোনো অনুগ্রহ-করুণার প্রত্যাশা কবি করে না। আরো ভয়ংকর সংগ্রামের সম্মুখীন হতেও কবি প্রস্তুত। স্বর্গে চিরশান্তি-সুখের আশ্রয়ে পৌঁছে কবি তখন বিশ্রাম নেবে। এখন নয়, এখানে নয়। কবির অন্তর-গভীর থেকে শপথের সুর আবার উচ্চারিত হয়েছে :

'An' I will die in de fiel' ..
I'm on my journey home.'

জীবনের মহাসংগীত গেয়ে দুর্গমপথযাত্রীর এই দুর্বার অভিযান।

বস্তুতঃ, উদাত্তচরিত্র ক্রীতদাস-কবি এই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকতে সকলকে আহ্বান করেছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে, ক্রীতদাসদের পরিত্রাণ সাধিত হলেও নিষ্প্রাণ, জড়ের মতো চুপচাপ বসে থাকতে ওরা পারে না। ঈশ্বরের স্বপক্ষে ওদের দাঁড়াতে হবে :

'Wet or dry I 'ntend to try...
To serve the Lord until I die,
My Lord says, he's comin' bye and bye.'

স্বর্গরাজ্যের পূর্ণ চিত্রটি কবির মানসপটে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই রাজ্যের প্রতি কবির আকর্ষণ অত্যন্ত তীব্র। ক্রীতদাসরা এই পৃথিবীতে এসে

পেলোনা কিছুই, হারালো সবই। প্রকৃতির একটু আলো, একটু বাতাস, একটু আনন্দ কিছুই ভোগ করতে দিলো না ওদের ঐ শ্বেতাংগরা। তারা মানুষ হয়ে মানুষের অধিকার থেকে নিগ্রোদের বঞ্চিত করে রাখলো। তাই আগামীদিনের আত্যন্তিক প্রত্যয়ের গান গায় কবি। সে সব-পাওয়ার দেশে চলে যেতে চায়ঃ

'I'm on my journey home...
My Jesus will meet me in that mornin'...
De streets up dere (there) am paved wid (with) gol' (gold)...
I'm gonna (going to) feast on milk an' honey'...

নিগ্রোগীতিকার সবাইকে ডেকেছে। বলেছেঃ চলো, এগিয়ে চলো। খ্রীষ্টবিশ্বাসীর জীবনে বসে থাকা নয়, এগিয়ে চলা। কবি স্মরণ করিয়ে দেয়,—যদি তুমি এই চলার পথে সামিল না হও, ভেবো না রেহাই পাবে। মহাবিচারের দিনে খ্রীষ্টের সামনে দাঁড়িয়ে এর জবাব তোমায় দিতে হবে। তোমার বিচার হবে। সেদিন তোমার কান্না কেউ শুনবে না, দুঃখ কেউ বুঝবে না। আগামীদিনের সুখের আশায় বরং আজ তুমি কষ্টভোগ করো। পথে এগিয়ে চলো। এই কষ্ট দু'দিনের।

'Got to go to judgment, stand your trial,
Can't stay away.'

সেই বিচারদিন উপস্থিত হলে ভালো কাজ করার সুযোগ তখন তুমি আর পাবে না। প্রার্থনাতেও কোনো ফল হবে না সেদিন। ভীষণ অন্ধকার ঢাকা ঢালু পাহাড়ে গড়াতে গড়াতে নিতল-তলে, কোথায় কোন মহাগভীরে, তুমি হারিয়ে যাবে। যেতে যেতে কাঁদবেঃ 'Down I'm rollin', Down I'm rollin'। কেউ তোমায় সাহায্য করবে না। পাপী, তোমার বিচার তুমিই করবে সেদিন। বলবে, 'Amen'।

নরক! সেখানে আগুনের ফেনা যেন উপচে পড়ছে। আগুন আর রক্তের সংগে বজ্র-বিদ্যুতের শিখা মিশে আরো ভয়ংকর হয়ে উঠেছে সেই স্থান। কবির মনে কিন্তু নরকের কোনো ভয় নেই। তার লক্ষ্য স্বর্গলোকঃ

'Oh yes, I'm gwine (going) up...
Gwine up to see de heavenly land.'

সেই স্বর্গরাজ্যে বর্ণের কোনো ভেদাভেদ নেই, কোনো বিদ্বেষ নেই। সেখানে নিগ্রোদের কেউ ভুল বুঝবে না, কেউ আর ঘৃণা করবে না। ক্রীতদাসদের উপরে নির্যাতন করে করে যে শ্বেতাংগরা শক্তিহীন হয়ে পড়েছে, তারা

সেখানে কোনো পরাক্রমের অধিকারী হবেনা। লাজারাস-এর (Lazarus) মতো গৌরবকিরীটে ভূষিত হবে এই ক্রীতদাসেরাই। উত্থান-পতনের সব ইতিহাস এখানে স্তব্ধ হয়ে যাবে।

বাহ্যিক জগত ছেড়ে এবার কবি প্রবেশ করেছে আরেক রাজ্যে। আত্মবিশ্লেষণ করে সে সচেতন হয়েছে, তার অজ্ঞানতা, অক্ষমতা জেনেছে। সত্যাদর্শের বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করেও কবিপ্রাণ তৃপ্ত নয়। কবি সর্বার্থসাধক ঈশ্বরের কাছে আত্মার ব্যাকুলতা জানিয়ে বলেছে :

'It's me, it's me, it's me, O Lord,
Standin' in the need of prayer.'

কবির শক্তি, সাহস ও উদ্যম যতোই থাকুক না কেন, সে উপলব্ধি করেছে যে ঈশ্বরের সাহায্যেরও প্রয়োজন আছে তার জীবনে। প্রার্থনার মাধ্যমে উদ্দীপিত হয়ে এই সাহায্য ঈশ্বরের কাছে চেয়ে নিতে হয়। তাই কবির প্রার্থনা : 'Let our heart catch on fire'। ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার প্রতাপের স্পর্শে সকলের হৃদয় অগ্নিময় হয়ে উঠুক। অন্তরের ময়লা যত ছাই হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাক। এই শুচিতা, শুভ্রতা নিয়ে সবাই কবির সংগে সেদিন গাইবে : 'Thank God, the angels done changed my name'। আমার নাম ছিল পাপী, এখন আমি পবিত্র।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে ক্রীতদাস নিগ্রোদের মতো স্বাভাবিক চেতনাবোধ শ্বেতাংগ মালিকদের ছিল না। জাগতিক মুক্তির বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবনেও নিগ্রোদের প্রতিভা ছিল অভাবনীয়। 'Gone With The Wind' বইতে 'Black grapevine telegraph system'-এর কথা আমরা জানতে পারি। 'Siebert and Still, in their books on the "Underground Railroad", clinch the belief that the majority of slaves were constantly collecting information, seeking outlets, and plotting and planning'। National and State Fugitive Slave Laws কী তা ওরা জানতো। এও জানতো 'Low Whites'-রা কেমনভাবে সর্বদাই ওদের কড়া নজরে রেখেছে। তা সত্ত্বেও, 'So many

thonsands could not have escaped...if the slaves had not kept their ınformation and contacts up-to-date'।

এই অসম্ভবকে ওরা সম্ভব করেছিল কোন সাহসে! যেহেতু ওরা জেনেছিল, নির্যাতনের এই ব্যবস্থা ঈশ্বরের জগতে কখনো চিরস্থায়ী হতে পারে না। এই জ্বলন্ত বিশ্বাস বুকে ধরে ক্রীতদাস তার দুঃসাহসিক সংগ্রাম চালিয়েছিল শ্বেতাংগ মালিকদের বিরুদ্ধে। ব্যক্তিজীবন উৎসর্গ করে সমাজ-জীবনকে বাঁচানোই ছিল ওদের লক্ষ্য। এই অসাধ্যকর্মসাধন যজ্ঞে ঈশ্বর ছিলেন ওদের সহায়। তাঁর শক্তিই ছিল ক্রীতদাসদের একমাত্র অবলম্বন। এই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে নিগ্রোবিশ্বাসীজীবনের স্পষ্টরেখ চিত্রটি আমরা চিনে নিতে পারি। বাইবেলে লিখিত ইস্রায়েলজাতির মুক্তির ইতিহাস প্রাচীন হতে পারে। নিগ্রোজাতির এই অসম্ভব মুক্তির কাহিনী এই সেদিনের। অন্তরের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে একটি সত্যকে ওরা ধ্রুব বলে জেনেছিল যে, পরিত্রাণ ঈশ্বরের। আন্তরপ্রত্যয়ের উজ্জ্বল দীপালোকে ওদের ভবিষ্যত জীবনের ছবি সুস্পষ্ট রূপে কবি দেখতে পেয়েছিল। ওরা দেখেছিল, অত্যাচারীগোষ্ঠীর সমস্ত অভিসন্ধি, অকরুণ নিপীড়ন কেমনভাবে লোপ পাচ্ছে, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ঃ 'Didn't ol' Pharaoh get lost, yes, tryin' to cross the Red Sea?' ঐশ্বরিক শক্তির সাহায্যে অত্যাচারী 'ফারাউ'-এর দুরভিসন্ধি এইভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। 'All they must do is to stand up like men and to keep connection with their source of power'। Dr. John Lovell বলেছেন, 'Only the strong in heart know really how to believe'। অলস-দুর্বলেরা এই বিশ্বাসের অর্থ বোঝে না।

আমাদের বিশ্বাসের জীবন ঈশ্বরের প্রেমের সুষমায় তখনই ভরে ওঠে যখন আমরা শিশুর সরলতা নিয়ে দু'হাত পেতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য আকুল হই। ঊর্ধ্বলোক থেকে স্বর্গীয় প্রেম ও ভালোবাসা তখনই ঝরে পড়ে। আমরা মুক্ত হই। স্বাধীনতা আস্বাদন করি। নিগ্রোদের ক্ষেত্রে সেই একই কথা। প্রেমময়ের কাছে জাতির ঐকান্তিক প্রার্থনা ছিল ঃ

'O make me holy, I do love, I do love,
O make me holy, I do love the Lord.'

মুক্তকবি উদাত্তকণ্ঠে তার স্বীকৃতির কথা জানিয়ে বলেছে ঃ

'Never felt such love before,...
Made me run from door to door.'

তখন থেকেই নিগ্রোকবিরা স্বর্গের মহা-সংগীত রচনা করে চলেছে। জন্ম নিয়েছে অজস্র স্পিরিচুয়েল্‌স্। নিগ্রো-স্পিরিচুয়েল্‌স্-এর ইতিহাস হলো এই। ঈশ্বরের অন্তহীন প্রেম-ভালোবাসা আর নিগ্রোজীবনের দারুণ সংকট-কালের বাস্তব অভিজ্ঞতাই হলো স্পিরিচুয়েল্‌স্-এর মূল উৎস।

পিতা ঈশ্বর তাঁর সন্তানের দুঃখ-যন্ত্রণা ও প্রেম-ভালোবাসা উপলব্ধি করে সস্নেহে বলছেন, তুমি বসো, বিশ্রাম করো। ঈশ্বরের এই কথাটিই কবি তার গানের ভাষায় বলেছে :

'Sit down, servant, sit down (× 2)
Sit down an' rest a little while.
Know you mighty tired, so sit down...
Know you shoutin' happy, so sit down,
Know you shoutin' happy, so sit down—sit down.'

এই কারণে দারুণ দুর্ভোগের দিনেও কবিদের এই গান থেমে যায়নি। দিনের আলোয় রাতের কান্না নয়, রাতের অন্ধকারে নতুন দিনের স্বপ্ন দেখা :

'We want no cowards in our band,
We call for valiant-hearted men,
You shall gain the victory, you shall gain the day.'

যাত্রাপথে যদি দুঃখ আসে, তবে হতাশ হবেনা। ঝড়-ঝঞ্ঝা, তুফানেও এগিয়ে যাবে, ভয় করবে না। শুধু যীশুতে বিশ্বাস রেখো, প্রার্থনা কোরো, এই হলো কবির আদেশ :

'And if you meet with crosses,
And trials on the way,
Just keep your trust in Jesus,
And don't forget to pray.'

কারণ খ্রীষ্ট মৃত্যু পর্যন্ত স্থির, অচঞ্চল থেকে এক মহান আদর্শের দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন সকলের সামনে :

'They crucified my Lord···
They pierced Him in the side...
The blood came twinklin' down...
He bowed His head an' died,
An' He never said a mumblin' word.
Not a word, not a word, not a word'.

সেই ভীষণ দুর্যোগের, দুর্ভোগের রাতে সবাই যখন যীশুকে ছেড়ে চলে গেল, যিহুদা (Judas) বিশ্বাস-ঘাতকতা করলো, পিতর (Peter) তাঁকে তিনতিন বার অস্বীকার করলো, তখন তুমি কী করছিলে ? আজো খ্রীষ্ট যখন বিশ্বজগতে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত, অবমানিত, নিপীড়িত হচ্ছেন তখন তুমি কী করেছো ? সবাই যখন তাঁকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, বিদ্রূপ, প্রতারণা করছে, তখন তুমি কোথায় ? তোমার কী সাহস আছে সেই উন্মত্ত জনতার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদ করে তার প্রতিকার করতে ?

'Were you there when they crucified my Lord ? (×2)
Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble,
Were you there when they crucified my Lord ?'

এই দৃশ্য কল্পনা করে কবি প্রতিরোধের দুর্দম উত্তেজনা নিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠেছে। আর বারংবার একই প্রশ্ন করে চলেছে, তুমি কী তখন সেখানে ছিলে ?

ন্যায় ও সত্যের পবিত্র বেদীর উপরে খ্রীষ্টের ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবে কবি। সে ঈশ্বরের কাছে শপথ করেছে : 'Done made my vow to the Lord...to see what the end will be'। কবি আরো বলেছে, 'Done opened my mouth to the Lord...I never will turn back'। তার শক্তি যখন শেষ হয়ে আসে, কবির মনে হয় শেষ দেখা বুঝি আর হলো না। দুঃসহ বেদনার ভারে কবি এবার ভেংগে পড়বে। কিন্তু না। সেই নিদারুণ সংকটকালেও কবি গেয়েছে :

'Sometimes I think, I'm ready to drop,
But thank my Lord, I do not stop.'

সব বল-শক্তি, উৎসাহ-প্রেরণা সে ঊর্ধ্ব থেকে পেয়েছে। কবি আবার তার কাজ শুরু করেছে নতুন উদ্যমে। এমনি করে ক্রীতদাস তার প্রতিজ্ঞার জীবন, সাধনার জীবন সুন্দর-সফল করে তুলেছে।

ক্রীতদাস Harriet Tubman-কে মোশির (Moses) স্থানে দাঁড় করিয়ে কবি আদেশ করেছে, যাও মোশী, শ্বেতাংগ 'ফারাউ'-দের অত্যাচার থেকে ক্রীতদাসদের উদ্ধার করে নিয়ে এসো :

'When Israel was in Egypt's land,
Let my people go :
Oppressed so hard they could not stand
Let my people go.

Refrain : Go down, Moses, Way down in Egypt's land,
Tell ole Pharaoh, Let my people go.

"Thus saith the Lord", bold Moses said.
Let my people go ;
"If not, I'll smite your first-born dead",
Let my people go.

No more in bondage shall they toil,
Let my people go ;
Let them come out with Egypt's spoil,
Let my people go.'

এই গান এবং এই ধরণের আরো অনেক গান আইন করে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই আইন ওদের কণ্ঠ রোধ করে দিতে পারেনি। এ-জাতীয় গান উচ্চ কণ্ঠে, দুর্জয় সাহসে ওরা সবাই গেয়েছে। Harriet Tubman হাজার হাজার ক্রীতদাসকে জীবনের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিয়েছে। ১৮৮২ সালে এই গান গেয়ে Denmark Vesey বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিল তাদের সমাজ-জীবনের রক্তে। বিপ্লবের বন্যা বয়ে গিয়েছিল সেদিন। নিগ্রোদের সেই বিপ্লব সফল হয়নি সত্যি, তবুও ঐ গান ওরা ভোলেনি।

শ্বেতাংগদের কুটিল ভ্রুকুটি দেখে যারা ভয় পেয়েছিল, তাদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে কবি গেয়েছে :

'When Moses an' his soldiers f'om Egypt's lan' did flee,
His enemies were in behin' him, an' in front of
him the sea,
God raised de waters like a wall, an' opened up the way,
An' de God dat lived in Moses' time is jus' the
same today'.

মোশির আমলের ঈশ্বর যা ছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তা-ই আছেন।

তোমরা দানিয়েলের কথাও স্মরণ করো, মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়াও,—নিগ্রোকবিরা সমাজকে উদ্দেশ করে এই কথা বলেছে। 'An' de God dat lived in Daniel's time is jus' the same today'।

'Didn't my Lord deliver Daniel, deliver Daniel,
deliver Daniel,
Didn't my Lord deliver Daniel,
An' why not every man ?

He delivered Daniel f'om de lion's den,
Jonah from de belly of de whale'
De Hebrew chillun (children) f'om de fiery furnace,
An' why not every man ?'

এগুলি নিগ্রোদের বিস্ময়কর রচনা। হৃদয়ের জীবন্ত বিশ্বাস ভাষার অক্ষরে রূপান্তরিত হয়েছে কবির গানে গানে। দানিয়েল, যোনা এবং শদ্রক, মৈশক, আবেদনগো নামক তিনজন ইহুদী যুবক—কেউ যখন মারা যায়নি, এদের সকলকেই যখন ঈশ্বর আশ্চর্যভাবে রক্ষা করেছেন তখন 'why not every man ?'

'Go Down, Moses' এর মতো আরেকটি নিষিদ্ধ গান ঃ

'Oh, Mary, don't you weep, don't you moan,
Oh, Mary, don't you weep, don't you moan,
Pharaoh's army got drownded,
Oh Mary, don't you weep.

One of dese (these) mornings, five o'clock,
Dis ole world gonna reel and rock,
Pharaoh's army got drownded,
Oh Mary, don't you weep.'

স্বাধীনতালাভের পরেও নিগ্রো স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর আনন্দকলরব স্তব্ধ হয়ে যায়নি। মহান আবেগে-উচ্ছ্বাসে কবি গেয়েছে ঃ

'No more auction block for me,
No more, no more,
No more auction block for me,
Many thousand gone.'

No more driver's lash for me
No more pint o' salt for me
No more hundred lash for me
No more mistress' call for me'.

আরেকটি এ-ধরণের গান ঃ

'Done wid (with) driber's dribin'
Done wid massa's hollerin'
Done wid missus' scoldin'
Roll, Jordan, roll'.

যে মুক্তি, যে স্বাধীনতা রক্তের বিনিময়ে ওরা অর্জন করেছে, সেই অধিকারে ওদের পূর্ণ দাবী আছে। কবি একথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছে ঃ

'You got a right, I got a right,
We all got a right, to de tree of Life.
'Cause God in de heav'n gwineter answer prayer.
O brethren,
O Sistren, You got a right, I got a right,
We all got a right to de tree of Life'...

মর্তলোকে ও স্বর্গলোকে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে নিগ্রোরা এই স্পিরিচুয়েল্‌স্‌ গান গেয়ে। 'The slave got his democratic sentiments not from the Bill of Rights but from the moral justice of the Hebrew prophets'—একথা বলেছেন Alain Locke। Dr. John Lovell লিখেছেন, 'In Africa, strict justice was almost a religion. Africans had a law of reparation. Under this law if a man steals, he or his family must give equal in value to the robbed person or his relatives. A murderer must give his children to carry out the function of a murdered person. The underlying principle is a life for a life rather than a death for a death'।

এই জাতির জীবন আমরা দেখেছি, ওদের পরিচয় কিছু পেয়েছি, ওদের সংগীতেরও অনেক কিছু জেনে নিয়েছি। এই জানা-চেনার মধ্যে একটি পরিচয় সত্য বলে মনে হয়, স্বীকার করতেই হয় যে এই জাতি মহৎ। এই জাতির চরিত্র যথার্থ সকল মানবীয় গুণে সমৃদ্ধ। ওদের সাহস আছে, সম্ভ্রম আছে। ওরা জাতি-সমাজের মর্যাদা রক্ষা করতে জানে।

অন্যদিকে, গোটা জীবনটাই ওদের সংগীত। সংগীতে জন্ম, সংগীতেই মৃত্যু। স্পিরিচুয়েল্‌স ওদের জীবন। এই গানে ওরা মুক্তির স্বপ্ন রচনা করেছে, উদ্দীপনা পেয়েছে, সংগ্রাম করেছে, মুক্তিও পেয়েছে। অতএব নির্দ্বিধায় বলতে হয়, স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর 'স্পিরিট' নিগ্রোজীবন্মুক্তির আত্মা। এ-গান বাঁচার গান, ভালোবাসার গান, জীবনের গান। এবং এ-গান 'আফ্রিকান'।

এ-গান যদি নিগ্রোকবিরা না গাইতো তখন কী হতো বলা যায় না। হয়তো ওদের সংগে তেমন পরিচয় আমাদের ঘটতো না। কিংবা হয়তো কিছুই আমরা জানতে পারতাম না। স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর সুরের বন্যায় মুক্তির জোয়ার ডেকে এনেছে কবি। সুরের আলোয় বিশ্বভুবন জেগে উঠেছে আবার বাঁচার আশা নিয়ে। এ-গান তাই বিশ্বাসের গান, প্রত্যাশার গান, জয়ের গান। এ-গান 'সাব্‌লাইম্‌'।

ওদের আরো স্পিরিচুয়েল্‌স্‌ আছে যেগুলিকে আপাত-দৃষ্টিতে ধর্মের সংগে সম্পর্কশূন্য বলে মনে হয়। তবুও খ্রীষ্টীয় জীবনযাপনের সুস্পষ্ট ইংগিত ওতে আছে। মৃত্যুর কথা চিন্তা করে মৃত্যুহীন জীবনের গান কবি গেয়েছে। বিপথগামীকে চেতনা দিয়ে সতর্ক করেছে। বাইবেলের শিক্ষাগুলিই কবিকে এই প্রেরণা যুগিয়েছে। কবি নিঃস্বার্থ মানবপ্রেমিক। তাই সবাইকে সে জাগাতে চায়, বলতে চায়, দেরী করো না যেন :

'Too late, too late, sinnah (sinner) ;
Hm-too late, too late sinnah,
Carry de key an' gone home,
Massa (master) Jesus lock de do' (door)
O Lord, too late...
Too late, too late, false pretender,
Hm-too late, too late, too late, backslider,
Carry de key an' gone home.'

Harold Courlander এ-সম্বন্ধে লিখেছেন, 'Among the religious songs, there are, of course, many without direct allusion to Biblical scenes. Their themes are more generalized, or they may deal, for example, with the idea of death...or Christian behavior'।

'This may be your last time, I don't know' গানটিও এই

ধরণের। অধমজনের প্রতি এ যেন পবিত্রের উদাত্ত আহ্বান। কবির দায়িত্ব চেতনা দেওয়া। তবুও পরমআত্মীয়তার সুর বেজে ওঠে কবির গানে। মহামিলনের সেই দিনে সবাইকে কাছে পেতে চায় সে। আপনজনের টানে তাই বারবার এই পিছন পানে চাওয়া। কারণ কবি দেখেছে ঃ 'The downward road is crowded, crowded, crowded, with unbelieving souls'। প্রেমিককবি প্রেমের কথাটি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ঃ

'You can weep like a willow,
You can mourn like a dove,
But you cann't get to heaven,
Without Christian Love.'

কবি তার জীবনের কথাও শুনিয়েছে। একে যেন দম্ভীর দম্ভোক্তি মনে করে ভুল না করি। কবি তার জীবনের কাজ সকলকে দেখিয়েছে। তার কথার সংগে কাজের মিলটুকু তাই আমাদের দেখে নিতে হবে। তার জীবনের আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে ঃ

'I build my house upon de rock, O Yes, Lord,
No wind, no storm can blow 'em down, O Yes Lord,
March on, member, Bound to go ;
Been to de ferry, Bound to go ;
Left Saint Helena, Bound to go ;
Brudder (brother) fare you well.'

নিচের গানটির কথা উল্লেখ করে Dr. John Lovell বলেছেন, ...the obvious build-up of the poem, its iteration and reiteration of a point which is not religious, its bringing in of "Savior" and "Jesus" as sidelines all prove the true meaning of the spiritual'.

'Walk in, Kind Savior,
No man can hinder me.
Walk in, Sweet Jesus,
No man can hinder me.'

কবি যীশুর সংগে সংগে পৃথিবীর পথটুকু পেরিয়ে যেতে চায়। কোনো বাধাই তখন আর বিঘ্ন ঘটাতে পারে না। আমরা আত্মপ্রবঞ্চনা করি তাই আত্মাপুরুষকে হারাই। পেয়েছি ভাবি, কিন্তু পাই না কিছুই। শ্লাঘা করি,

কিন্তু অন্ধকার দেখে ভাবি এই আমার আলো। কিসের অহংকার করি বুঝি না। এও আত্মবঞ্চনা। নিগ্রোকবি গানের কথায় বলেছে :

'Some people say they believe in Him,
An' then they won't do what He says,
You can't ride that empty air,
An' get to heaven that day.'

এই গান গেয়ে যীশুর মর্মের বাণীটি কবি প্রচার করেছে। এ-ধরণের অনেক গান আছে। যে কবি এ গান গেয়েছে সে সুন্দর। স্বর্গের সুষমা কবিহৃদয়ের এই রূপসৌন্দর্য রচনা করেছে। স্বর্গের যে গান মর্তলোকে কবি গেপেছে তা-ই স্পিরিচুয়েল্‌স্‌।

পৃথিবীতে 'জাত' বলে কিছু নেই। শ্রেণী আছে দু'টি,—মানব আর দানব। মানবের মুক্তি খ্রীষ্টেতে, দানবের মুক্তি নেই। খ্রীষ্টের আত্মাহুতি মানব শ্রেণীর মুক্তির কারণে, মানুষ-পাপীদের জন্য। যীশুর কথার সুর ধরে কবি চিন্তা করেছে, শৃগালের গর্ত আছে, পাখীদের বাসা আছে কিন্তু পাপীদের স্বর্গে বা মর্তে কোথাও কোন স্থান নেই। বিশ্বাসী যে, তার মৃত্যুভয় নেই কারণ সে জানে মর্তে যেমন স্বর্গেও তেমন ঈশ্বরই তার আশ্রয় ও সহায়। এই মানুষ-পাপীদের কাছে কবি গেয়েছে :

'De foxes have holes in de groun'
An' de birds have nests in de air,
An' ev'rything have a hiding place,
But we poor sinners have none.

Chorus : Now ain't dat hard trials triberlations
(tribulations) ? (×2)
Ise (am) bound to leave dis (this) world,

Up stepped old Satan,
Wid (with) a black Bible under his arm ;
Says he, "My Lord, give me justice,
Den some ob dese (these) people is mine.

Sinner man lay sick in bed,
Death came a-knocking at de do' (door) ;
Says he, "Go 'way death, come in, Doctor,
I ain't ready to go.

Christian man lay sick in bed,
Death came a-knocking at de do'
Says he, "Come in Death, go 'way Doctor,
Ise ready to go.'

অতএব হে নিদ্রিতজনেরা, তোমরা জাগো, ওঠো, তোমার আত্মাকে বাঁচাও। হৃদয়ের পরিবর্তন সাধিত না হলে, তোমরা কালো হও বা সাদা হও, নরকেই তোমাদের শেষ গতি। শয়তান এসে তোমাদের দাবী করে নিয়ে যাবে। অতএব তোমার জীবন যীশুর হাতে তুলে দাও। এখনো সময় আছে। তোমার জাতির ও বর্ণের অনর্থক গৌরব করে আত্মবঞ্চনা করো না :

'You may be a white man,
White as the drifting snow,
If your soul ain't been converted,
To Hell you're sure to go.'

প্রবাহমানা স্রোতস্বিনী দেখে আমরা তার উৎসের সন্ধান করি। উৎসের গর্ভে কী আছে তার সন্ধান করি না। বাইরে তার রূপের ঝিলিমিলি, কচিকোমল ছোট ছোট ঢেউ-এর খেলা দেখে মুগ্ধ হই। মধুর কলধ্বনি শুনে তৃপ্তি লাভ করি। আমরা নিগ্রোদের স্পিরিচুয়েল-সংগীত ধারার কূলে বসে এর কলতান শুনে চলেছি, রূপের খেলা দেখছি। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে চিন্তাধারাকে এর মধ্যেই ধরে রেখেছি। কালো মানুষদের অন্তরগভীরে জন্ম নিয়ে স্পিরিচুয়েল্‌স্-এর স্রোত কিন্তু আপনবেগে বয়ে চলেছে স্বর্গের 'জর্ডন'-এর গান গেয়ে : 'Roll Jordan, Roll'।

স্বর্গের পুণ্যস্রোতা 'জর্ডন'-এর সংগে স্পিরিচুয়েল্‌স্-এর স্রোত মিশে যাবে। কবি সেখানে গান গাইবে :

'When I get to heav'n, gonna (going to) sing and shout,
Nobody there for to turn me out.'

নিগ্রো কবি সেখানে পৌঁছে মর্ত্যবাসীকে সতর্কবাণী জানাবে :

'You mus' hab (have) dat true religion,
You mus' hab yo' soul converted,
You mus' hab dat true religion,
You can't cross dere.'

বিশ্বাসে স্থির কবি নিগৃহীত নিগ্রো জীবনের মর্মবাণী উচ্চারণ করেছে তার শেষ কথায়। ক্রীতদাস-জীবনের চেয়ে মৃত্যু তার কাছে বরণীয়। মৃত্যুর পরে সে পৌঁছে যাবে তার পরম পিতার আশ্রয়ে। কালো মানুষের সুরের আলোয় সারা বিশ্ব আজ আলোকিত, উদ্ভাসিত। নিগ্রো কবি গেয়েছে:

'Holy Bible, Holy Bible,
Holy Bible, book divine, book divine...
Before I'd be a slave, I'd be buried in my grave,
And go home to my Father and be saved.'

আমাদেরও শেষকথা Dr. John Lovell-এর ভাষায় বলি, 'It is highly significant that with all the Biblical characters, incidents, parables, sermons...the slave, in thousands of songs, selected relatively a few and turned these to only a few ends....He was more interested in general touches than in serious sermonizing.···It is a source book, not a text book or a book of rules·· Thus the Bible of the spiritual-writer is not everybody's Bible and is not the Bible of the theologian or of any doctrinaire Biblical philosopher.'। নিগ্রোদের কবিসত্তা ও কবিত্বশক্তির সামগ্রিক পরিচয় এর চেয়ে আরো সুন্দর ও স্পষ্টরূপে প্রকাশ করা বোধহয় সম্ভব নয়।

॥ নিগ্রো স্পিরিচুয়েল্‌স্‌—দেশে-দেশে ॥

নিগ্রোদের স্পিরিচুয়েল্‌স্‌ সংগীত জগতের এক পরম বিস্ময়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই সংগীত সম্বন্ধে আমেরিকার শ্বেতাংগ সমাজও কিছু জানতো না। য়ুরোপীয় সভ্যতা ছাড়া ঐ নিগ্রো ক্রীতদাসদের নিজস্ব ও পৃথক কোনো বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, এ কথা ভাবতেও পারেনি কেউ তখন। ১৮৬৪ সালে নিগ্রো-মহিলা Chartolle Forten সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে থাকাকালীন নিগ্রোদের কয়েকটি গান সর্বপ্রথম সংগ্রহ করেন।

এর কয়েক বছর পরের কথা। Thomas Wentworth Higginson ছিলেন মার্কিন কর্ণেল। তাঁর রেজিমেণ্টের কালো সৈন্যরা প্রায়ই সন্ধ্যায় তাঁবুর পাশে বসে গান গাইতো। অবাক বিস্ময়ে সেই গান শুনতেন কর্ণেল। শুনে মুগ্ধ, অভিভূত হয়ে যেতেন। তিনি তাদের বেশ কয়েকটি গান রেকর্ড করে নেন। একটি প্রবন্ধ লিখে প্রকাশ করেন ১৮৬৭ সালে 'The Atlantic Monthly'-তে। এই কর্ণেল Higginson-এর লেখা 'Army Life in Black Regiment' প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালে। ততদিনে সাড়া পড়ে গিয়েছে গুণীসমাজে। William F. Allen, Charles P. Ware, Lucy Mckim Garrison ছুটে এলেন উত্তর মুলুক থেকে দক্ষিণে। নিগ্রোদের অনেক গান সংগ্রহ করে সম্ভাব্য ধারাবাহিকতা বজায় রেখে, প্রকাশ করলেন, 'Slave Songs of the United States' ১৮৬৭ সালে।

১৮৬৫ সালে ও তারপরে স্বাধীন নিগ্রোদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা করেন খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর কয়েকটি সংস্থা। American Missionary Association ১৮৬৫-তে একটি য়ুনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেন। Freedmen's Bureau-র প্রতিষ্ঠাতা Clinton B. Fisk-এর নামানুসারে এই প্রতিষ্ঠানটির নাম রাখা হয় Fisk University। ১৮৬৬-র জানুয়ারীতে 'Fisk opened its doors to students, irrespective of race'। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বংশগত ভেদাভেদ কিছু রইলো না।

Freedmen's Bureau-র কর্মী ছিলেন George L. White। তিনি সংগীত শিক্ষক হয়ে আসেন Fisk-এ ১৮৬৭ সালে। কিন্তু ১৮৭০ সালেই 'it was on the verge of bankruptcy and closing'। দারুণ অর্থাভাবে য়ুনিভার্সিটি প্রায় বন্ধ হতে চলেছে। নিগ্রো George L. White ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটা গানের দল তৈরী করে ঘুরে বেড়ালেন দেশে-বিদেশে। ছ'বছরের মধ্যে নব্বই হাজার ডলার সংগ্রহ করে Fisk-কে রক্ষা করলেন অবলুপ্তি থেকে।

George L. White-এর সংগীত বিষয়ে তেমন কোনো শিক্ষাদীক্ষা ছিল না। তিনি নিগ্রো ছেলেমেয়েদের 'সান্-ডে' স্কুলে গান শেখাতেন। এরপর মার্কিন অন্তর্যুদ্ধের সময় প্রেসিডেন্টের স্বপক্ষে লড়াইও করতে হয়েছে তাঁকে। তবু অনেকের মধ্যে White-এর স্বাতন্ত্র্য সকলের চোখে পড়েছে। তিনি যে কেবল Fisk University-কে বাঁচিয়ে ছিলেন দারুণ অর্থকষ্টের হাত থেকে তাই নয়, দেশ-বিদেশের বহু জনের কাছে শুনিয়েছেন আপন স্বজাতির প্রাণের সামগ্রী স্পিরিচুয়েল্‌স্। যারা শুনেছে, তারাই ভালোবেসেছে এই গান। স্পিরিচুয়েল্‌স্-এর আগামী দিনে বেঁচে থাকার সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতর করেছেন এই White। সেই কারণেই নিগ্রোদের স্পিরিচুয়েল্‌স্ আজ পৃথিবীর বিস্ময়। 'It is safe to say that without George L. White there would have been no Fisk Jubilee singers and no phenomenal success for the spiritual throughout America and abroad. Without these success, it is quite possible that the spiritual, after a few years, would have relapsed into a state of mildly academic curiosity'।

'On October 6, 1871, George L. White and his nine black singers, all ex-slaves but one (Miss Minnie Tate), left Nashville by train and travelled upto Cincinnati'। তেত্রিশ বছরের যুবক তখন White। মাত্র ন'জন নিগ্রো ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে তাঁর প্রথম যাত্রা সুরু করেন। তখন এই দলটির কোন নামকরণ হয়নি। এ-যাত্রায় কেউ তাঁকে উৎসাহ দেয়নি, সাহায্য করেনি; কোনো আর্থিক সংগতিও তাঁর ছিল না। তবু তাঁকে যেতে হয়েছে, অর্থ সংগ্রহ করে Fisk-কে বাঁচাবার চেষ্টায়। স্পিরিচুয়েল্‌স শোনানো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না তখন। তাই চার্চে ছাড়া তাঁরা এ গান গাইতেন না।

White কিন্তু প্রথমদিকে কিছুই সুবিধা করতে পারেন নি। তাই বাধ্য

হয়ে মাত্র দু'খানি স্পিরিচুয়েল্‌স্‌ তাঁদের গানের তালিকায় যোগ করে নিলেন। এরপর বেশ কিছু অর্থ হাতে আসলেও তা যথেষ্ট ছিল না। এই দলের নামকরণের ব্যাপারে Dr. John Lovell লিখেছেন, 'It was in Columbus, while harassed by debts and frost, that George L. White named the company "The Jubilee Singers" on October, 29-30, 1871'।

অন্যত্র আবার পাওয়া যায়, 'As a climax for these Jewish-Negro musical parallels we can review a notable fact. When George L. White named his colored Christian singers the Jubilee Singers, he did so in memory of the Jewish year of Jubilee'। এই দু'টি ঘটনার সংগে অন্যান্য তথ্য মিলিয়ে বলা যায়, তাদের যাত্রার প্রায় তিন সপ্তাহের মধ্যেই দলটিকে আর্থিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। তখনই White দলটির নামকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং এর নাম দেন Jubilee Singers 'in memory of the Jewish year of Jubilee'। এর পর থেকে দলটির অদৃষ্ট ফিরে যায়।

এই পরিক্রমায় তাঁরা মার্কিন প্রেসিডেণ্ট U S. Grant-এর অভ্যর্থনা লাভ করেছেন। Boston-এর Tremont Temple-এ একবার মাত্র গান শুনিয়ে ১২৩৫ ডলার পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পেরেছেন। ১৮৭২-র এপ্রিলের দিকে তাঁদের সংগ্রহের পরিমাণ দাঁড়ায় বিশ হাজার ডলার। ১৮৭২-এর ৪ঠা মে তারিখে শনিবারের 'Illustrated Christian Weekly' এক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিল, 'They were likely to sing themselves into history....Many other such bands were probably available but these had no George L. White'। কোনো রকমের ভণিতা না করে এই পত্রিকা আরো বলেছে, 'These singers delivered with native simplicity the quaint, grotesque, yearning melodies of the old slave life and carried them home to the hearts of the people'। Boston-এ White-এর দল World Peace Jubilee-তে গান গেয়েছে। 'After their performance, the great hall rang with cheers, "The Jubilee, The Jubilee for ever"।'

১৮৭৩ সালের ৮ই এপ্রিল Fisk Jubilee Singers দল Liverpool-এ এসে পৌঁছায়। London-এর 'The Times', 'Daily News', 'Standard', 'Daily Telegraph', 'Guardian', 'Globe', 'Graphic',

'Punch' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি তাদের ভূয়সী প্রশংসা করে। পরের দিন মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাদের গাইতে বলেন, 'Steal Away to Jesus', 'Go Down, Moses' এবং 'The Lord's Prayer'। 'Daily Telegraph' বলেছে, 'Her Majesty expressed gratification with what she heard...Not one listener is likely soon to forget'। 'Standard' বলেছে, 'It is the best entertainment of the kind that has ever been brought out in London. There is something inexpressibly touching in their wonderful, sweet, round bell voices, in the way in which they sing, so artless in its art, yet so consummate in its expression, and in the mingling of the pathetic with the unconscious comic in the rude hymns, shot here and there with a genuine golden thread of poetry'। 'Punch'-এর বক্তব্য ছিল, 'They caused the hearts of thorough black and English white to vibrate in unison'।

Fisk Jubibe Singers-রা স্পিরিচুয়েল্‌স্ গেয়ে সেদিন সারা বিশ্বে যে আলোড়ন তুলেছিল তার ঢেউ যেন আজো আমাদের মনের কিনারায় এসে লাগে। হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি তাই এক সুরে বেজে ওঠে। নিগ্রোদের সংগীত যেখানে আছে কালো-ধলোর কোনো ভেদ নেই সেখানে। Earl of Shaftesbury বলেছেন, 'Now, these excellent young people have almost all passed through the ordeal of slavery. Most of them have been sold not once or twice, but thrice, and even oftener. Some of them, too, have been in the dismal swamp, pursued by their masters and by the savage blood-hound, but by God's mercy they escaped, and they come here to show to you what the negro-race are capable of if you will give them those benefits and opportunities which you have yourselves enjoyed'। এই Earl-এর আবেদন ছিল, যে সুযোগ-সুবিধাগুলি তোমরা ভোগ করেছো সেগুলি ওদেরও পেতে দাও। দেখো, নিগ্রোরা আরো কত কী করতে পারে, কত ভালো গাইতে পারে।

এমনিভাবে আরো কয়েকবার এই গায়কদল সারা য়ুরোপ ঘুরে আসে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত। অবশ্য প্রথম দলের সকলেই যে এত বছর ধরে ঘুরেছে তা নয়। ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত প্রথম ন'জনের সকলেই এই দলে ছিল। তারপর নতুন কেউ এসেছে, কেউ দল ছেড়েছে। তবু Fisk

Jubilee Singers দলের সুনাম নষ্ট হয়নি। 'These recent ex-slaves with their remarkable songs and voices had received adulation and friendship from the President of the United States, the Queen of England, the King of Prussia (Frederick the Great), the King of Holland, the Czarevitz and Czarevna of Russia and a number of other national rulers'।

Virginia-র Hampton Institute-এর ছাত্রছাত্রীরাও বসে ছিল না। Fisk Jubilee Singers দলের দেখাদেখি তারাও ষোল জনের একটি দল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ১৮৭৩-র ফেব্রুয়ারীতে। তাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল পঁচাত্তর হাজার ডলার সংগ্রহ করা। তাদের গানের সংখ্যা ছিল বেশী এবং সেগুলি আরো প্রাচীনকালের। সংগে তাদের কোনো বাদ্যযন্ত্র ছিল না। তারা Washington-এ গান শুনিয়ে প্রেসিডেণ্ট-এর শুভেচ্ছাবাণী নিয়ে যাত্রা শুরু করে। ১৮৭৩-র ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 'Philadelphia Bulletin' বলেছে, 'No language can portray the effect of such songs as "Dust and Ashes", "Swing Low, Sweet Chariot"। 'New York Weekly Review' পর পর কয়েকটি সংখ্যায় অনেক প্রশংসা করার পর পরিশেষে বলেছে, 'It has remained for the obscure and uncultured Negro race in this country to prove that there is an original style of music peculiar to America'।

১৮৭৪ সালে Boston Music Hall-এ এই Hampton Institute-এর দল দু'টি কনসার্টের আয়োজন করেছিল। সেই প্রোগ্রাম ছিল :

PART—I

1. *Hear De Angels Singing.*

Oh sing all de way,
Sing all de way,
Sing all de way, my Lord,
Hear de angels singing.

2. *My Brethren Don't Get Weary.*

My brethren don't get weary ;
Angels brought de tidings down ;
Don't get weary, I'm hunting for a home.

3. *Oh, Swing Low, Sweet Chariot.*

4 *Zion, Weep A-Low.*

Oh, look up yonder, Lord, a-what I see,
Den a hallelujah to de Lamb,
Dere's a long tall angel a-coming after me,
Den a hallelujah to de Lamb.

5 *Old Black Joe.*

6. *My Lord Delivered Daniel.*

PART—II

1 *Bright Sparkles In De Churchyard.*

2. *I Want To Go To Heaven In Due Time.*

I want to go to heaven in due time of day,
Before de heaven gates shut against me.

3. *Go Down, Moses.*

Go down, Moses,
Way down in Egypt's land,
Tell ole Pharaoh
Let my people go.

4. *Old Folks At Home.*

5. *Ah, Dem A Union Brethren.*

6. *Oh, De Winter 'll Soon Be Over.*

১৮৭৫ সালে এই দল আরো পঁচিশ হাজার ডলার সংগ্রহ করার সংকল্প করে। Fisk Jubilee Singers দলের মতো এরা কিন্তু পড়াশোনা বন্ধ করে দেয়নি। বই সংগে নিয়ে ঘুরেছে, পরে পরীক্ষায় পাশও করেছে। এই দলকে একে একে পরিচালনা করেছেন স্বনামধন্য Dr. R. Nathaniel Dett ও Clarence Cameron White। এই সংগীত রচয়িতা ও সুরকার Dr. Nathaniel Dett-এর লেখা 'Folk Songs of the Negro as sung at Hampton Institute'—বইটি অতি মূল্যবান।

১৯৩০ সালে Dr. Dett বাহান্ন জনের একটি দল নিয়ে গোটা য়ুরোপ ঘুরে এসেছেন। এই দলে ছিল ২৭ জন মহিলা। রেডিও-র মাধ্যমে

লক্ষ লক্ষ লোক তাদের গান শুনেছে। প্রথম দিকে Thomas P. Fenner এবং পরে Natalie Curtis Burlin এই দলের পরিচালনা করেছেন। শেষোক্ত মহিলাটি Hampton-এ যোগ দেবার আগে ভারতীয় লোককাহিনী বিষয়ে পড়াশোনা করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। নিগ্রো স্পিরিচুয়েল্‌স্‌ নিয়েও তিনি গবেষণামূলক অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

Alabama-র Tuskegee Institute-এর কিছু কথাও এই প্রসংগে বলতে হয়। এখানেও ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি গানের দল গড়ে ওঠে ১৯৩১ সালে এবং তারা বেশ কয়েক জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। William L. Dawson দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে এই দলের পরিচালনা করেন। নিগ্রোদের স্পিরিচুয়েল্‌স্‌ একটি বিশেষ জাতির ধর্মসংগীত বলে তিনি মনে করতেন না। তিনি বলতেন, বিশ্বমানব-জীবনের সংগে এই সংগীতের আত্মীয়তার সম্বন্ধ রয়েছে। Dr. John Lovell জানিয়েছেন, 'If you talk with Dawson the first thing he will tell you is that the songs in question are not spirituals, they need another name for they carry, not narrowly religious overtones, but the universal implications of human life'।

Roxy (S. L. Rothafel) ১৯৩২ সালে তাঁর 'Radio City Music Hall'-এর উদ্বোধন করেন এই Tuskegee Institute দলের গান শুনিয়ে। Franklin D. Roosevelt-এর জন্মোৎসবে তারা গান গেয়েছে বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে। প্রেসিডেন্ট Herbert Hoover-এর সম্মানিত অতিথি হয়ে গিয়েছে White House-এ। য়ুরোপ ভ্রমণের ইচ্ছা থাকলেও যাবার সুযোগ পায়নি। 'The Tuskegee Choir was in demand throughout the United States for years'। Stirling Bowen 'Wall Street Journal'-এ মন্তব্য করেছেন, 'The world's finest'। নিগ্রো এবং শ্বেতাংগদের মধ্যে এই দল যথেষ্ট সম্মান লাভ করেছে।

Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens) স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর অনেক ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতো নামী-গুণী লোক যে এ-কাজ করবেন, একথা আগে কেউ ভাবেনি। এমন কি তিনি নিজেও এই গান অনেক জায়গায় গেয়েছেন। Fisk Jubilee Singers দলের ছেলেমেয়েরা কত ভদ্র, সভ্য, উৎসাহী সে-সব কথা Rev. Twitchell-কে পত্র লিখেও জানিয়েছেন। 'ওদের পোষাক-পরিচ্ছদ, কথার উচ্চারণ, প্রকাশ ভঙ্গী সব

কিছুই Mark Twain-কে মুগ্ধ করেছে। 'In every detail that goes to make the real lady and gentleman, and welcome guest' —তাঁর বাড়ীতে ওদের কয়েকবার নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে তবে এসব কথা তিনি বলতে পেরেছেন।

Rev. Twitchell-কে তিনি আরো লিখেছেন, 'Arduous and painstaking cultivation has not diminished or artificialized their music, but on the contrary—to my surprise—has mightily reinforced its eloquence and beauty. Away back in the beginning—to my mind—their music made all other vocal music cheap, and that early notion is emphasized now. It is utterly beautiful to me ; and it moves me infinitely more than any other music can. I think in the Jubilee and their songs, America has produced the perfectest flower of the ages ; and I wish it were a foreign product, so that she would worship it and lavish money on it and go properly crazy over it'।

স্পিরিচুয়েল্‌স্ নিয়ে অনেকে অনেক বই লিখেছেন। এগুলির মধ্যে J. B. T. Marsh-এর 'The Story of the Jubilee Singers with their Songs' (1880)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে Fredrick J. Work লেখেন 'Folk Songs of the American Negro (1915) এবং James Weldon Johnson ও তাঁর ভাই J. Rosamond Johnson প্রকাশ করেন 'The Book of Negro Spirituals' (1925) এবং 'The Second Book of Negro Spirituals' (1926)। বর্তমানে এই সংগীত নিয়ে গবেষণা করে আরো অনেকে লিখছেন। সে-সবের উল্লেখ করা এখনই সম্ভব নয়।

বর্তমান জগতের প্রায় সমস্ত দেশই স্পিরিচুয়েল্‌স্-এর সংগে নিবিড়ভাবে পরিচিত। নিগ্রোরা ছাড়াও বিভিন্ন দেশের লোকেরা এই গান এখন গেয়েছে। এই গানের অনুবাদ করা হয়েছে অনেক দেশে। 'Go Down, Moses'—এই 'নিষিদ্ধ' গানটি পৃথিবীর সাতটি দেশে অনূদিত হয়েছে আজ পর্যন্ত। মুক্তিকামী দেশের লোকেরা এই গান গেয়ে স্বাধীনতার অনাবিল আনন্দ উপভোগ করেছে। তাদের জীবনের নিত্যসংগী হয়ে আছে এই সংগীত।

আফ্রিকা

মূলতঃ এই সংগীতের জন্ম আফ্রিকায়। Alikija, Ballanta Taylor, Senghor প্রমুখ নিগ্রোদের কথায় জানা যায়, Afro-American Spirituals-এর অনুরূপ, এমনকি একই ভাবকল্পনাশ্রিত বহুগান, আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে আজো রয়েছে। Jester Hairston আফ্রিকায় অনেক জায়গায় গিয়ে স্পিরিচুয়েল্‌স্ গেয়ে এসেছেন। সেখানকার নিগ্রোরা তাদের নিজস্ব সংগীত স্পিরিচুয়েল্‌স্-কে চিনে নিতে ভুল করেনি। নাইরোবির বিরাট উৎসব প্রতিযোগিতায় এই গান গেয়ে তারা সবাইকে শুনিয়েছে।

অষ্ট্রিয়া

Fisk Jubilee Singers দল ছাড়াও Roland Hayes ১৯২৩ সালে অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা ও গ্রাজ অঞ্চল ঘুরেছেন। Jester Hairston-ও বাদ যাননি। এদেশের Louis Gruenberg তাঁর 'Negro Spirituals' প্রকাশ করেন ১৯২৬ সালে। বইটিতে স্বরলিপিসহ ২০টি স্পিরিচুয়েল্‌স্ জার্মান ও ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

বেলজিয়াম

Hector Waterschoot এদেশের খুব নামী-গুণী লোক। 'Negers Zingen Spirituals en Blues' বই-এ তাঁর লেখা ভূমিকাটির মূল্য অনেক। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সংগে তাঁর লেখা পাঠকমহলে তুলে ধরে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যেন সকলেই এই গান শিখে মর্যাদার সংগে গাইতে পারে।

কানাডা

কানাডা-তে এই গান ছড়িয়ে আছে রাস্তা থেকে টি. ভি. পর্যন্ত। তবু আরো কিছু বলার আছে। ইণ্ডিয়ানা য়ুনিভার্সিটির সংরক্ষণাগারে যে চোদ্দটি স্পিরিচুয়েল্‌স্ টেপরেকর্ডে ধরে রাখা আছে সেগুলিকে অমূল্য সংগ্রহ বলা চলে।

চেকোশ্লোভাকিয়া

প্রাগের Lubomir Doruzka নিগ্রোগান সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎসাহী। ১৯৫৮ সালে তিনি 'Hudba Americkych Cernochu' (The Music of the American Negro) বইটি প্রকাশ করেন। ক্রীতদাসদের সাংস্কৃতিক জীবনে খ্রীষ্টধর্মের অবদানের কথা তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু। তিনি

ক্রীতদাস মালিক ও মিশনারীদের দুর্ব্যবহারের কঠোর সমালোচনা করেছেন। রাশিয়ান লোকগীতির সংগে এই গীতিকবিতার তুলনাও করেছেন Borio Asafyev-এর ভাবধারা অনুসরণ করে। Zbynek Koznar তাঁর 'Cernosske Spiritualy' (Negro Spirituals) বই-এ স্বরলিপিসহ চৌত্রিশটি গান সংকলন করেন। Roland Hayes এদেশে এসেছেন গান শোনাতে ১৯২৩ সালে।

ইংল্যাণ্ড

এই দেশের কথা আগে কিছু বলা হয়েছে। Fisk Jubilee Singers দলের পর Roland Hayes, Marian Anderson, Paul Robeson এদেশে এসেছেন। নিগ্রো-স্পিরিচুয়েল্‌স্ নিয়ে এত বই এরা লিখেছে যার সংখ্যা আমেরিকার পরেই ধরা যায়। এদের মতে স্পিরিচুয়েল্‌স্ এমন এক বিশেষ ধরণের সংগীত যার মাধ্যমে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করা খুব সহজ হয়েছে।

ফ্রান্স

ফ্রান্সের লোকেরা স্পিরিচুয়েল্‌স্-এর অত্যন্ত ভক্ত। বিগত একশো বছর ধরে এই গানের তুফান বয়ে গিয়েছে এখানে। এদেশের নামকরা শিল্পীরা স্বদেশে-বিদেশে এই গান গেয়ে বেড়িয়েছেন। Senghor ও Pompedieu-র সহপাঠী Louis Thomas Achille একটি গানের স্কুল চালান Lyon-এ। নিগ্রোদের এই গানের অনুকরণে এরা নিজেদের দেশীয় সংগীত রচনা করেছে অনেক। সেসব গান এই স্কুলে শেখানো হয়।

Institut d' Etudes Americaines' সংগীত স্কুলের পরিচালক Simon J. Copans একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। ১৯৪৭ সালে ফরাসীদেশের সদস্য হিসেবে যোগ দেন 'Voice of America'-য়। সেখানে তাঁর কাজ ছিল শুধু নিগ্রো স্পিরিচুয়েল্‌স্ পরিবেশন করা। নিগ্রোদের গানের মধ্যে আমেরিকার ইতিহাস যেমন জেনেছিলেন, 'The American Heritage—The Music of the American Negro' বই-এ তিনি তাই লিখেছিলেন।

জার্মানী

এই গানের জনপ্রিয়তা যেমন এদেশের পূর্বে তেমনি পশ্চিমে। স্পিরিচুয়েল্‌স্-এর এত বই আর রেকর্ড এদেশে বিক্রী হয়েছে যা অন্য কোনও দেশে হয়নি। Paul Robeson এদেশের প্রিয় সংগীতশিল্পী। এখানে গত বিশ বছরের মধ্যে চারখানি গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে নিগ্রোসংগীতের বিষয় নিয়ে।

হাঙ্গেরী

Paul Robeson-এর কণ্ঠে 'Deep River' গানটি শুনে এরা বলেছিল, এ-গান Jordon-এর গান নয়, তাদের Danube-এর গান। 'Musican Education in Hungary'-বইএ Frigyes Sondor বলেছেন, ছেলে-মেয়েদের গান শেখাতে হলে স্পিরিচুয়েল্‌স্ শেখাতে হবে আগে। 'Zugi Hullam'-এ Miklos Forrai এই সংগীতের চরিত্ররূপ বর্ণনা করেছেন এই বলে, '...the doom of slavery, the longing for freedom, the craving for happiness and eternal peace'। তাঁর মতে এই বিষয়গুলিকে উপজীব্য করে গড়ে উঠেছে নিগ্রোদের স্পিরিচুয়েল্‌স্।

ভারত

Fisk Jubilee Singers দল ভারতেও এসে গান শুনিয়েছে। স্বামী পরমপন্থীর 'Negro Spiritual in American Folksongs and Folklore' প্রবন্ধটি 'Folk Music and Folklore' বই-এ প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে।

আয়র্ল্যাণ্ড

William Bartram তাঁর 'Travels'-এ ক্রীতদাসদের সংগীতের বিষয়ে অনেক তথ্য পরিবেশন করেছেন। ১৮৭০-১৮৮০-র মধ্যে Fisk গানের দল বেশ কয়েকবার এদেশে এসেছে। ৩১শে জানুয়ারী ১৮৭৬ তারিখের 'Daily Courier' পত্রিকা মন্তব্য করেছে, '...no entertainment had ever drawn together in Dublin such an enormous audience as the Jubilee Singers drew to the Round-Round of the Rotunda'।

ইটালী

১৯০৬ সালে Felica Ferrero-র একটি রচনা (La Musica dei Negri Americani) 'Rivista Musicale Italiana'-তে প্রকাশিত হয়। তিনি লিখেছেন, 'As it (spiritual) develops, it is sung both by Negro peasants and by Whites who do not know its origin. A curious tribute that the American, so backward in musical resources of every type, pays unconsciously to his former slaves...The Negro folklore is all in religious songs!' এই উক্তি থেকে স্পিরিচুয়েল্‌স্ সম্বন্ধে এদের ধারণা কী তা বোঝা যায়। Roland Hayes এদেশে এসে গান শুনিয়েছেন।

নেদারল্যাণ্ডস্

Paul Breman-এর 'Spirituals' (1958) একটি বিখ্যাত রচনা। তাঁর মতে, 'The spirituals were a normal reaction to the closing of other doors for black expression (denial of education, social and political restrictions etc)'।

'I saw how black I was' (Ik zag Hoe Zwart Ik was) এবং 'I am the new Negro' (Ik ben de nieuwe Neger) এই গান দুটি নিয়ে Paul Breman ও Rosey E. Pool নিগ্রোজীবনের অনেক কথা আলোচনা করেছেন। Rosey E. Pool স্পিরিচুয়েল-কে বলেছেন, 'song of resistance।'

স্কট্ল্যাণ্ড

এডিনবরা, গ্লাসগো-তে Fisk Jubilee Singers দলের দিন কেটেছিল ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যে। সে-কথা স্মরণ করে ঐ দলের একজন, Ella Sheppard, বলেছেন, 'They sang in those places at 6 A.M. breakfasts to thousands of poor, at 9 A.M Sunday Schools, in the afternoon to working people; later to outcasts, often in Guild Halls, where people stood shoulder to shoulder. ..they sang in hospitals, prisons and beside sickbeds'। এদেশে স্পিরিচুয়েল্স্ কত জনপ্রিয় এই উক্তি তা প্রমাণ করে।

স্পেন

স্পেনে স্পিরিচুয়েল্স্ শিক্ষা দেন William L. Dawson। এর আগে Roland Hayes-ও মাদ্রিদে এসেছেন। নিগ্রোদের স্পিরিচুয়েল্স্-এর প্রতি এই জাতির শ্রদ্ধা খুব গভীর। একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত বলেছেন, 'These blacks had introduced something new and different into the universal sense of beauty, not only in music but also in poetry'।

সোভিয়েত রাশিয়া।

এদেশের বিচারে Marian Anderson ও Paul Robeson স্পিরিচুয়েল্স্-এর অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী। Fisk Jubilee Singers-দের অনেক গানের অনুবাদ করা হয়েছে Russian ও Lettish ভাষায়। Roland

Hayes-এর গান শুনে ১৯২৮ সালে 'Pravda' লিখেছিল, 'Out of every song with its deeply musical mood was born a feeling of wonder reaching such a high point in technique that we can speak of it only in highest praise'।

১৮৬৫-তে V. Konen 'Slave Songs in 1867'-এর প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে স্পিরিচুয়েলস একশো বছরের পুরনো হলেও এর জনপ্রিয়তা আজো অম্লান রয়েছে। গানের সুরসংগতি এবং ভাষার বলিষ্ঠ প্রয়োগ-রীতি তাঁকে মুগ্ধ করেছে। নিগ্রোদের অতি সাধারণ স্পিরিচুয়েল্‌স্‌গুলি কেমনভাবে আমেরিকার লোকসংগীতে পরিণত হয়েছে সেকথাও তিনি বলেছেন।

এছাড়াও রয়েছে অষ্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, নরওয়ে, পোল্যাণ্ড, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশ যেখানে Marian Anderson, Todd Duncan, Lawrence Winters, Jester Hairston, Paul Robeson এবং আরো অনেক নিগ্রোশিল্পীরা এই স্পিরিচুয়েল্‌স্‌ গেয়ে শুনিয়েছেন। শুধু তাই নয়। এই সব শিল্পীদের কাছে এ-সব দেশের লোকেরা গান শিখেছে, নিজ নিজ দেশীয় ভাষায় স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর স্বরলিপিও তৈরী করেছে, অনুবাদের মাধ্যমে একেবারে আপনার করে নিয়েছে।

নিগ্রোশিল্পীরাই তাদের স্পিরিচুয়েল্‌স ছড়িয়ে দিয়েছে দেশে-দেশে। সেই সংগীতের সুর মহাঐকতানের সৃষ্টি করেছে বিশ্বসংগীতের আসরে।

নিগ্রো স্পিরিচুয়েল্‌স্‌
ও
রোমান ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস

বলা বাহুল্য যে স্পিরিচুয়েল্‌স্‌ একমাত্র প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মতত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে, ক্যাথলিকরা এই সংগীতকে তাদের ধর্মসংগীত বলে মেনে নিতে পেরেছে কি না। কারণ, দেখা যায় দ্বিতীয় ভ্যাটিক্যানের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত রোমান ক্যাথলিকদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে সংগীতের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত সীমিত।

তথ্যপ্রমাণ থেকে জানা যায়, স্পিরিচুয়েল্‌স্‌ সংগীতজগতে যখন থেকে পরিচয় লাভ করেছে, ক্যাথলিকরা তখন থেকেই এই সংগীতকে সাদরে গ্রহণ করেছে। 'Catholic World' পত্রিকা এবং অন্যান্য রচনা পড়ে একথা জানা যায়। Father Edward F. Murphy এবং Sister Mary Hilarion-এর মতে স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর সুস্পষ্ট ধর্মীয় আবেদন সহজেই উপলব্ধি করা যায়। Dr. John Lovell বলেছেন, 'In 1962, the Rev. Frederick Mcnus, Professor of Canon Law at Catholic University, called it likely that spirituals would be adapted for evening services in Catholic Churches'।

'Society of the Divine Word'-এর Father L. M Friedel ১৯৪৭ সালে 'The Bible and the Negro Spirituals' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। নিগ্রোরা যাতে ক্যাথলিক ধর্মমত গ্রহণ করতে উৎসাহ বোধ করে সেকথা তিনি এতে লিখেছেন। গীতসংহিতা (Psalms) থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন, 'Thy Laws are become my song in the place of my pilgrimage'। তাঁর মতে, 'The Negro race can truly say this with the psalmist'। 'Swing Low, Sweet Chariot' গানের 'Sweet' শব্দটির ব্যবহার হিতোপদেশ (Proverbs) ২৫ অধ্যায় ১১ পদের 'apples of gold on beds of silver' কথাটির অনুরূপ। স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর কোনো কোনো গান সম্বন্ধে অবশ্য ক্যাথলিকদের আপত্তি রয়েছে। এই সংগে একথাও বলতে হয় যে, কোনো নিগ্রো-

ক্যাথলিক এই সংগীতের একটিও রচনা করেনি। যারা রচনা করেছে তারা সকলেই প্রোটেস্ট্যান্ট। তারা King James Bible ব্যবহার করেছে বলে Tobias, Judith, Maccabeus চরিত্রের কোনো উল্লেখ এই গানে পাওয়া যায় না। কারণ বাইবেলের এই সংস্করণে এই চরিত্রগুলি নেই। ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এ যা আছে সেসব নিয়ে অনেক কথাই তিনি বলেছেন। Friedel-এর কথাগুলি যে সব নির্ভুল, তা নয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু আছে। 'Despite the shortcomings of his booklet, the canon of spiritual criticism would be much poorer without it'।

য়ুরোপের ক্যাথলিক মহলে স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিগত কুড়ি বছর ধরে ফরাসী ছেলেমেয়েদের এই গান শিখিয়েছেন Louis Achille। স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর ফরাসী ও ইংরাজী অনুবাদ তিনি করেছেন। তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ জার্মানীর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'the spiritual has revolutionized Catholic music in France · Since Vatican II much of the new French Church music has been influenced by it, directly or indirectly'। ফরাসী দেশের Les Riceys-এর Father A. Z. Serrand বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন স্পিরিচুয়েল্‌স্‌ নিয়ে। তাঁর কথা বলতে গিয়ে Dr. Lovell বলেছেন, 'He worked on the spirituals to supply a real need in French singing. Since he believes spirituals are freedom songs, he encourages his people to believe the same'। Father Serrand লিখেছেন, 'Everyone wants to be free, but not everyone can give vent to his desire for freedom. The Negro spiritual motivates this expression'। ফরাসীদেশের Father Guy de Fatto-র কাজ ছিল বিভিন্ন দেশে ঘুরে মণ্ডলীর মধ্যে যুবকদের ধর্মকর্মে উৎসাহিত করা। জানা যায়, 'He used spirituals as his strongest weapon'।

আমেরিকা ও য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের ক্যাথলিক সম্প্রদায় স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর মধ্যে দিয়ে এক নতুন প্রেরণা পেয়েছে। ধর্মবিশ্বাসকে পুনরুজ্জীবিত করতে স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তার কথা ওরাও স্বীকার করেছে। অতএব বলা যায়, নিগ্রো-ধর্মসংগীত সমগ্র বিশ্বের খ্রীষ্টবিশ্বাসীর ধর্ম সংগীত, এতে সাম্প্রদায়িকতার কোনো কলংক নেই।

॥ নিগ্রো স্পিরিচুয়েল্‌স্‌ ও ইহুদী ধর্মদর্শন ॥

স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এ নিগ্রো-ক্রীতদাসজীবনের যে ছবি আমরা দেখি বাইবেলে বর্ণিত ইহুদীজাতির সংগে তার তুলনা করা চলে। স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর মূল সুরটি বিশ্লেষণ করে দেখলে মনে হয় এ-যেন ইহুদীদের বিলাপ-ক্রন্দনেরই প্রতিধ্বনি। উভয় জাতির নিগৃহীত জীবনের ইতিহাসের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে নিগ্রোজীবনে। ভক্ত-ভাববাদীদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, সাহসিকতা, বিশ্বাস ও মনোবল অতিমাত্রায় প্রভাবান্বিত করেছে ক্রীতদাসদের প্রত্যাশাকে। স্পিরিচুয়েল্‌স্‌ ও ইহুদী সংগীতের ধারা দু'টি যেন মুক্তির সংগমে এসে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। এসব কথা জানতে গেলে বিশেষ কোনো গবেষণার প্রয়োজন হয় না।

তবু প্রসংগক্রমে Paul F. Laubenstein-এর নাম উল্লেখ করা যায়। ১৯৩২ সালে তাঁর লেখা 'An Apocalyptic Reincarnation' প্রকাশিত হয় Journal of Biblical Literature-এ। Edward Steiner-এর মতো তিনিও বলেছেন, 'the influence of the spirituals made "The Green Pastures" more distinctive than the Passion play'। আলোচনার প্রথমে তিনি বলেছেন, 'The spirituals strike a note of confidence in an age with "futilitarian" leanings. They prove life not unfriendly to the realization of the highest human values'। স্পিরিচুয়েল-সংগীতে প্রতিজ্ঞাত সেই সবুজ তৃণাঞ্চলের ছবিটি সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। হতাশার অকূল অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া নয়। এ-সংগীত বিশ্বাসীর জীবনে প্রত্যয়ের ধ্বনি জাগিয়ে তোলে। এই গানের সাহায্যে মানবজীবনের প্রকৃত মূল্যায়ণ করা সম্ভব হয়। উচ্চ জীবনবোধের সংগে পার্থিব জীবনের কোনো সংঘাত থাকে না।

আগামীকালের যেসব ঘটনার কথা বাইবেলে বর্ণিত আছে সে-সবের

পুনরাবৃত্তি দেখা যায় এই ধর্মসংগীতে। হৃদয়ের সমগ্র সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করতে না পারলে অনুভূতির এই গভীরতা জন্মায় না, সম্ভবও হয় না। Laubenstein তাই বলেছেন, 'The black originators...made it their very own "with a whole-hearted appreciation that entitles their work to rank as an authentic manifestation of the type—a reincarnation in ebony"'। বাইবেলের আগামীদিনের ঘটনার কথাগুলি যেন আবার কালোরূপে জন্মলাভ করেছে 'কালো'-দের ধর্মসংগীতে। এই উক্তির সবটুকুই যে আতিশয্য তা বলা যায় না।

নিগ্রো-গীতিকারেরা বাইবেলের সব ঘটনার প্রতি তেমনভাবে আকৃষ্ট হয়নি। 'They adapted a great deal of the history, narrative and apocalyptic'। তাদের এই আকর্ষণের মূলে তিনটি প্রধান কারণের কথা উল্লেখ করে Laubenstein বলেছেন :

(1) The African perceptual consciousness, as illustrated in the native tendency to "think" in pictures, sounds, motion and emotion rather than in the abstract. He offers the following examples :

Visual : "I looked over Jordon, What did I see ?"
Auditory : "My Lord...calls me by the thunder ;
The trumpet sounds within-a my soul."
Kinetics : "Gonna walk all over God's heaven."
Affective : "Sometimes I feel like a motherless child."

(2) The slave's attraction to the apocalyptic. This is in line with his immediate needs and social situation. These are similar to those of Israel in Egypt and Babylonia.

(3) The Jewish-Christian apocalyptic which is close to African ideas and practices.

শেষের কথাটির প্রমাণ হিসাবে তিনি Semitic ও Bantu ডায়ালেক্ট (dialect)-এর কথা উল্লেখ করেছেন। বলেছেন যে ইহুদী (হেব্রু) ও আফ্রিকার নিগ্রোদের আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে এইজন্যেই সাদৃশ্য দেখা যায়।

নিগ্রোদের ধর্মসংগীত যেন ওদের হৃদয়রসে সিঞ্চিত এক অপূর্ব কাব্যগাথা—যেন মনে হয়, 'heart's blood made lyric'। এ-গানে কৌতুকরসবোধের যে চিহ্নটুকু পাওয়া যায় ইহুদীসংগীতে তার অভাব রয়েছে।

'The Negro slave actually gave to the world a new and distinctive body of apocalyptic literature'। ইহুদী জাতির আশা-প্রত্যাশার বাণীগুলি আবার নতুন করে লিখে রাখা হয়েছে নিগ্রোদের ধর্মসংগীতে। সুতরাং খ্রীষ্টধর্ম যদি মূলতঃ ইহুদীদের ধর্ম হয় তবে একে নিগ্রোদেরও ধর্ম বলে জানতে হবে। কারণ নিগ্রোরাও তাদের সমস্ত সত্তা ও চেতনা দিয়ে এই ধর্মকে উপলব্ধি করে সত্য বলে চিনেছে।

এই দুই জাতির জীবন-সংগীতে যে সাদৃশ্য দেখা যায় সেকথা স্মরণ করে Dr. John Lovell বলেছেন, 'As a climax for these Jewish-Negro musical parallels we can review a notable fact. When George L. White named his coloured Christian Singers "the Jubilee Singers" he did so in memory of the Jewish year of Jubilee'।

॥ নিগ্রো স্পিরিচুয়েল্‌স্‌ ও শিল্পকলা ॥

একটি বিখ্যাত স্পিরিচুয়েলের প্রথম লাইন, 'Were You There When They Crucified My Lord?'

ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী Ramsay MacDonald ১৯৩০ সালে Royal Academy Exhibition-এ প্রদর্শিত একটি ছবি Hampton Singers দলকে দেখিয়েছিলেন। অবাকবিস্ময়ে তারা লক্ষ্য করেছিল Mark Symon-এর আঁকা সেই চিত্রটি, যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর এক আধুনিকতম রূপ। ছবির নামকরণ করা হয়েছে, 'Were You There When They Crucified My Lord?'

প্যারিসের Salles Gaveau আর্ট-গ্যালারীতে বিশ্ববিখ্যাত নিগ্রোগায়ক Ronald Hayes-এর একটি মূর্তি তৈরী করে রাখা হয়েছে। সেটি দেখলে মনে হয় Hayes আজো যেন গাইছে, 'Steal Away to Jesus'। Richmond-এর Anderson গ্যালারীতে একটি নিগ্রো মহিলার রঙীন ছবি আছে। এটি এঁকেছেন Marjorie Wintermute। 'Swing Low, Sweet Chariot'-এর গীতিভংগীমাটি এই ছবিতে সযত্নে ধরে রাখা হয়েছে। ১৯৪০ সালে Lawrence Tibbett-এর বাড়ীর দেওয়ালে একটি রঙীন চিত্র দেখা যেতো। বলা হয়, 'This mural was designed "phases of music in America"।'

স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর ভাবকল্পনাকে আশ্রয় করে এই ধরণের আরো চিত্রশিল্প গড়ে উঠেছে। এইসব শিল্পকর্মের প্রধান হিসেবে Allan Rohan Crite-এর নাম উল্লেখযোগ্য। যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যুর ঘটনাগুলি তিনি 'Were You There When They Crucified My Lord'-এই গানের ভাষার সংগে মিলিয়ে কয়েকটি ছবিতে ধরে রেখেছেন। গানের কোনো কথা ছবিতে নেই কিন্তু ছবিগুলি পর-পর দেখলে গানের সব কথা আপনিই মনে এসে যায়। 'Three Spirituals from Earth to Heaven' তাঁর

অপূর্ব শিল্পকর্মের আরেকটি নিদর্শন। এই ছবি ১৯৫৮ সালে তিনি প্রকাশ করেন। 'New York Herald Tribune' লিখেছে, 'Among the most moving documents of religious art that have come from America in recent years are the brush-and-ink setting of Negro spirituals made by this distinguished American artist'। যে তিনটি গানকে উপজীব্য করে Crite এই ছবি এঁকেছেন সেগুলি হলো, 'Nobody knows the trouble I see',—এটি হলো মর্তজীবনের যন্ত্রণার কথা। দ্বিতীয়টি, প্রত্যাশার আলোকে বিভাসিত, 'Swing Low, Sweet Chariot'। শেষে আছে স্বর্গীয় দৃশ্যভোগের কথা, 'Jordon is a swiftly running stream'।

'Swing Low, Sweet Chariot' নিয়ে আরেকটি ছবি এঁকেছেন John McCrady। এই ছবি Missouri-র City Art Museum of St. Louis-এ আজো দেখা যায়। Jubilee Singers-দের একটি তৈলচিত্র Fisk Memorial Chapel-এ রয়েছে। এটি এঁকেছিল মহারাণী ভিক্টোরিয়া-র সভা-শিল্পীরা (Court Artists)।

॥ নিগ্রো স্পিরিচুয়েল্স্-এর আলোয় ॥

স্পিরিচুয়েল্স্-এর ইতিহাস আনুপূর্বিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এই সংগীত আগে যেমন ছিল, আজো তেমনি বিশ্বাসীর অন্তরে অন্তরে আপন দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। স্পিরিচুয়েল্স্-এর সেই দীপ্তিকে Dr. John Lovell আগুনের শিখার সংগে তুলনা করে বলেছেন, 'they have set burning throughout the world'। স্পিরিচুয়েল্স্-এর সম্বন্ধে একথা অবশ্যই হলফ করে বলা চলে। তিনি আরো বলেছেন, 'Never have folk songs given birth to so many live and growing children. And the flames with their unexpected colors continue'। এই সংগীত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই সমাদৃত হয়েছে এবং সে-কথা আগেই আলোচনা করে আমরা জেনেছি। W. C. Handy,—'The father of the blues'—বলেছেন, 'The spirituals did more for the Negro's emancipation than all the guns of the Civil War'।

স্পিরিচুয়েল্স্-এর বিচার-বিশ্লেষণ করে অনেকে অনেক কথা বলে এর প্রকৃত রূপটি ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তবে সকলেই যে একাধারে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গিয়েছেন তা নয়। এর বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য অনেক আছে। Dvorak-এর একটি উক্তি নিয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। তাঁর মতে, 'Spirituals and Indian songs should be used as a basis for American national music'। এর তীব্র সমালোচনা করেছেন অনেকে। কেউ বলেছেন, 'Neither the spiritual nor any other song truly expressed America'। আবার কেউ 'rejected the spiritual as a basis for national music'। সুদীর্ঘ বক্তৃতার পর তারা বলেছেন, 'We are Caucasians'। অর্থাৎ এ সংগীত আমেরিকানদের হতে পারে না।

Booker T. Washington-এর পর Tuskegee-র প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন Robert R. Moton। কৈশোরে Hampton স্কুলে পড়তে এসে Moton দেখেন, সেখানে স্পিরিচুয়েল্‌স্ গাওয়া হয়। এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছিলেন—'He specially resented black students revealing their religious and emotional depths to Whites'। এই পদ্ধতি তিনি মোটেই পছন্দ করেননি। তিনি চেয়েছিলেন যেন স্পিরিচুয়েলকে আরো মান-মর্যাদা দেওয়া হয়। Moton বলেছিলেন, 'In these songs the Negro has an instrument with which it batter down the walls of opposition and prejudices stronger than all the logic, all the resentment, all the hatred that could be brought against them. These songs were a message of goodwill to the world'। স্পিরিচুয়েল-এর মূল্যায়ণ করে তিনি বলেছিলেন, 'Their value was more than inspirational'।

অ্যাফ্রো-আমেরিকান দার্শনিক Kelly Miller 'spoke of the shame the spirituals aroused in the breasts of sensitive Negroes and of the many Negroes who believed the songs a badge of slavery'। ক্রীতদাসজীবনের কথা এতে আছে তাই স্পিরিচুয়েলগুলিকে 'সুন্দর' বলে অনেকে মেনে নিতে পারেননি। এমনকি পরবর্তীকালে সভ্য-ভদ্র-শিক্ষিত নিগ্রোরাও এই সংগীতকে বাতিল করে দিতে চেয়েছিল 'because they had no striking meaning for the forward-looking and intelligent Negro'।

এই সংগীতের উন্নতি ও প্রসার নিগ্রোদের একটি বিশেষ দল মোটেই পছন্দ করেনি। Carl Van Vechten, J. W. Work, Jeannette Murphy—এঁরা আশংকা করেছিলেন যে হয়ত স্পিরিচুয়েল-সংগীত চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে। এর মূলে অন্য কোনো কারণ ছিল কি-না সেকথা অবশ্য জানা যায় না। তবে কিছুটা সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। কারণ এই গানে 'no striking meaning' একথা কখনও সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। এবং এই অসত্য ধারণার বশবর্তী হয়ে যারা একে নির্মূল করে দিতে চেয়েছিল তারা যে এক অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে একাজে প্রবৃত্ত হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা চলে। ১৯৪০ সালে Florida-য় যে Statewide Recreation Program on "The Negro Songs" অনুষ্ঠিত হয়েছিল

তাতে একটি স্পিরিচুয়েল্‌ও গাওয়া হয়নি, সেখানে এর নামও কেউ করেনি। একথা ভাবতে সত্যি অবাক লাগে।

এর প্রকৃত কারণ নির্ধারণ করে Jeannette Murphy বলেছেন, 'The spirituals were going to be lost through a failure of appreciation'। তাই যদি হয় তবে সুখের কথা, 'The Negro was slowly overcoming his resentment of the spiritual'। স্পিরিচুয়েল-এ যদি জীবনের ও জীবনবোধের কোনো কথা না থাকতো, এ-সংগীত যদি ক্রীতদাসদের বিলাপ-ক্রন্দন ছাড়া অন্য কিছু না হতো তবে তীব্র বিরোধীতার প্রবল স্রোতে এই গান কোথায় ভেসে যেতো, কেউ তা জানতো না। Dr. Lovell-এর মতে, 'But today as the Afro-American studies his own history, which he has been doing on a large scale for only a very short while, and comes to know that spiritual was not slavish, always spoke to the self-respect of the slave as a man, and was often downright revolutionary, the tide among Afro-American has turned in favour of these songs'। এমন অনেকে আছেন যারা এই সংগীতকে কেবলমাত্র 'ধর্মসংগীত' বলে একপাশে ফেলে রেখেছেন। কেউ আবার এর প্রকৃত অর্থ হৃদয়ংগম করার কোনো প্রয়োজনীয়তাই উপলব্ধি করেন নাই। এঁরা একঘরে হয়ে থাকুন; এতে কারো ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছু হবে না। কারণ সংগীত সমাজের কথা হলো, 'The Afro-American is proud of his great musical creation... And there, before you, is the Afro-American spiritual'।

স্পিরিচুয়েল্‌স্ 'Afro-American' কেন, এ প্রসংগে Dr. Lovell বলেছেন, 'It was Afro-American in three senses: strongly African, strongly American and a curious and magnificient mixture of the two'। আরো বিশদভাবে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'No matter where it got its materials, like Shakespeare it was original in every fundamental way'। এ-গান নিগ্রোজীবনের গান, মুক্তি ও প্রত্যাশার গান, আক্ষরিক অর্থে 'slave songs' একে বলা যায় না। মাত্র পনেরো শতক থেকে উনিশ শতকের কাল পর্যন্ত ইতিহাস নিগ্রোদের ক্রীতদাসজীবনের কথা বলে। ইতিহাস কিন্তু একথাও বলে যে ওরা হলো 'The oldest musical folk on the earth' এবং 'It was the expression of a folk community that had been singing its way through lives for atleast two millenniums'।

দু'হাজার বছর ধরে ওরা এই গান গেয়ে চলেছে। সামগ্রিক অর্থে এই সংগীতকে 'ধর্মসংগীত' বলা হয়। 'It was religious in the total sense, not in the sense of the American Whiteman'। শ্বেতাংগ-ধর্মপ্রচারকদের গান বা 'চার্চ সং' অনেক ক্রীতদাসরা আজো জানে না। স্পিরিচুয়েল্ গাইতে গাইতে আফ্রিকায় ফিরে যাবার সুখস্বপ্ন দেখে ওরা জীবনের কালটুকু অনর্থক অতিবাহিত করেনি। তুলো-আখ-কফি ক্ষেতের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে 'অ্যামেরিকান' হয়ে সেখানে বাস করতে চেয়েছে। স্পিরিচুয়েল্স্-কে ভাবাবেগের বাষ্পীয় কোনো বস্তু বলে তাই কখনো ভাবা যায় না। এতে 'রিঅ্যালিটি' আছে। Lovell-এর ভাষায় 'Besides the realism, there was the deep sorrow (occasioned by the contemplation of the human condition), the deep understanding of the human struggle (not just of the slave's struggle), and the deep joy of knowing that real manhood and faith could overcome any bad human condition'। স্পিরিচুয়েল্স্ ব্যক্তিগত জীবনের কোনো কথা বলে না। বিশাল মানবজীবনের পার্থিব দুঃখভোগ, সংগ্রাম এবং অনন্তজীবনে উত্তরণের কথাই নিগ্রোকাব্যকারেরা ভেবেছে। তাদের গভীর আনন্দ-অনুভূতিকে গানের ভাষায় প্রকাশ করেছে। এ হলো জীবনের গান, জয়ের গান, বৈকুণ্ঠের গান। একে বিশেষ কোনো সমাজগণ্ডীর মধ্যে ধরে রাখা সম্ভব নয়।

প্রতিহিংসার কোনো পাশবিক আক্রোশ এ-সংগীতে ফুটে ওঠেনি। হতাশা, যন্ত্রণা এতে আছে, তবু তার পাশে সান্ত্বনা আছে আরো অনেক। দুঃখের দারুণ-দহনের পর বিশুদ্ধ অন্তরপ্রাণের উচ্চারণ এই ধর্মসংগীত। এ-গান জীবনপথযাত্রীর গান যা বিশ্বসংগীতের ভাষায় রচিত হয়েছে। Arthur Morton-এর কথায়, 'These songs are a new "Pilgrim's Progress" composed in the universal language of song'। এ সংগীতের কোনো জাত নেই, তাই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের প্রাণে কথা বলে। 'They (spirituals) give us a promise of victory in which we know we can have absolute trust'।

এই সংগীতকে নিগ্রোদের বিলাসসংগীত বলতে পারিনে, বিলাপ-সংগীতও নয়। এর মহিমাময় ভাব আছে, রূপ আছে, গৌরবযুক্ত অর্থ আছে। সুদূর নক্ষত্রলোকে যাত্রাকালে ক্রীতদাসেরা মানব-আত্মার কথা চিন্তা করে এই স্পিরিচুয়েল-সংগীত রচনা করেনি। রূঢ় বাস্তবজীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা

এতে প্রতিফলিত হয়েছে। ওরা নিজেদের জন্যে এ-গান কখনো রচনা করেনি। বিশ্বমানবের সুখশান্তির জন্যে আশা, প্রত্যাশা ও সত্যের আলো জ্বালিয়ে রেখেছে নিগ্রোক্রীতদাসেরা ওদের প্রাণের প্রদীপে। এ-গান সকলের,—আমার, আপনার, নিগ্রোদের। এই সংগীতে অধিকার আমাদের সকলের। সেই মুক্তজীবনের দাবীদার আমরা সবাই।

এই পৃথিবীতে যারা স্বাধীনতা চায়, ন্যায়-সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, মানবতার অধিকার পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে চায়, তারাও এই গান গেয়েছে।

কোটি কোটি অন্তরপ্রাণ উদ্ভাসিত হয়ে আছে এই স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর পুণ্য আলোকে। সংগীতের সংসারে মুক্তিকামী মানুষের কণ্ঠধ্বনি তাই আজো আমরা শুনি ঃ

'Den (then) my little soul's a-goin' t' (to) shine.
Yes, my little soul's a-goin' t' shine.'

॥ নিগ্রো ব্লুজ (BLUES) সংগীত ॥

নিগ্রোদের ব্লুজ-সংগীতের আলোচনা প্রসংগে Charlotte Forten-এর কথাই প্রথমে মনে আসে। উত্তরাঞ্চলের এই নিগ্রো-মহিলার স্বাধীনভাবে জন্মলাভ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। লেখাপড়া শিখে তিনি শিক্ষকার বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। ক্রীতদাস নিগ্রোদের মধ্যে উপদেশ দেওয়াও তাঁর একটা কাজ ছিল। ১৮৬২ সালে তিনি এই উদ্দেশ্য নিয়ে দক্ষিণ ক্যারোলিনার Edisto Island-এ আসেন। ঐ বছরে ডিসেম্বর ১৪ তারিখে তিনি তাঁর ডায়েরীর পাতায় লিখেছেন, 'I hadn't slept more than ten minutes when I was awakened by what seemed to me terrible screams coming from the quarters'। তার পরের দিনটি ছিল রবিবার। সেদিনও চার্চ থেকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তাঁকে ফিরতে হয়েছিল। এর কারণও সেই তীক্ষ্ণ আর্তস্বর! মহিলার রাতে ঘুম নেই, চার্চে গিয়েও শান্তি নেই। সেদিন ডায়েরীতে তিনি লিখেছিলেন, 'Nearly everybody was looking gay and happy; and yet I came home with the blues. Threw myself on the bed and for the first time since I have been here, felt very lonesome and pitied myself'। তাঁর এই লেখাগুলির মধ্যে তিনি যেন ব্লুজ-সংগীতের চরিত্ররূপটি বিশ্লেষণ করে ফেলেছেন।

ব্লুজ-গান গেয়ে ক্রীতদাসসমাজ ওদের মনের ব্যথা ভুলেছে, সান্ত্বনা পেয়েছে। এই গানের সুর যেন ব্যথিতের অজস্র অশ্রুধারা, যা জীবনের সব গ্লানি ধুয়ে নিয়ে যায়। শুভ্রশুচিতায় মন আবার ভরে যায়, বাঁচার আশা জাগে। এ-যেন ক্রীতদাস জীবনের সঞ্জীবনীমন্ত্র। Charlotte Forten পরে লিখেছেন, 'The blues—a state of mind'। এই গান গেয়ে নিগ্রোরা কীভাবে ওদের মনের ব্যথা ভুলতে পেরেছে সে-কথা তিনি লিখে যেতে পারেননি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে, অর্থাৎ আরো

পঞ্চাশ বছর পরে, তিনি যদি এই গান গাইতেন, তবে এই গানের ব্যবহারিক-গুণ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে যেতে পারতেন। দুর্ভাগ্যের কথা, তিনি তা করেননি। সেই কারণে অক্ষমতা স্বীকার করে তাঁকে লিখতে হয়েছিল, 'but the manner and singing of it is impossible to give an idea'। কিন্তু Paul Oliver তাঁর "The Story of the Blues" বই-এ লিখেছেন, 'A full heart and a troubled spirit has been the inspiration and the reason for countless 'blues'. The slave's successor might well have sung away his unhappiness with a blues song'।

অতএব, মানবচিত্তের ভাব-অনুভূতির রূপ বর্ণনা করার জন্যে 'blues' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে ষোল শতকের কাল থেকে। 'ব্লুজ' বলতে মনের দুঃখ-হতাশা, ক্লান্তি-বিরক্তির কথাই প্রধানতঃ বোঝায়। আসলে কিন্তু নিগ্রোদের কোনো গানের নাম 'ব্লুজ' ছিল না। বর্তমানে ওদের এই বিশেষধরণের গানকে 'ব্লুজ' বলা হয়েছে। কারণ গানের কথায় নিগ্রোরাই ব্লুজ শব্দটি ব্যবহার করেছে। এই গানের নাম সকলেই এখন শুনেছে। 'ব্লুজ'-এর গীতিরীতি, ভাবঐশ্বর্য নিগ্রোজাতির একান্ত নিজস্ব। এই ব্লুজ গানের কয়েকটি নমুনা এখানে দেওয়া হলো ঃ

'I got the dark night blues, I'm feeling awful bad (×2)
That's the worst ol' feeling that a good man ever had'.

* * *

'I followed my fair brown from the depot to
the train (×2)
And the blues came down like dark night showers
of rain'.

* * *

'I got the blues so bad I can feel them in the dark (×2)
One dark and dreary morning, baby when you broke
my heart'.

* * *

'Honey, let's go to the river and sit down (×2)
If the blues overtake us, jump overboard and drown'.

* * *

'I rise with the blues and I work with the blues
Nothin' I can get but bad news'.

*　　　*　　　*

'And the po' (poor) boy stood on the road and cried (×2)
I didn't have no blues, just couldn't be satisfied'.

Samuel B. Charters বলেছেন, 'The frightened miserable creatures that the slave-ships landed in southern water-front cities brought with them the rich musical traditions of Africa and they tried to carry their music with them into their crowded, filthy slave cabins. They sang in the long hot afternoons in the fields and they sang in the quiet of evening'।

'১৮৪০-এর দিকে নিগ্রো যুবকেরা সাধারণ মঞ্চে ব্লুজ গেয়ে শুনিয়েছে। তখন থেকেই এই গান উদ্বেল জনতার আশ্বাস ও স্বীকৃতি লাভ করেছে। ব্লুজ-এর অনুকরণ করে অনেকে গান রচনা করেছে। কিন্তু সেসব রচনায় পৃথক কোনো গুণবত্তা লক্ষ্য করা যায়নি। ভিন্ন জাতির রচনা হলেও তাতে 'ঈথিওপিয়া'-র গন্ধ থেকে গিয়েছিল। অতএব বলা যেতে পারে, নিগ্রো-মানসক্ষেত্র ও আফ্রিকান পরিবেশ ভিন্ন অন্যত্র এ সংগীতের জন্ম সম্ভব নয়।

নিগ্রোদের দলবদ্ধভাবে জমির কাজে খাটাতে ক্রীতদাস-মালিকরা সাহস করতো না। ছোট ছোট দলে তাদের ভাগ করে রাখতো। এতে সাধারণ ক্রীতদাসদের ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতি হয়েছে ব্লুজ গানেরও। পুরনো ব্লুজ গাইতে ওদের অনেকে ভুলে গিয়েছিল। এখন যা আছে সেগুলি পরবর্তীকালের রচনা। সংগীতের সংসার থেকে এমনি করে আদি ব্লুজ-গুলি হারিয়ে গিয়েছে। নিগ্রোরা ক্ষেতে-খামারে যে গান বেঁধেছে তা সবই প্রায় ব্লুজ জাতীয়। এই গান গেয়ে ওরা প্রচণ্ড রৌদ্রতাপের কষ্ট ভুলেছে, শান্ত সন্ধ্যায় প্রশান্তি লাভ করেছে।

নিগ্রোজাতির রসবোধ অতি সূক্ষ্ম এবং তার তত্ত্ব অতি গভীর। যদি জানতে চান, ব্লুজ কী ? সুর করে গেয়ে এর উত্তরে ওরা জানাবে :

'De blues ain't nothin'

But a poor man's heart disease'.

হতভাগ্যজনের অন্তর-বেদনা নিয়েই এই সংগীতের কারবার। তবু এই গান

ওরা গায়। এর সুরের আকর্ষণ বড় দুর্বার। এই সংগীতের এমনই প্রলোভন যে সর্বক্ষণ এই সংগীতের মধ্যে ওরা ডুবে থাকতে চায় :

'If de blues was whiskey
I'd stay drunk all de time.'

প্রতিদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর ক্রীতদাস এত ক্লান্ত হয়ে পড়তো, তখন তার গান গাইবার শক্তিও থাকতো না। এর জন্য দুঃখ ওর অনেক। গানের ভাষায় ওরা সেই দুঃখ প্রকাশ করেছে :

'I got the blues,
But I'm too damn to cry'.

এগুলি সেকালের ব্লুজ-সংগীতের নমুনা। আমেরিকান সংগীতসাহিত্যে ব্লুজগুলি নিগ্রোদের আরেক বিস্ময়কর অবদান। স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর মধ্যে দিয়ে নিগ্রোপ্রাণ যেমন বাস্তবের রূঢ়তা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে, ব্লুজ-সংগীতে ওরা তেমনি জীবনসংগ্রামের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এই সংগীত থেকে ব্যক্তিজীবনের হতাশা, অন্তরবেদনা, ক্ষয়-ক্ষতির হিসাবটুকু আমরা বুঝে নিতে পারি। মানুষের প্রেমভালোবাসার অস্ফুট কলকাকলি, বিরহের করুণ সুর, বিচ্ছেদের অন্তহীন হাহাকার, শোষিত-বঞ্চিতের দীর্ঘশ্বাস এই সংগীতে আমরা শুনতে পাই। ধর্মজীবনকে একপাশে রেখে নিগ্রোসমাজের যে জীবন, সেই জীবনের গানই হলো এই ব্লুজ সংগীত। Paul Oliver-এর ভাষায়, 'it is the creation of the people and not separate from the whole fabric of living'।

Samuel B. Charters লিখেছেন, 'After the Civil War, with servitude and brutality still harsh realities, the Negroes preserved the field cries and chants of the years of slavery'। Richard M. Dorson বলেছেন যে, মার্কিন গৃহযুদ্ধ চলাকালে নিগ্রো-ক্রীতদাসেরা স্বাধীনতা লাভ করলেও মালিকেরা সে স্বাধীনতা মেনে নেয়নি। তখন নিগ্রোদের ওপরে চরম অত্যাচার চলেছিল। ব্লুজ-সংগীতের ভাষায় ক্রীতদাসেরা সেই অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। বিংশশতাব্দীতে ওরা এই গানগুলিকে নতুনভাবে রূপদান করে প্রতিবাদের সুরকে তীব্রতর করে তুলেছে।

Memphis-এর W. C. Handy কতকগুলি ব্লুজ প্রকাশ করেন ১৯০৯ সালে। কিন্তু নিগ্রো Handy-র প্রথম রচনা, এই 'ব্লুজ' কোনো স্বীকৃতি পায়নি। ১৯১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি আরো কতকগুলি

নতুন সংগীত রচনা করে তৃতীয়বার সেগুলি প্রকাশ করেন। এ সংগীতে শুধু সুর ছিল, কোনো কথা ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে এগুলিও জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। Handy কিন্তু পরে এই ব্লুজ-গান রচনা করেই প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। তিনি নিজেকে 'Father of the Blues' বলতেন। ব্লুজ-সংগীতের তিনি একজন সার্থক রচয়িতা। সত্যি, Handy-কে এখন সকলেই 'the Father of the Blues' নামে চেনে।

নিগ্রো-ধর্মসংগীতগুলি (Spirituals বা Gospel Scngs) যেমন ধর্মের নানান উপাদানে রচিত হয়েছে, ব্লুজসংগীতগুলিতে সেসব উপাদানের তেমন কোন চিহ্ন নেই। এ-সংগীত নিগ্রোমনে জন্ম লাভ করেছে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন অবস্থায়। ধর্মজীবনের সংগে এ-জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই। নিগ্রোজীবনের অনেক পংকিল আবর্তের মধ্যে থেকে হয়তো এ সংগীত ওরা রচনা করেছে। Richard M. Dorson মন্তব্য করেছেন, 'Where the spiritual had flowed from the camp ground, the blues streamed from haunts of sin. In dives and brothels, gin palaces and honky-tonks, Negro performers sang the blues'।

এই প্রসঙ্গে Paul Oliver-এর 'The Story of the Blues' থেকে কয়েকটি লাইনের উল্লেখ করা প্রয়োজন, 'Few collectors of the folk music, who were studying the music of the Negro, attempted to note the blues as it appeared....Occasional verses and fragments were noted but generally the collectors looked upon the blues with hostility, regarding it as a degeneration of the folklore they were anxious to save. Their endeavours were worthy but the lack of any accurate observation of the blues at its inception is irreparable'।

অতএব যে যা-ই বলে বলুক, এ সংগীতের যে একটা বিশেষ রূপ আছে, একটা জাত আছে তা' অস্বীকার করা যায় না। এবং একথা বলতে কোনো ক্ষমা চাইতে হয় না, কারো করুণা ভিক্ষা করতে হয় না। নিগ্রোদের জীবনের সব পরিচয়টুকু পেতে হলে ব্লুজ-সংগীতের কথা অবশ্যই জানতে হবে। কারণ এগুলি জাতির চেতনার, আত্মোপলব্ধির ও জাগরণের সংগীত। 'Who would know something of the core and limitations of this life (Negro folk) should go to the Blues।' নিচুস্তরের জীবনের পংকিল পরিবেশে এ-গানের সুরগুলি জন্ম নিলেও একে ঘৃণা করা চলে না।

বিশিষ্ট সমাজ-বিজ্ঞানীরা ব্লুজ সম্বন্ধে বলেছেন, 'In them is the curious story of disillusionment without a saving philosophy and yet without defeat. They mark these narrow limits of life's satisfactions, its vast treacheries and ironies. Stark, full human passions crowd themselves into an uncomplex expression, so simple in their power that they startle' । এই গানের সুরে জাতির বন্ধনমুক্তির সকল আশা ধ্বনিত হয়েছে। বাঁচার পথ ওরা হয়ত তখনো খুঁজে পায়নি তবু পরাজয়ের কোনো গ্লানি নেই। জীবনের ছোটো ছোটো আনন্দ-সুখের পাশেপাশে সীমাহীন বিদ্রূপ-প্রতারণার হিসাব ওরা করে দেখেছে। এ-গানে মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি এক সংগে ভিড় করে থাকে। চিত্তভাবনার অভিব্যক্তিতে কোনো জটিলতা নেই, আবরণ নেই।

সমাজ-বিজ্ঞানীরা আরো বলেছেন, 'If they did not reveal a fundamental and universal emotion of the human heart, they would not be noticed now as the boisterous and persistant intruders in the polite society of lyrics that they are...Herein lies one of the richest gifts of the Negro to American life...These are the Blues, not of the Negro intellectuals any more than of the White ones, but of those who live beneath the range of polite respect' । ব্লুজ-সংগীতে যদি বিশ্বমানবচিত্তের আবেগ-অনুভূতির সব কথা না থাকতো তবে লিরিক-সংগীতের জগত এ-গানের কলরবে এত মুখর হয়ে উঠতো না, কোনো অনুপ্রবেশও সম্ভব হতো না। আমেরিকার জনজীবনে নিগ্রোদের এই অবদানের মূল্য অনেক। এই সংগীত-সম্পদ এখন আর নিগ্রোজাতির একার নয়, এই সম্পদ এখন সংগীতজগতের, সমগ্র বিশ্বমানবের।

Ralf Ellison ব্লুজগানের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'An autobiographical chronicle of personal catastrophe expressed lyrically' । যেন ব্যক্তিজীবনের দুঃখ-বিপর্যয়ের ধারাবাহিক ঘটনার বিবরণ-গুলি লিখে রাখা হয়েছে গীতিকবিতার ছন্দে। Ellison আরও লিখেছেন, 'Their attraction lies in this, that they atonce express both the agony of life and the possibility of conquering it through sheer toughness of spirit. They fall short of tragedy only in that they provide no solution, offer no scape-goat but

the self'। এই সংগীতে দুঃখ-যন্ত্রণার আর্তস্বর, জীবন-মর্ত্যের হা-হুতাশই শুধু শোনা যায় না, এই দুর্যোগগুলিকে জয় করার এক দুর্বার প্রতিজ্ঞার সুরও ঝংকৃত হয়। Ellison দুঃখ করে বলেছেন যে, এ-বিপর্যয় অতিক্রমণের স্বপ্ন রচনা করলেও এ-সংগীতের গীতিকারেরা প্রকৃত কোন সমাধান করে যেতে পারেনি; ফাল জাতির জীবনটাই যেন আহুতি দিয়ে ফেলেছে। বর্তমান ইতিহাস কিন্তু একথা স্বীকার করে না।

প্রকৃতপক্ষে, নিগ্রো কাব্যকারেরা আপন জাতির বিষয়ে যেসব কথা লিখেছে সেগুলি অন্তরের গভীর থেকেই সংগ্রহ করেছে। মানবজীবনের মূল কথাগুলি বাদ দিয়ে অন্য কিছুই ওরা লেখেনি। সুতরাং লোকসংগীতের সাধারণ সংজ্ঞা অনুযায়ী এই সংগীতের বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। তা না হলে এ-আলোচনায় কোনো সুবিচার করা যাবে না।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, 'It is sociological axiom that the observer changes the nature of the subject observed by the very act of observation. ...the structure of his own research and the kind of interpretation that he makes from the material he gains may subtly distort the images of the subject. This is a principle which is evident in the differing ways in which the "blues" is seen today'।

আদি ব্লুজ-সংগীতের বিপর্যয়ের কথা আরো আছে। এই গানের রূপ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছে অনেকে। আবার কেউ কেউ বলেছে, নিগ্রো-জীবনের নিগ্রহ-যন্ত্রণা-লাঞ্ছনার অভিব্যক্তি ভিন্ন এ-গানে সারবস্তু আর কিছু নেই। নিগ্রোদের মধ্যে অনেকে ওদের প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মৃতিকথা মনে করে ব্লুজ-সংগীতের গর্বে গর্বিত। অন্যেরা আবার ওদের ক্রীতদাসজীবনের কথা ভুলে যেতে চায় বলে ঐ গান আর মনে রাখতে চায় না। সুতরাং দেখা যায়, প্রাচীন ব্লুজ-এর সমাদর যেমন ছিল, তেমনি অনাদরও ছিল। ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বিশেষের মত-অভিমতের টানা-পোড়েনে, পণ্ডিতজনের অবহেলা-অনাদরে এই সংগীতের মান অনেক ক্ষয়ে গিয়েছে। গানও ভুলেছে অনেকে। একদিন কিন্তু এই সংগীতের সুদিন ছিল, কদরও ছিল।

Texas Alexander, Pine Top Smith, Robert Johnson-দের মতো প্রখ্যাত ব্লুজ-শিল্পীদের নাম আজ অনেকে ভুলেছে। Memphis-এর F. A. Barrasso-র নাম এবং ১৯০৭ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র নাট্যগোষ্ঠী T.O.B.A. দলের কথা অনেকের আর স্মরণে নেই। 'Medicine

Show'-এর ব্লুজ গায়কদের বিষয় নিয়ে কেউ এখন আলোচনা করে না। দোষ ব্লুজ-গানের নয়, ব্লুজ-শিল্পীদেরও নয়। এসবের ইতিহাস তখন কেউ লিখে রাখেনি, সাহিত্যরথীরা ব্লুজ নিয়ে মাথাও ঘামায়নি। কালের গতিতে আদি ব্লুজ-গানের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা লুপ্ত হয়েছে। তবে সম্পূর্ণভাবে নয়—আধুনিক কটন মিলের গা ঘেঁষে যন্ত্রচালিত কোনো 'পিকার' চালককে এখনো আদি ব্লুজ-গান গাইতে শোনা গেলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

Stanley Edgar Hyman বলেছেন, 'High Western culture and Negro folk tradition thus do not appear to pull the writer in opposite directions, but to say the same thing in their different vocabularies to come together and re-inforce insight with insight'। Hyman-এর কথাটি মেনে নিলে আর কোনো বিতর্ক বা সংশয় থাকে না। শুধু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অন্তরের দৃষ্টি শক্তিকে জোরালো করে নিলেই আদি ব্লুজ-গানের স্বরূপটি চেনা যাবে।

ব্লুজ-সংগীতে স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর প্রভাব কতটুকু সে-কথা প্রসঙ্গে Rudi Blesh বলেছেন যে ব্লুজগুলি স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর সংগে সম্পর্কযুক্ত, কারণ উভয় সংগীত একই সুর ও ছন্দে গাওয়া হয়। Tom Sergant মনে করেন স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর করুণ সুরটি ব্লুজ-সংগীতে ধ্বনিত হয়েছে। এবং সে-কারণে অনেক স্পিরিচুয়েলস ব্লুজ-এর সমজাতীয়।

Sometimes I feel like a moanin' dove (×2)
Wring my han's (hands) an' cry, cry, cry (×2)

এই গানটিকে স্পিরিচুয়েল্‌স্‌ এবং ব্লুজ দুই-ই বলা যায়। সুতরাং এ-ধরণের ব্লুজের নাম রাখা হয়েছে 'ব্লু-স্পিরিচুয়েল'।

Sometimes I feel like a motherless child, (×3)
A long ways from home,
A long ways from home.

Sometimes I feel like I'm almost gone, (×3)
A long ways from home,
A long ways from home.

Sometimes I feel like a feather in the air, (×3)
And I spread my wings and I fly,
I spread my wings and I fly.

এই গানটিকে শুধু ব্লুজ বলতে অনেকের আপত্তি আছে। সেজন্য একে 'স্পিরিচুয়েল্-ব্লুজ' বলা হয়েছে।

Rev. Gary Davis তাঁর 'The Holy Blues' (1970) বই-এ আশিখানা ব্লুজ সংগ্রহ করে দেখেছেন যে সেগুলির মধ্যে ষোলোখানা গানই সর্বতোভাবে স্পিরিচুয়েল্স্। W. C. Handy-র উক্তি উদ্ধৃত করে Garland বলেছেন, "Blues take the pathetic melody of the spirituals'।

হয়ত ব্লুজ-এর সুরগুলি খুব করুণ ও হতাশাব্যঞ্জক বলে প্রখ্যাত নিগ্রো গায়িকা Mahalia Jackson-এর মনে কোনো আশার আলো জ্বালাতে পারেনি। সে-কারণে তিনি জীবনে ব্লুজ গাইতে চাননি। তাঁর মতে ব্লুজ-সংগীতে পবিত্রতারও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ-গানে দুঃখ আছে অনেক, কিন্তু সান্ত্বনার কিছু নেই। অবশ্যই এগুলি তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত। কিন্তু Bessie Smith এই গান গেয়েই সংগীতজগতের সম্রাজ্ঞী হয়েছেন, একথাও স্মর্তব্য।

Paul Oliver-এর 'Blues Fell This Morning' বই-এ Richard Wright তাঁর ভূমিকাবাক্যে বলেছেন, 'Yet the most astonishing aspect of the blues is that, though replete with a sense of defeat and downheartedness, they are not intrinsically pessimistic...No matter how repressive was the American environment, the Negro never lost faith in or doubted his deeply endemic capacity to live. All blues are a lusty lyrical realism charged with taut sensibility'। অতএব ব্লুজ-সংগীত কেবলমাত্র হতাশার করুণ-ক্রন্দনই নয়, এতে প্রত্যাশার খাঁটি সুরটি শোনা যায়।

কেউ বলেছেন, স্পিরিচুয়েল্স্ নিগ্রো-সমাজজীবনের সংগীত বলে সেগুলিকে লোকগীতি বলা যায় কিন্তু ব্লুজ যেহেতু ব্যক্তিজীবনের হতাশার কথাই শুধু বলে সে-কারণে একে লোকগীতি বলা যায় না। Dr. John Lovell-এর ভাষায় একথার উত্তরে বলা যায়, 'This is very dubious distinction. Both are obviously folksongs, such a distinction

can never stand'। অনেক সাক্ষী-প্রমাণ হাতে নিয়ে তিনি বলেছেন, 'On the preponderance of the evidence, the blues are a child of the spiritual'। ব্লুজগুলি নিঃসন্দেহে স্পিরিচুয়েলস্-এর অন্তরপ্রাণ থেকে উৎসারিত হয়েছে এবং এগুলি অবশ্যই লোকসংগীতের অন্তর্ভুক্ত।

'Blues take the pathetic melody of spirituals', এ-কথার প্রসঙ্গে বলতে হয় স্পিরিচুয়েল্স্-এ জীবনের যে কথাগুলি বলা সম্ভব হয়নি সে-কথার সুরগুলি বহিঃপ্রকাশের তাগিদে কবিমনকে পীড়িত করেছে বারবার। সে-কথা প্রেম-ঘৃণার কথা, বিরহ-মিলনের কথা, চাওয়া-পাওয়ার হিসাবের কথা। ধর্মজীবনে আশা-প্রত্যাশার কাছাকাছি মর্তজীবনের যে কামনা-বাসনাগুলি রয়েছে, ক্রীতদাসজীবনে যেগুলি কোনো পূর্ণতা লাভ করেনি, সেই হৃদয়বৃত্তির করুণ আর্তি কবিচিত্তকে ব্যাকুল করে তুলেছে। কবি তখন তার মনের দুয়ার খুলে ধরেছে। সেই স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসের তরঙ্গে জন্ম নিয়েছে এক-একটি নীলপদ্মের মত ব্লুজ-সংগীত। একই কবির প্রাণের নির্ঝর থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে দুটি ধারায় বয়ে চলেছে, স্পিরিচুয়েলস্ এবং ব্লুজ। কবি গেয়েছে, ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলেছে :

'I've got the worried blues, Lord,
I've got the worried blues,
I've got the worried blues, oh, oh, Lord,
I've got the worried blues,
I'm going where I never been before'.

ঝঞ্ঝাপীড়িত অকূল সমুদ্রে জীবনের ছোট্ট নৌকাখানি ভাসিয়ে দিয়ে কবি শংকিত। সে জানে না আগামীকাল তার কী হবে, কোথায় পৌঁছাবে সে। প্রশ্ন আছে, ভয়-ভাবনা আছে, কিন্তু তবু তার জীবনের নাও-খানি সে না ভাসিয়ে পারেনি :

'My mind is lak (like) a row-boat
Out on de stormy sea,
It's wid (with) me right now,
In de mawnin' (morning) where will it be ?'

কোনো পূর্ব ধারণা নিয়ে এ-সংগীতের রূপ বিচার করলে ভুল করা হবে। এই সংগীতের প্রকারভেদ যেমন আছে বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতাও তেমনি আছে। সুখ-দুঃখের প্রতি উদাসীনতা আছে, আত্মপরতাও আছে। এ-গানের ভাষা ও সুরের আনাগোনা হৃদয় থেকে হৃদয়ে। ব্লুজ-সংগীত নিগ্রো জীবন-ইতিহাসের

অতি মূল্যবান দলিল। সুতরাং এ সংগীতের ক্ষুদ্রখণ্ড কয়েকটা গান ধরে বিচার করলে সমগ্রের চিত্ররূপ বোঝা যাবে না। অনেক ভুল বোঝানো হয়েছে এই গানের কদর্থ করে। কিন্তু সেদিন আর নেই। অনেকের ধারণা, ব্লুজগান দয়িতের বিরহে প্রেমপীড়িতা দয়িতার বিলাপ-ক্রন্দন ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে-গীতিকা লোকসংগীতের সমাজে স্বীকৃত, সেই সংগীত সম্বন্ধে এরূপ অসম্পূর্ণ ধারণা পোষণ করা অনুচিত। লোকসংগীতের বিশেষ গুণসম্পদগুলি এই সংগীতমালার অংগে-অংগে জড়ানো রয়েছে।

শত দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করেও নিগ্রোজাতির কৌতুকরসবোধের কোনো অভাব ঘটেনি। যেমন:

'I wish I was a cat-fish
Swiming in de sea,
I'd have you good womans,
Fishin' after me.'

আফ্রিকার লোককথাও ওরা এই গানের ভাষায় ধরে রেখেছে:

'When de hog makes a bed
Yuh (you) know, de storm is due,
When a screech-owl holler,
Means bad luck to you.'

প্রবাদবাক্য বা চলিত নীতিকথার দৃষ্টান্ত:

'When I had money, had friends fo' miles aroun'
Now ain't got no money, friends cannot be foun.'

অথবা

'When you love a man, he treats you lak (like) a dog,
But when you don't love him, he'll hop aroun' you
lak (like) a frog.'

ব্লুজ-গানের বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে যেমন, Chain-gang blues, Prison House blues, Ball and Chain blues, Hard Luck blues ইত্যাদি:

'Sittin' in de jail house, face turned to de wall,
Red-headed woman was de cause of it all.'

আরেকটি

'When I went to de station, bad luck waitin' there too,
When dey (they) needs mo' (more) money, dey take out
a warrant fo' (for) you.'

খেয়ালী প্রকৃতি এই জাতির ভাগ্য নিয়ে কেমনভাবে খেলা করে সেটিও কবির ভাষায় ধরা পড়েছে। এরও বিভিন্ন নাম আছে : St. Louis Cyclone Blues, St. Louis Tornado Blues, Mississippi Flood Song, Black Water Blues :

'The wind was howlin', buildin's begin to fall,
I see dat mean o' twister comin' jes lak a cannon ball.'

*   *   *

'It thundered an' lightened an' de wind begin to blow,
Thousan's of people ain't got no place to go.'

*   *   *

'All the world seemed so happy and gay,
The waters rose quickly above us
And it swept my beloved ones away-ay-ay-ay.'

দূর-অজানা দেশের গান গাইতে গাইতে প্রেমিক-প্রেমিকা পথে নেমেছে। ওরা যাবে সেই অজানা দেশে। এই ব্যাপারে ট্রেন ওদের সাহায্য করবে, ট্রেন ওদের বন্ধু। ট্রেনের উপমাটি নিগ্রোগানে যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে :

'T is fo' Texas, an' T's fo' Tennessee,
And T is fo' dat train dat took you 'way from me.'

*   *   *

'Did you evah (ever) ride on de Mobile Central line ?
It's de road to ride to ease yo' (your) troublin' mind'.

উপেক্ষিত নায়ক বিচ্ছেদের জ্বালা সইতে পারে না। ক্লান্ত, ব্যথিত মন নিয়ে নির্জনে বসে সে ভাবে। তার অন্তরবেদনা কবিমনকেও ভাবিয়ে তোলে :

'Ef (If) you don't want me, baby, ain't got to carry no stall,
I can git (get) mo' (more) women than a passenger train can haul'.

*   *   *

'Love is like a faucet, you can turn it off or on,
But when you think you've got it, it's done turned off and gone.'

*   *   *

'My gal's got teeth lak (like) a lighthouse on the sea,
Every time she smiles she throws a light on me.'

* * *

'I got de worl' (world) in a jug, de stopper in my hand.'

* * *

'The gal (girl) I love is choklit (chocolate) to de bone.'

W. C. Handy, যিনি 'The Father of the Blues' নামে সংগীতজগতে পরিচিত, তাঁর রচিত একটি বিখ্যাত Saint Louis Blues-এর কয়েকটি লাইন :

'I hate to see de ev'ning sun go down,
Hate to see de ev'ning sun go down,'
'Cause ma baby he done lef' dis town.
Feelin' tomorrow lak (like) ah (I) feel today
Feel tomorrow lak ah feel today
I'll pack my trunk make my git (get) away.
De man I love would not gone no-where
Got de St. Louis Blues jes (just) blue as Ah (I) can be.
Dat man got a heart lak a rock cast in de sea.
Or else he wouldn't gone so far from me.'

নিগ্রোদের হাস্যরসাত্মক ব্লুজ-এর আরেকটি নমুনা। এর অতিশয়-উক্তিটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

'Want to lay my head on de railroad line,
Let de train come along and pacify my mind'.

কয়েকটি বেদনামধুর সংগীত :

'I never loved but three men in my life :
My father an' my brother an' de man what wrecked
my life.'

* * *

'I'm goin' to de pawnshop to hock my weddin' ring ;
My man done quit me so I don't need dat thing.'

* * *

'I'm a stranger here just blowed in your town (×2)
Just because I'm a stranger everybody want to dog
me round.'

* * *

'Baby when I'm happy, my friends are happy too (×2)
Now I've fell in bad luck, mama what am I going to do ?'

* * *

'I'm a po' (poor) boy, I'm a long way from home (×2)
I'm a po' boy, ain't got nowhere to roam'.

নিঃস্ব-রিক্ত জাতির হা-হুতাশ, বঞ্চিতের দীর্ঘশ্বাস কবির অন্তরকে ব্যথিত করে। মূক বেদনাগুলি কবির গানে ভাষা পায়। এগুলি Slave Secular অথবা Aphorism পর্যায়ভুক্ত। যেমন ঃ

'Naught's a naught, figger's a figger,
All fo' (for) de whiteman, an' none fo' de nigger.'

* * *

'Went down to the rocks to hide my face,
The rocks cried out, no hiding place'.

* * *

'I don't know what my mother wants to stay here fuh (for),
Dis ole (old) worl' (world) ain't been no frien' (friend) to huh (her).'

* * *

'My mammy tole (told) me, my pappy tole me too,
Everybody grin in yo' (your) face, son, ain't no friend to you.'

ক্রীতদাসরা জীবন পণ করে খাটে, চাবুক মেরে ওদের আরো খাটানো হয়। মালিকেরা লাভের পয়সা গুনে নেয়, কিন্তু ওদের ন্যায্য পাওনা ঠিকমতো দেয় না। ভাঙ্গা-চোরা জীবনের ভাবনা আরো বেড়ে যায়। তাই প্রভুর প্রার্থনাটি (Lord's Prayer) ঠিকমতো উচ্চারণ করতে চাইলেও ওরা পারেনা। ভুল হয়ে যায়, ওর ন্যায্য প্রাপ্য কড়ির কথা সে তখনো ভাবে ঃ

'Our father, who art in heaven,
Whiteman owe me 'leven (eleven), and pay me seven.
Thy kingdom come, Thy will be done,
And ef (if) I hadn't tuck (take) that, I wouldn't a-got none.'

আরেকটি গান শ্রোতাদের মনের গভীরে গিয়ে সেখানে গুমরে গুমরে কাঁদে; এই Ballad-ধর্মী গানটি যে শোনে সেও কাঁদে :

'Hangman, hangman, slack on the line,
Slack on the line a little while;
For I think I see my brother coming
With money to pay my fine.'

ক্রীতদাসের জরিমানা হয়, অনাদায়ে ফাঁসি হয়। জরিমানার কয়েকটা টাকা দেবার সংগতি না থাকলেও সে মরতে চায় না। বাঁচতে চায়, ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়েও সে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। জল্লাদকে অনুরোধ করে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো, ঐ কিছুক্ষণ আমি বাঁচি। 'For I think I see my brother coming'! দৃষ্টি এখানে এসে যেন স্থির হয়ে যায়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই হতভাগ্যের ছবি। ফাঁসির দড়ি গলায় লাগিয়ে বলছে, 'For I think, I see…'। তার ভাই জরিমানার টাকা নিয়ে সত্যি এসেছিল কিনা আমরা জানি না।

মরুভূমির দীর্ঘ-তপ্ত-শ্বাসের মাঝে মরু-মায়ার ছলনার জন্য কিনা জানিনা, ওদের বুকের কান্না আরো শুনি :

'Mule die—buy another,
Negro die—hire another.'

অথবা

'Negroes :
Last to be hired
First to be fired.'

'So, the story of the blues is the story of the humble, obscure, unassuming men and women and it is the story of some whose names became household words—in Negro households, that is'—বলেছেন Paul Oliver।

ব্লুজ-সংগীত সম্বন্ধে বেশী কিছু বলার প্রয়োজন হয় না। শুধু এইটুকু বললেই হয় যে লোকমনের সব কথাগুলি যেন ব্লুজ-কবিরা বলে ফেলেছে। এ-গানে কোনো কৃত্রিমতা নেই, রূপসজ্জা নেই, শুধু সুর আছে, ছন্দ আছে, পূর্ণতা আছে। নিগ্রোরা ক্রীতদাস হতে পারে, তবু ওদের আশা, আকাংখা, ভালবাসা, স-ব আছে। অন্তরের মাধুরী মিশিয়ে যে-গান ওরা রচনা

করেছে, সেই গান শুনে আমরা নিগ্রোদের চিনে নিই। যেন গানে-গানেই পরিচয়ের পালা।

Sterling A. Brown-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়, 'With their imagination they combine two great loves, the love of words and the love of life—poetry results. These Blues belong, with all their distinctive differences, to the best of folk literature. And to some lovers of poetry this is not at all a negligible best'.

যারা বর্ণবিদ্বেষী, যারা নিগ্রোদের শুধু ক্রীতদাস বলেই জেনেছে, যাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে, 'the blues has no significance at all', তারা প্রকৃতপক্ষে একটা সহজসত্যকে স্বীকার করে নিতে পারেনি। কিন্তু সংগীতজগতের দ্বিধাহীন স্বীকৃতি হলো, 'Blues is music and blues is song; blues singers are people. Blues is not text and blues singers are not pictures'। ব্লুজ-বিশেষজ্ঞ Paul Oliver-এর এই উক্তিটি ব্লুজ গানের সম্যক পরিচায়ক। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

॥ নিগ্রো গস্‌পেল্‌-সঙ (GOSPEL SONG) ॥

নিগ্রো স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর পর নিগ্রোদের গস্‌পেল্‌ সঙ-এর কথা আপনিই এসে যায়। গস্‌পেল্‌ সঙ-এর ভাবানুবাদ যা-ই করা হোক না কেন 'গস্‌পেল্‌' শব্দটির নাম-মাহাত্ম্য আছে—বিশেষ করে খ্রীষ্টীয়ানদের কাছে। কেউ একে "ভগবৎ সংগীত" বলেছেন। তাও হতে পারে। কিন্তু এ কেবল ধর্মসংগীতের নামান্তর। কারণ উভয় সংগীতেই একই ঈশ্বর, একই খ্রীষ্টের উদ্দেশে নিবেদিত অর্ঘ্য। একই বিশ্বাস, একই প্রত্যাশার সুর ধ্বনিত হয়েছে একই জাতির অন্তস্তল থেকে। উভয় সংগীতের সুরে জীবন্মুক্তির উজ্জ্বল কামনা যেন ঝরে পড়েছে। প্রেমময় ঈশ্বরই জাতির একমাত্র শান্তি ও সান্ত্বনা, আশ্রয় ও মুক্তি। গসপেল সঙ-কে স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর আধুনিক রূপও বলা যায়। Gerald Haslam-এর কথায়, 'the spiritual has a modern counterpart in the gospel song'।

Dr. John Lovell, তাঁর 'Black Song—The Forge and the Flame' বই-এ বলেছেন, 'What is called gospel music is hardly anything more than an effort to give the spiritual a modernity in form, content, and beat'। স্পিরিচুয়েল এবং গসপেল সঙ-এর রূপ বিচার করতে গিয়ে Lovell আরো বলেছেন, 'Whereas the spiritual was created and disseminated by the folk, the gospel hymn is written by well-known individuals and swept into the religious community on a tide of evangelical fervor'। নিগ্রো সমাজজীবনের অগ্রগতির সংগে স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এর সার্থক রূপান্তর ঘটেছে গসপেল সঙ-এ।

১৯৩০ থেকে এই সংগীতের জন্মকাল নির্দিষ্ট করা হলেও Henry Pleasants বলেছেন, এই সংগীত আরো প্রাচীনকালের। 'The Great American Popular Singers' বই-এ তিনি লিখেছেন, 'Gospel music

as a distinctive style, dates only from the 1930s, but it goes back to the spirituals, and beyond them, to the 18th century, revivalist hymns of the white settlers'। তিনি আরো বলেছেন, শ্বেতাঙ্গ-ধর্মসংগীতেরই এ যেন এক ভিন্ন রূপ-করণ। প্রমাণ স্বরূপ তিনি আঠারো শতকে Rev. Dr. Isaac Watts-রচিত 'Amazing Grace' গানটির কথা উল্লেখ করেছেন। নিগ্রো ও শ্বেতাংগ সকলেই এই গান ভক্তিভরে গেয়েছে। শ্বেতাংগ ধর্মযাজকের এই গান নিগ্রো গস্‌পেল্ সংগীতের অন্তর্ভুক্ত এবং এর জনপ্রিয়তা আজো অক্ষুণ্ণ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কালে শ্বেতাংগদের ধর্মসংগীতগুলি নিগ্রো গীতিকারদের মূল উপকরণ ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। তবে সেই সংগে এও বলতে হয়, নিগ্রোকবিরা যা রচনা করেছিল তা নিগ্রোদের নিজস্ব, তাতে শ্বেতাংগদের কোন অবদান ছিল না। আর ধর্মসংগীতের উপকরণ যা, তা বাইবেলেরই বিষয়বস্তু। একে কোন জাতির নিজস্ব সম্পদ বলা চলে না। Heilbut-এর ভাষায় বলতে হয়, 'The blacks combine the revival hymns of 18th century England with an African song style to create our greatest national music'। এই গানের রচনা শ্বেতাংগদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, সে সৃজনীপ্রতিভা তাদের ছিল না। Henry Pleasants-ও একই কথা বলেছেন, 'Consistent with the pattern of an increasing dominance of African over European elements, gospel music is blacker than the spirituals'। এই কারণে স্পিরিচুয়েল্‌স্-কে যদি নিগ্রোদের নিজস্ব সম্পদ বলা হয় তবে গস্‌পেল্ সংগীত ওদের আরো একান্ত নিজস্ব।

James Weldon Johnson তাঁর বিখ্যাত 'O Black and Unknown Bards' কবিতায় নিগ্রো গীতিকারদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন,

'How, in your darkness, did you come to know
The power and beauty of the minstrel's lyre ?'

সত্যই নিগ্রোকবিদের সৃষ্টির প্রতিভা অসাধারণ। James Weldon Johnson প্রথম দিকে স্পিরিচুয়েল্‌স্ রচনা করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে গস্‌পেল্ সঙ রচনার দিকে ঝুঁকে পড়েন। এই সংগীত রচনার আকর্ষণকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। 'The Book of Negro Folklore' বই-এ Arna Bontemps বলেছেন, 'Interestingly too, the folk expression of this kind continues. "The Black and Unknown

Bards" eulogized by James Weldon Johnson, as creators of the spirituals, has now come out as the composer of gospel songs such as those sung by Mahalia Jackson but their intimate links with the folk, personal as well as musical, remain in tact'।

এ-সব কথার সূত্র ধরে বলা যায়, বিখ্যাত বিখ্যাত কবিদের রচনা হলেও এ-গান কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের গান নয়। স্পিরিচুয়েল্স্-এর মতো একেও সার্বজনীন ও জাতীয় সম্পদ বলতে হয়। কারণ এ-সংগীত কোনো ব্যক্তিজীবনের কথা বলে না। সমগ্র বিশ্বাসীজীবনের আশা-আকাংখা এই সংগীতের ভাষায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। এই সংগীতের তাই আজ বিশ্বজোড়া খ্যাতি। Jan Harold Brunvand বলেন, 'The liveliest folk religious songs such as "That old time religion", anticipate the "gospel songs" that are still commercial country music favorites on phonograph records and on the radio'।

এই গান গেয়েই Mahalia Jackson বিশ্বসংগীতের দরবারে 'Gospel Queen' হয়েছেন, James Cleveland 'The Crown Prince of Gospel' নামে পরিচয় লাভ করেছেন। Sallie Martin, Aretha Franklin, Clara Hudmon, Queen C, Anderson প্রভৃতি আরো অনেকে আছেন যাঁরা এই গান গেয়ে প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। Mahalia Jackson নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন, 'Gospel songs are the songs of hope. When you sing gospel you have a feeling there's a cure for what's wrong'।

জার্মানীর Rochus Hagen একটি প্রবন্ধ লেখেন, 'Negro Spirituals in Kirchenchor' (Negro Spirituals in the church choir)। ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সংখ্যার 'Musik und Kirche'-তে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, '...Most American black gospel songs supplanted spirituals. The gospel song, though is far inferior to the spiritual, it is bombastic and shallow, it reveals no clear line of thought, it deals entirely with a chain of inconsequential subjective emotion'। Rochus Hagen সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানিনা। এইটুকু শুধু তাঁর কথায় জানতে পারি যে নিগ্রোদের স্পিরিচুয়েল্ বা গস্পেল্ সঙ

সম্বন্ধে বিশদভাবে তিনি বিশেষ কিছু জানেন না। কারণ স্পিরিচুয়েল্‌স-এর পাশাপাশি গস্‌পেল্‌ সত্ত্ব আজো আপন গুণসম্পদ নিয়ে বেঁচে আছে, সেগুলি আস্তাকুঁড়ে পড়ে নেই। উপরন্তু, স্পিরিচুয়েল্‌স্‌ আমেরিকান লোক-সংগীতের পরম সমাদরের সামগ্রী। Henry Edward Krehbiel-এর মতো পণ্ডিতব্যক্তি স্পিরিচুয়েল্‌-এর নামকরণ করেছেন, 'Afro-American Music'। আবার গস্‌পেল্‌ সংগীতের ভাষার কথা বলতে গেলে Dr. Martin Luther King-এর অন্ত্যেষ্টিকালে Mahalia Jackson যে গানটি গেয়েছিলেন তার কথা উল্লেখ করতে হয়। এতে নিগ্রোমনের উৎকর্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। গানটির দুটি লাইন ঃ

'Precious Lord, take my hand,
Lead me on, let me stand'…ইত্যাদি।

গানটির রচয়িতা স্বনামধন্য Rev. Thomas A. Dorsey। এ-গানের ভাষা যদি 'bombastic' বা 'shallow' হয় তবে বলার কিছু থাকে না। এই সংগীতকে হাল্‌কা বা নীচু মানের কখনোই বলা যায় না। ব্যক্তিবিশেষের অসংগত ভাবাবেগের কোনো কথাও এতে পাওয়া যায় না। বরং বলতে হয় স্পিরিচুয়েল্‌গুলি অশিক্ষিত প্রাচীনদের সরল বিশ্বাসের অভিব্যক্তি। ক্রীতদাস জীবনের অন্তরভাবনাগুলি অতি সংক্ষেপে ধরে রাখা হয়েছে এই সংগীতে। অলংকৃত বাক্‌বিন্যাসের কোনো ছড়াছড়ি এতে নেই। আছে শুধু একটি বা দু'টি লাইনের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার, আপাতদৃষ্টিতে যা অর্থহীন বা অসংগত বলেই মনে হয়। নিগ্রোদের বিক্রীত জীবনের কারণে সব কথা স্পষ্ট করে বলা হয়তো সম্ভব হয়নি। উপযুক্ত শব্দসম্ভারের অভাবও এর কারণ হতে পারে। যাই হোক, যা বলার ছিল তা প্রচ্ছন্ন রয়ে গেলেও অন্যভাবে তা বলা হয়েছে। একই কথার পুনরুক্তি যেন না-বলা কথারই অন্তর্ধ্বনি।

প্রাচীনকালে গস্‌পেল্‌ সংগীত সাধারণতঃ তেমন গাওয়া হতো না। সে-কারণে এর পরিচয় এতকাল অজ্ঞাত ছিল। ১৯৩০-এর পর থেকেই এই সংগীত বিশ্বসভায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কবিমনের গভীর আত্মোপলব্ধির অনেক কথা এই গানে বলা হয়েছে। জীবনের ঐকান্তিক প্রার্থনার সুর এই সংগীতের সুরের সংগে নিবদ্ধ। ঈশ্বরের দয়া, ক্ষমা, শান্তি এই সংগীতের আকুতি। নিগ্রোপ্রাণ যেন স্বর্গীয় সুষমায় পরিপূর্ণ, পরমকারুণিক ঈশ্বরের আশীর্বাদে সঞ্জীবিত। তাই গস্‌পেল্‌ সংগীত এতো

গতিময়, এতো জীবন্ত। আমেরিকান সংগীত-সাহিত্য ভাণ্ডারে আজ যা আছে, তা নিগ্রো গীতিকারদের রচনার আশ্রয়েই পুষ্টিলাভ করেছে। একথা মার্কিনীরা অতি সহজেই স্বীকার করেছে। প্রাচীনকালের অনাদরই বুঝি বর্তমানকালের এতো সমাদরের কারণ।

গসপেল সংগীত ভাববৈচিত্র্যে, রচনাবৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল, আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি। এ যেন মুক্ত প্রাণের স্বচ্ছন্দ গতিবিহার, অনন্ত জীবনের পথে বিশ্বাসীর প্রাণপণ অভিসার। নিগ্রো অন্তরমাধুরী এখানে বহির্মুখী, জাতির জীবন-মন-প্রাণ বাঁধভাঙ্গা বন্যার মত ছুটে চলেছে ঈশ্বরের সংগে মিলনের প্রত্যাশা নিয়ে।

এই গান গাওয়ার রীতিনীতি সম্বন্ধে 'Gospel Queen' Mahalia Jackson তাঁর জীবনী 'Movin' On Up' বই-এ লিখেছেন, 'These people had no choir or no organ. They used the drum, the cymbal, the tambourine and the steel traingle. Everybody in there sang, and they clapped and stamped their feet, and sang with their whole bodies. They had a beat, a rhythm we held on to from slavery days, and their music was so strong and expressive. It used to bring tears to my eyes....The Lord don't like us to act dead. If you feel, tap your feet a little—dance to the glory of the Lord'।

গস্‌পেল্‌ সংগীতের এত জনপ্রিয়তার কারণ হলো এর সুর ও ছন্দ। ফিলাডেল্‌ফিয়া-র মেথোডিস্ট চার্চের যাজক Rev. Charles A. Tindley এই সুর ও ছন্দের প্রবর্তন করেন। ১৯০১-১৯০৬-এর মধ্যে তিনি এই সংগীত রচনা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত দু'টি গান : 'Stand By Me' ও 'Nothing between'। Dr. John Lovell বলেছেন, 'He made no secret of his having leaned heavily on the Afro-American Spirituals'। Arna Bontemps এই গানের অগ্রগতির কথা বলতে গিয়ে Georgia Tom-এর নাম উল্লেখ করেছেন। 'Georgia Tom had "blues" in his mind as well as in his feet and his hands', তাই নাকি তাঁর 'ব্লুস' ছন্দের প্রভাব এসে গিয়েছে 'গস্‌পেল্‌ সঙ'-এ। এই Tom-এর সময়কাল ১৯২৫ সাল।

এর পাঁচ-ছ' বছর পর অর্থাৎ ১৯৩০-এর কথা। দেখা যায় দক্ষিণ মার্কিন-মুলুকে ব্যাপ্‌টিস্ট চার্চগুলিতে গস্‌পেল্‌ সংগীতের উত্তাল বন্যা বয়ে

চলেছে। অভূতপূর্ব ভাবাবেগে নতুন নতুন গান গাইছে সবাই। সকলেই সুরের ছন্দদোলায় দুলছে, বিভোর হয়ে গান গাইছে। তাদের সে কী উচ্ছল প্রাণময়তা। এ-সব সংগীত রচনায় নিগ্রো Rev. Thomas A. Dorsey-র বাহাদুরী ষোলআনা। এ সম্বন্ধে Arna Bontemps বলেছেন, '...the shouting Baptists were swaying and jumping as never before. Mighty rhythms rocked the churches. A wave of fresh rapture came over the people'।

Dr. John Lovell-এর কথায়, 'Bontemps and Work (Frederick J. Work) agree that the chief force in the development of gospel music was Thomas A. Dorsey. According to Bontemps, Dorsey has added tabernacle song material and blues touches to the spiritual. Dorsey unabashedly names Rev. Tindley as the originator of the gospel style'। Dorsey ছাড়াও Kenneth Morris, "One Day When I Was Lost in Gloom" এবং Roberta Martin, "Didn't It Rain" প্রভৃতি গান রচনা করে যশস্বী হয়েছেন। গস্‌:পল্‌ সংগীতের গুণ বিচার করে Lovell বলেছেন, 'It combines two elements that were foremost in the creation of the spiritual : intense religious devotion and reaction to realism'। 'Gospel Hymns of a Negro Church in Chicago' লিখতে গিয়ে Richard Alan Waterman মন্তব্য করেছেন, 'Many Africans came over to this side of the world and they did not forget their cultural background. This has been proved in other fields, time and time again'।

নিগ্রোদের 'cultural background' বা সাংস্কৃতিক পটভূমির কথা তুলে John F. Szwed ওদের গীতিপদ্ধতির একটি বর্ণনা দিয়েছেন। ১৮৯৫ সালে Mississippi-তে Church of God in Christ মণ্ডলীর লোকেরা এই গান গেয়েছিল। 'This group is noted for exuberant shouting songs (called "gospel" for they were said to be the "truth") always accompanied by instruments alien to the European religious tradition'। Szwed বলেছেন, ...'this gospel singing is strongly rhythmic and heavy with melisma (single syllable with more than one note)'। নিগ্রোদের ছন্দ, তাল বা মাত্রাজ্ঞান

সম্বন্ধে Work বলেছেন, 'Three or four hundred pairs of hands can produce an astounding rhythmic impact'।

এখন Thomas A. Dorsey-র কথায় আবার ফিরে আসতে হয়, কারণ গস্‌পেল্‌ সংগীতের আধুনিক রূপকরণের Dorsey হলেন 'chief force', যদিও Tindley তাঁর গুরু। অনেক উত্থান পতনের জীবন এই Dorsey-র। তাঁর প্রথম গান, 'Count the Days, I'm gone' দিনের আলো দেখতে পায়নি। এই সময় Dorsey-কে অপেক্ষা করতে হয়েছে দিনের পর দিন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর গান শোনাতে কিন্তু কেউ তা শোনেনি। অনেক অবহেলা তাঁকে সইতে হয়েছে। তাঁর স্ত্রী ধোলাইখানায় (laundry) কাজ করে টাকা ধার করে আনেন। Dorsey সেই টাকায় তাঁর গান ছাপান, খামে ভরে চারিদিকে পাঠান। তবু তাঁর গানের কপি কেউ কেনেনি। চার্চে গান শোনাতে গিয়েও তাঁর সে কী দুর্ভোগ! Arna Bontemps এর মুখে শুনুন, '...he made a start arranging with a preacher to introduce the number (গান) in a church service. He arrived as arranged, took his seat on the front row, and waited for his call. The preacher preached. The people sang and prayed. The collection was raised. Finally church was dismissed. Dorsey was still sitting on the front row, waiting to be called upon for his song'।

এই ঘটনা শুধু একদিনের আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনা নয়। Bontemps বলেছেন, 'The next Sunday he tried again. Then the next and the next'। না, তবু কেউ পাত্তা দেয়নি Dorsey-কে। অথচ কৈশোরে, '.. the funny-looking country kid was able to turn a Saturday Night Stomp upsidedown with his playing'। এক-রাতে দেড় ডলার রোজগার করেছেন Dorsey তখন। পরবর্তীকালে Brunswick Recording Company-র সাহায্যে হাজার হাজার ডলার রোজগার করেছেন মাত্র দু'মাসের মধ্যে। একটি মাত্র ব্লুজ গানে সুর দিয়ে প্রথম রয়েলটি পেয়েছিলেন ২৪০০'১৯ ডলার। গানটি ছিল, "It's tight like that"। কিন্তু তাঁর ব্যাংক ডুবে যায়, Dorsey নিঃস্ব হয়ে পড়েন।

Dorsey বুঝলেন, ব্লুজ তার জন্য নয়। ঈশ্বরের পরিকল্পনা অন্যরূপ। তাঁর মনকে শাসন করে Dorsey তখন লিখলেন:

"How many times did Jesus lift me,
How many times did my burdens bear?
How many times has he forgiven my sins?
And when I reach the pearly gates, He'll let me in."

Dorsey-র জীবনে তখন পরিবর্তন এসেছে। তাঁর সমস্ত সত্তাটুকু ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করতে চান তিনি। অন্তরের আকুতি জানালেন সর্ব মংগলের আকর ঈশ্বরের কাছে, 'Precious Lord, take my hand'। এছাড়া Dorsey-র অন্য কোনো উপায় নেই। সুদীর্ঘ ১৮ মাস অসুস্থ থাকার পর Dorsey বেঁচে উঠেছেন গস্পেল্ সংগীত রচনা করার জন্য। Dorsey বলেছেন, "...It was written after a day of bitter tragedy":

'Precious Lord, take my hand,
Lead me on, let me stand,
I am tired, I am weak, I am worn.

Through the storm, through the night
Lead me on to the light,
Take my hand, precious Lord,
Lead me Home.'

নিতান্ত অসহায় কান্না ঝরে পড়েছে গায়ককবির এই গানে। এই একটি গানে Dorsey বেঁচে আছেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন। এই গানের চিরত্ব সংগীত-জগতে আজ স্বীকৃত।

Dorsey-র গান এখানেই থেমে যায়নি। খ্রীষ্টভক্ত মণ্ডলী আজো তাদের প্রাণের আকুল আর্তি জানায় পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে Dorsey-র গান গেয়ে:

'Just hide me in thy bosom
Till the storm of life is over,
Rock me in the cradle of Thy love.

Just feed me, Jesus,
Till I want no more;
Then take me to that blessed Home above.'

অন্তরের কোন্ গভীর থেকে এ-সংগীত উচ্চারিত হয়েছে, ভক্তজনের পক্ষেই সে-কথা বলা সম্ভব। Dorsey-র জীবনে তখন অন্য কোনো চিন্তাভাবনা

নেই, জাগতিক কোনো কামনা নেই। তবু তিনি কালের বুকে চিরজয়ী হয়ে আছেন তাঁর সংগীতে। এরপর থেকে Dorsey-র রচনার ধারা আরো বিচিত্ররূপে প্রবাহিত হয়েছে। এই সংগীতমালার রূপকার শুধু তিনি একা নন, আরো একজন ছিলেন। তিনি ঈশ্বর। এবং তা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করে Dorsey গেয়েছেন:

'Make my journey brighter,
Make my burden lighter,
Help me to do good wherever I can.
Let Thy presence thrill me,
The Holy Spirit fill me,
Keep me in the hollow of Thy han' (hand).'

Roberta Martin রচিত 'Didn't It Rain'-এর প্রসঙ্গে Rudi Blesh জানিয়েছেন যে, New Port (Rhode Island)-এ Mahalia Jackson এই গানটি গেয়ে প্রচণ্ড বৃষ্টি থামিয়ে হাজার হাজার শ্রোতাদের তাঁর আরো গান শুনিয়েছিলেন। ১৯৬০ সালে "O Susanna"-র এই সংবাদটি ছাপা হয়েছিল। Mahalia গোটা আমেরিকায় গান শুনিয়েছেন Dorsey-র সংগে ঘুরে। Mahalia নিজের জীবনী লিখেছেন। এই বই-এর নাম 'Movin' On Up'। তাঁর রচিত একটি প্রিয় গানের নামও 'Move on up a little higher'। মৃত্যু থেকে জীবনের পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে এই গান গেয়ে। আরো অনেক বিশ্বাসী এই গান গেয়ে সেই জীবনের পথে আজো এগিয়ে চলেছে:

'One of these mornings,
One of these mornings
I'm gonna lay down my cross
And get my crown.

One of these evenings, Oh, Lord,
Late one evening, my Lord,
Late one evening I'm going home
To live on high.

Just as soon as my feet strike Zion,
Lay down my heavy burden,

Put on my robe in glory, Lord,
Sing, Lord, and tell my story,
Up over hills and mountains, Lord,
To the Christian fountain,
All of God's sons and daughters, Lord
Drinking that old healing water.

I'm gonna live on forever,
Yes, I'm gonna live on forever,
Yes, I'm gonna live up in glory after while,
I'm going out sightseeing in Beulah,
March all around God's altar,
Walk and never tire,
Fly, Lord, and never falter.
Move on up a little higher,
Meet old man Daniel.
Move on up a little higher,
Meet the Hebrew children.
Move on up a little higher,
Meet Paul and Silas.

Move on up a little higher,
Meet my friends and kindred.
Move on up a little higher,
Meet my loving mother.
Move on up a little higher,
Meet that Lily of the Valley,
Feast with the Rose of Sharon.

It will be always, Howdy ! Howdy !
It will be always, Howdy ! Howdy !
It will be always, Howdy ! Howdy !
And never Goodbye.'

একটি গানে চিন্তাকল্পনার এত সমারোহ, আশা-প্রত্যাশার এমন সুস্পষ্ট

ছবিটি অন্য কোথাও দেখা যায় না। ভাষার কারুকার্যে এ-এক অপূর্ব সংগীত-শিল্প রচনা করেছেন Mahalia। তবু এখানেই শেষ নয়। তিনি আরো গাইবেন, জীবনের অনেক কথা গানে গানে তাঁকে বলতে হবে। সেকথা খ্রীষ্ট প্রভুকে জানিয়ে রেখেছেন :

'Put on my robe in glory, Lord,
Sing, Lord, and tell my story'.

গস্‌পেল্‌ সঙ বস্তুতঃ নিগ্রোদের বিশ্বাসের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, তাদের ধর্মজীবনের প্রতিরূপ। Langston Hughes সগর্বে মন্তব্য করেছেন, 'Gospel singers do not rehearse songs. They listen and absorb, then they improvise. There is certainly no doubt the gospel singing has expanded into innumerable methods and styles since the start of the 1960s'। বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এই গান শিখবার প্রয়োজন হয় না ওদের। একবার শোনামাত্র শিখে নেয়। আরো বিভিন্ন ধরণের গান রচনা করে। এই গানে যন্ত্রণার কোনো সুর নেই, আছে শুধু মুক্তির অন্তহীন কামনা। Edna Gallmon Cooke গেয়েছেন :

'Houses and lands I may not ever own,
Oh, this world's riches I've never known.
I'll just keep on working for a Home in Glory.
They tell me, it was built by my God's own hand'.

* * *

'Lord, build me a cabin
Somewhere in a corner up in Glory Land'.

D. Love-এর '99½ Won't Do' গানটি রচনাবৈচিত্র্যে ও ভাব-বৈশিষ্ট্যে অতুলনীয় বলেই মনে হয়। কবি খ্রীষ্টীয় জীবন সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। কোনো অবহেলাকে বা ত্রুটি-বিচ্যুতিকে প্রশ্রয় দিতে সে একেবারে নারাজ। ৯৯½ চলবে না, পুরো ১০০ হওয়া চাই-ই। সামান্যতম অপূর্ণতাকে পূর্ণ করতেই হবে। কয়েকটি লাইনের নমুনা যেমন :

'I'm runnin', tryin'
To make a hundred,
'Cause 99½ won't do.
It's a rugged uphill journey,
But I've got to make a hundred,
'Cause 99½ won't do.

John, the Baptist, was chosen of Christ,
They cut off his head when they took his life.
But when old death came around
with his head misplaced,
John looked at him and smiled
because his hundred was made.

It won't do ! No, it won't do !
99, no it won't do !
It's like this—70 won't make it.
80—God won't take it. 90, that is close,
99½ is almost—But get your 100 !
99½ won't do ! I said, it won't do !
No, it won't do ! 99½ won't do !'

J. A. D. McDonald রচিত একটি অতি পরিচিত গান 'Who is He in yonder stall' (গোয়াল ঘরে উনি কে, শুয়ে যাবপাত্রেতে)। এই গানটির সংগে Clara Ward-এর বিখ্যাত গান 'I know it was the Lord'-এর তুলনা করা চলে। তবে Clara Ward-এর গানটির রচনা আরো উচ্চমানের মনে হয় ঃ

'Who found me when I was lost
Who helped me to bear my heavy cross ?
Who fixed me up, turned me 'round,
Left my feet on solid ground ?
I know it was Jesus !
I know it was the Lord !

Who did you think it was in the lion's den
When Daniel was put there by evil men ?
Who put the lock on the lion's jaws,
And rescued Daniel from the terrible claws ?
I know it was Jesus !
I know it was the Lord !

Tell me who do you think stopped Ezekiel's wheel
That kept on turning in the middle of the wheel ?

Who fought with Joshua at Jericho ?
Don't you know it was Jesus !
He'll reign for ever more.

Who do you think gave sight to the blind ?
Made the lame ones to walk
And dead men rise ?
Who took the fishes and the loaves of bread
And made 500 so all could be fed ?
Oh, Jesus, Oh Lord, Jesus ! My Lord !
I know it was Jesus !
I know it was the Lord !'

কবির ভাষা ভাবের তরঙ্গে যেন উপচে পড়েছে। চিরন্তন প্রথা মতো নতুন নিয়মের ধরাবাঁধা কয়েকটি চিত্রকাহিনীর মধ্যে কবির মন আবদ্ধ হয়ে পড়েনি। তাই সিংহের মুখ থেকে দানিয়েলের উদ্ধারের কথা, যিহিষ্কেলের রথ ও চক্রের মধ্যে চক্রের কথা, যিরীহো-তে যিহোশূয়ের জয়লাভের কথা কবির মনে পড়েছে। সর্বত্রই সে দেখেছে '...it was Jesus'। কবির দৃঢ় প্রত্যয়ের অভিব্যক্তি আমরা শুনি ঃ 'I know it was the Lord !' সত্যিতো, খ্রীষ্টের কথা নতুন নিয়মের কয়েকটি পাতায় শুধু ধরা নাই, পুরাতন নিয়মের প্রতিটি ঘটনার মধ্যে আমরা তাঁর দেখা পাই। এই গীতিকারের অন্তর-অনুভূতি ও উপলব্ধি কতো গভীর ! আদ্যন্তকালের খ্রীষ্টকে কবি সমস্ত সত্তা দিয়ে চিনেছে !

এই হলো নিগ্রোদের 'গস্‌পেল্‌ সঙ', যা ওরা রচনা করে, যা ওরা গায়। এগুলিকে আমরা 'bombastic' বা 'shallow' বা 'inconsequential subjective emotion' কখনোই বলতে পারি না। Rochus Hagen যা-ই বলে থাকুন এতে গসপেল সঙ-এর মর্যাদা এতটুকুও ক্ষুন্ন হয় না। Mahalia Jackson-এর কথায় অবশ্যই বলা যায়, '...there is a cure for what is wrong', অর্থাৎ এই গানের মধ্যে নিহিত রয়েছে সর্বব্যাধির মহৌষধি। এর প্রমাণ শুধু আমেরিকাতে নয়, পৃথিবীর খ্রীষ্টমণ্ডলীর সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে।

পল রোবসন
(PAUL ROBESON)

একাধারে গায়ক, অভিনেতা, নর্তক, মুষ্টিযোদ্ধা ও ক্রীড়াবিদ,—এই হলো পল রোবসন-এর বাহ্যিক পরিচয়। এতগুলি বহুমুখীগুণের অধিকারী, তাই বলতে হয় প্রতিভাধর পুরুষ ছিলেন তিনি। কিন্তু এই হিসাবটাই তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের চূড়ান্ত মূল্যায়ণ নয়। এসবের সংগে তাঁর ছিল বিশাল একটি হৃদয়। সেই হৃদয়ে ছিল অফুরন্ত ভালোবাসা। আর ছিল সেই ভালোবাসাকে সর্বজনের মধ্যে সার্থক করে তোলার দুর্জয় সাহস ও অপরিসীম দুঃখ সহনের ক্ষমতা। রোবসন শুধু নিপীড়িত মানুষের বন্ধুই ছিলেন না, তিনি ছিলেন অত্যাচারিত মানুষের প্রতীক।

তাঁর কালো চামড়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে সীমাহীন লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। সেই লাঞ্ছনা-বঞ্চনার অপমান বিশ্বের সর্বহারাদের মধ্যে অনুভব করে তার প্রতিকারে তিনি যত্নবান হয়েছিলেন। নিগ্রো হয়ে জন্মানোর যে বেদনা, সমস্ত দুঃখী মানুষদের মধ্যে সেই বেদনা তিনি অনুভব করেছিলেন অন্তর দিয়ে। সবার হয়ে একাই তিনি এই দুঃখ-বেদনার ক্রুশ বহন করবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন।

পুরো নাম পল লেরয় রোবসন। জন্ম ১৮৯৮ সালে আমেরিকার নিউ জার্সির প্রিন্স্‌টন্‌ সহরে। তাঁর পিতা 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলরোড'-এর সাহায্যে দক্ষিণাঞ্চলের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন। এক দুর্ভাগ্যজনক অগ্নিকাণ্ডের ফলে নিতান্ত শৈশবেই পল তাঁর মাতাকে হারান।

পলের পিতা ছিলেন George Fox কর্তৃক প্রবর্তিত Quaker সম্প্রদায়-ভুক্ত ধর্মযাজক। পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন না।

ফলে, পল রাটজার্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'Phi Beta Kappa' অর্জন করে স্নাতকের ডিগ্রী লাভ করেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনশাস্ত্রেরও স্নাতক হন। ছেলেবেলা থেকেই খেলাধূলায় তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন তিনি 'অ্যাথ্‌লেটিক্‌স্‌'-এ চারটি 'লেটার' অর্জন করেন। এবং শ্বেতাংগ বর্ণবিদ্বেষী ছাত্রদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও Walter Camp-এর All-America ফুটবল টিমে অন্তর্ভুক্ত হন।

এছাড়া সংগীতে অধিকার ছিল তাঁর জন্মগত। তাঁর প্রশস্ত বক্ষের গভীর থেকে নিঃসৃত হতো ভরাট ও বলশালী কণ্ঠস্বর। এজন্য কৈশোরেই একজন উদাত্তকণ্ঠের গায়করূপে তিনি চিহ্নিত হয়েছিলেন। নিগ্রোদের জাতীয় সম্পদ 'স্পিরিচুয়েল্‌স্‌' গানেই তাঁর সর্বশেষ দক্ষতার পরিচয় আমরা পাই। কিন্তু সংগীতের কথা পরে। আপাততঃ রোবসন-চরিত্রের অন্য দু'একটি দিক নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তাঁর পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তখন থেকেই তাঁকে উদরান্নের সংস্থান করে নিতে হয়। সেই সময়ে রোবসনকে কখনো মুষ্টিযোদ্ধা কিংবা বাস্কেট-বল খেলার শিক্ষক, কখনো বা কোনো ক্লাবের গায়করূপে আমরা দেখি। লেখাপড়া শেষ করার পর জীবিকা অর্জনের তাগিদে ১৯২১ সালে তিনি থিয়েটারে যোগ দেন। তাঁর অসাধারণ অভিনয় প্রতিভা দেখে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নাট্যকার Eugene O'Neill তাঁর 'All God's Chillun (children) Got Wings' (১৯২৪) নাটকে রোবসনকে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ দেন। রোবসনের অভিনয়-দক্ষতার গুণে নাটকটি অভাবনীয় সফলতা লাভ করে। এই ঘটনায় উৎসাহিত হন নাট্যকার O'Neill। শুধুমাত্র রোবসনকে নাম-ভূমিকায় দেখবার জন্য তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ নাটক 'Emperor Jones' পুনরায় মঞ্চস্থ করেন।

ক্রমে ক্রমে একজন কুশলী নট হিসাবে রোবসনের নাম ছড়িয়ে পড়ে সারা মার্কিন মুলুকে। সেখান থেকে য়ুরোপে। 'Emperor Jones' নাটকের নাম-ভূমিকায় রোবসন অভিনয় করেন লণ্ডনের 'অ্যামবাসাডারস্‌' থিয়েটারেও। পরে য়ুরোপ পরিভ্রমণকালে বার্লিনেও তিনি এই নাটকে আত্মপ্রকাশ করেন বিখ্যাত প্রযোজক Max Reinhard-এর প্রযোজনায়।

তিনি যে কতো বড় চরিত্রাভিনেতা তার প্রমাণ রোবসন দেন লণ্ডনে Shakespeare-এর 'Othello' নাটকে নাম-ভূমিকায় অভিনয় করে। সেটা ১৯৩০ সালের ঘটনা। প্রথম অভিনয় রজনীতে অভিনয়ের শেষে

জুড়িবার দর্শকদের সামনে এসে দাঁড়াতে হয় তাঁকে শুধু অভিনন্দন গ্রহণ করতে। এই অভিনয় তাঁর নট-জীবনের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।

এই অসাধারণ সাফল্যের মূলে ছিল ওথেলোর জীবনের সংগে রোবসনের জীবনের অতি আশ্চর্য মিল। দুইয়ের ব্যক্তিত্বের এই ভাবসাদৃশ্য ওথেলোর চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করে তুলতে রোবসনকে সাহায্য করে। লণ্ডনের বহুল-প্রচারিত পত্রিকা 'Morning Post' মন্তব্য করেছিল,—এ এক মহান অভিনয়, কলকোলাহলময় উদ্দীপনার সংগে দর্শকসমাজ কর্তৃক গৃহীত।

এর বহু বৎসর পরে Shakespeare-এর জন্মস্থান স্ট্র্যাটফোর্ড-অন্-অ্যাভনে রোবসন ওথেলোর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন বেশ কয়েকবার। এই অভিনয় সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী জনৈক লেখক বলেছেন, গোটা স্টেজ জুড়ে থাকতেন রোবসন। রাজসিক চেহারা। তাঁর চোখের সামনে ভাসতো নিজের পদমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন এক মুর সেনাপতি। চলাফেরা এবং বাচনভংগীতে আনতেন আশ্চর্য স্বকীয়তা। সহজ সুন্দর হাসিতে ধরা পড়তো অনাবিল সারল্য। আবার কোনো কোনো মুহূর্তে তাঁর রুক্ষকঠিন চাহনিতে দুরু দুরু করে কেঁপে উঠতো দর্শকদের বুক। ডেস্‌ডিমোনাকে হত্যার সংকল্প নিয়ে তিনি যখন স্টেজে ঢুকতেন তখন তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আতংকে শিউরে উঠতেন দর্শকবৃন্দ। ওথেলোর বুকটা ঈষৎ আন্দোলিত হতো। ভিতরে চলছে যেন এক অস্বাভাবিক, অমানুষিক দ্বন্দ্ব। কণ্ঠের গাম্ভীর্য তাতে এনে দিতো রক্তকরুণ আবেগ। ওথেলোকে ধিক্কার দেবে, না জড়িয়ে ধরে কাঁদবে, বুঝতে পারতো না দর্শকরা। এই লেখক ওথেলোর অভিনয়ে সিদ্ধকীর্তি আরো দু'জন প্রসিদ্ধ ইংরাজ অভিনেতা Lawrence Olivier ও John Gillgood-এর সংগে রোবসনের অভিনয়ের তুলনা করেছেন। রোবসনের অভিনয়ের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় তিনি তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এই শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ নিহিত রয়েছে ওথেলো ও রোবসন চরিত্রের সাদৃশ্যের মধ্যে।

১৯৪৩ সালে ন্যুইয়র্কের এক রংগমঞ্চে রোবসন পুনরায় 'Othello' নাটকের নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তার জন্য বারবার নাটকটির পুনরাভিনয়ের ব্যবস্থা করতে হয়। এই দফায় নাটকটি সর্বমোট ২৯৬ বার মঞ্চস্থ করা হয়। শোনা যায়, সেক্‌স্‌পীরীয় কোনো নাটকের এককালীন অভিনয়ের এটাই হলো সর্বোচ্চ রেকর্ড।

বিংশশতাব্দীর তিরিশের দশকে রোবসন চলচ্চিত্র শিল্পে অভিনয়ের

কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে পরপর যে সব ছবিতে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন সেগুলি হলো: 'The Emperor Jones' (1934), 'Sanders of the River' (1935), 'Show Boat' (1937), 'Song of the Freedom' (1937), 'King Solomon's Mines' (1937), 'Jericho' (1937), 'Big Fella' (1938), 'The Proud Valley' (1940), 'Tales of Manhattan' (1943), ইত্যাদি।

এবার গায়ক-রোবসন প্রসংগে আসা যাক। সংগীতে তাঁর ছিল জন্মগত অধিকার। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অসাধারণ। একথা আগেই বলা হয়েছে। তিনি ছিলেন খাদ স্বরের গায়ক। ভারতীয় সংগীতের পরিভাষায় তাঁর স্বরের স্থিতি ছিল উদারাগ্রামে, পাশ্চাত্য সংগীতে যাকে বলে 'বেইস' (Bass)। এই অসাধারণ কণ্ঠের অধিকারী পল রোবসন যখন 'Show Boat' নাটকের গান 'Ole Man River' অথবা ঘুমপাড়ানি গান 'My Curly-headed Baby' কিংবা আফ্রিকার স্মৃতিজড়ানো গান 'My Old Kentucky Home' কিংবা ফাঁসীতে-প্রাণ-দেওয়া শ্বেতাংগ নিগ্রো-প্রেমিক জন ব্রাউন-এর স্মৃতিমণ্ডিত লোকগীতি 'John Brown's Body' গাইতেন, তখন হলভর্তি শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে যেতেন। তাঁর প্রাণমাতানো কণ্ঠস্বর ও সুনিপুণ গায়কী পদ্ধতি যেন এক নতুন বৈশিষ্ট্য এনে শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় মুহূর্তেই জয় করে নিতো।

পেশাদার গায়ক হিসাবে পল রোবসন আত্মপ্রকাশ করেন ১৯২৫ সালে। তাঁর সুরেলা ভরাট-গলার গান সারা ন্যুইয়র্ক সহরে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অচিরে এই তরুণ গায়কের যশ এতদূর বিস্তৃতি লাভ করে যে, যে-সব কনসার্ট হলে তিনি গাইতেন সেখানে তিল ধারণের জায়গা থাকতো না। অনেককে নিরাশ হয়েও ফিরে যেতে হতো। গায়ক-রোবসন প্রথম কনসার্টেই যে সাফল্য লাভ করেন সে-সম্বন্ধে 'Theatre Magazine'-এ Carl Van Vechten মন্তব্য করেছিলেন, 'Paul Robeson and Lawrence Brown (Robeson's accompanist and an arranger of spirituals) had revealed the wealth of melody and emotion of the Negro folksong'।

এর পরের পাঁচটি বছর রোবসন কাটান লোকসংগীত গেয়ে। তিনি লোকসংগীতের বিশেষ চর্চা ও অনুশীলন করেছিলেন। প্রসিদ্ধ চেক-লোকগীতিকার Antonin Dvorak রচিত 'Songs My Mother Taught Me' সুরের অনুকরণে রচিত কয়েকটি গানে এবং প্রাচীন রুশ-লোকগীতি

'Volga Boat Song' ইত্যাদি গানে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময়কার গান সম্বন্ধে পলের ভাই Rev. Benjamin C. Robeson বলেছেন, 'In his singing of these songs Paul was the personification of his father with his own personality added; he visions himself as breaking down centuries-old barriers'। অন্যান্য সংগীতের ক্ষেত্রেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। এই সব গানের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকটি হলো, 'Mighty Lake Arose', 'Mood Indigo', 'In My Solitude You Found Me' প্রভৃতি।

এসব সত্ত্বেও রোবসন হলেন মূলতঃ নিগ্রো-স্পিরিচুয়েল্‌স্‌ গায়ক। এই স্পিরিচুয়েল্‌স্‌গুলিকে ঠিক ধর্মসংগীত বলা চলে না। আসলে এগুলি নিগ্রোজাতির সুখ-দুঃখ, আশা-আকাংখা, স্বপ্ন-কামনার সংগীত। এক কথায়, নিগ্রোদের মর্মজীবনের সংগীত বা জাতীয় সংগীত। ছেলেবেলা থেকেই রোবসন ছিলেন এই সংগীতের দুর্ধর্ষ গায়ক। ছাত্রাবস্থায় নানা ঘরোয়া জলসায় এই গান গেয়ে তিনি অশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ও উদ্দাম প্রাণশক্তি তাঁকে নিগ্রো-স্পিরিচুয়েল গানের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পীরূপে গড়ে তোলে।

রোবসনের নিগ্রো-স্পিরিচুয়েল গানের মধ্যে কয়েকখানি প্রসিদ্ধ গান হলো: 'Deep River', 'Go down, Moses', 'Balm in Gilead', 'By and by', 'Sometimes I feel like a motherless child' ইত্যাদি।

যা বলা হলো, এও রোবসনের পূর্ণ পরিচয় নয়। এছাড়া মানুষ হিসাবে রোবসনের একটা পৃথক পরিচয় রয়েছে। মানুষ রোবসনের ছিল হৃদয়ের প্রসারতা, মানবপ্রীতির অপরিমেয় সঞ্চয়, অত্যাচারিতের জন্য অন্তরগভীরে দারুণ বেদনাবোধ এবং অত্যাচারের প্রতিরোধ করার দুর্জয় সংগ্রামী মনোবল। গায়ক ও অভিনেতা জীবনের ফাঁকে ফাঁকে চলতে থাকে তাঁর ক্রমাগত শিল্প-সফর নানান দেশে। ১৯৩৪ সালে তিনি সস্ত্রীক ঘুরে আসেন সোভিয়েট রাশিয়া। দেখে আসেন য়ুরোপের আরো অনেকগুলি দেশ। এই দেশভ্রমণের ফলে তিনি অন্য এক মানুষ হয়ে গেলেন। সাম্যবাদী আদর্শে তিনি হয়ে পড়লেন একজন সমাজ-সচেতন মানবপ্রেমী শিল্পী।

সোভিয়েট রাশিয়া থেকে স্বদেশে ফিরে এসে রোবসন তাঁর কৃষ্ণাংগ ভাইদের সমবেত করে মানবিক অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন সুরু

করলেন। তিনি হয়ে উঠলেন আমেরিকার 'নিগ্রো সিভিল রাইটস্' আন্দোলনের এক প্রধান নেতা। এই আন্দোলনে তাঁর স্বজাতীয়দের উদ্দীপিত করার জন্য তাদের চোখের সামনে তুলে ধরলেন একটা স্বপ্ন। সে-স্বপ্ন হলো, নিগ্রোজাতির আদি বাসভূমি আফ্রিকায় একটা 'ইউনাইটেড ষ্টেটস্ অব আফ্রিকা' প্রতিষ্ঠা করা। সেই রাষ্ট্রে সমগ্র বিশ্বের নিগ্রো নরনারী সমবেত হয়ে নিজেদের মনোমত এক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পত্তন করবে। সেখানে থাকবে না কোনো শোষণ ও বৈষম্য, অত্যাচার ও বর্ণবিদ্বেষীর উৎপীড়ন।

রোবসনের এই নতুন ভূমিকা শ্বেতকায়দের মনে আতংকের সৃষ্টি করলো। রোবসনের প্রভূত সম্মান ও জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও মার্কিনীদের কাছে তিনি হলেন 'কম্যুনিষ্ট'। তাঁর বিরুদ্ধে তাদের আক্রোশ চরিতার্থ করতে তারা প্রয়াস পেলো। তাঁর গানের কনসার্ট বন্ধ হলো। তাঁর রেকর্ডগুলি বাজার থেকে তুলে নেওয়া হলো। নিগৃহীত করা হলো তাঁকে এবং তাঁর সমর্থকদেরও। রেহাই পেলেন না কেউ। 'লিঞ্চিং'-এর সূক্ষ্ম রকমফের চালানো হলো।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ১৯৪৯ সালে রোবসন ওয়েষ্টইণ্ডিজ, ফ্রান্স, সুইডেন, রাশিয়া, পোলাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশে নিগ্রো-স্পিরিচুয়েল্‌স্ গান শুনিয়ে প্রভূত সম্মান ও প্রতিপত্তি নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। এরপর ইংলণ্ডে যাওয়ার আয়োজন করেন। এই সময় তাঁর পাসপোর্ট বাতিল করে দিয়ে আট বৎসর তাঁর বিদেশ যাওয়া বন্ধ করে দেয় ওরা। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রখ্যাত ইংরাজ সাহিত্য-সমালোচক J. Dover Wilson লণ্ডনের 'Times' পত্রিকাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, 'Let him loose upon us...We want his breath for spirituals and other songs'। তাঁর বক্তব্যের অর্থ ছিল, ইংলণ্ডে এলে রোবসন রাজনীতি নিয়ে অপচয় করার মতো সময় পাবেন না। গান গেয়েই তাঁর সমস্ত সময় কেটে যাবে।

সেই সময় Edward P. Murphy বলেছিলেন, Robeson এবং Hayes হলেন 'artists supreme'। তিনি আরো বলেছিলেন, '...they kept raising the spiritual to new heights of fervor and appeal'.

আমেরিকার শ্বেতাংগদের হাতে নিগৃহীত, উৎপীড়িত হয়েও রোবসন মানবিকতার ধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি। প্রতিহিংসার পথেও পা বাড়াননি। অটুট ধৈর্যে, অসীম সহনশীলতায় সর্বপ্রকার উপদ্রব তিনি সহ্য করেছেন।

এটা তাঁর ভীরু মনের পরিচয় নয়, তাঁর আদর্শের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাসেরই প্রমাণ। সারা জীবন ধরেই নানা বিরূপতার প্রচণ্ড দাপট তিনি সহ্য করেছেন এবং বিশাল বনস্পতির মতো শেষ পর্যন্ত অজেয় থেকেছেন। এই কারণে তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব হয়েছে :

'But I keep laughing
Instead of crying,
I will keep on fighting
Until I am dying.'

এই হলো রোবসনের সমগ্র চিত্ররূপ। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর চিরকালের জন্য নীরব হয়ে গিয়েছে ১৯৭৬ সালের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে। বিশ্ববাসী এই কালো মানুষটিকেই চিনেছিল 'spiritual singer per excellence' রূপে।

বেসী স্মিথ
(BESSIE SMITH)

১৮৯০—১৯৩৭

সুরের জগতে ব্লুজ (Blues) সংগীতের সম্রাজ্ঞী ছিলেন বেসী স্মিথ। অ্যাফ্রো-অ্যামেরিকান্ সংগীতের তদানীন্তনকালে তিনিই একমাত্র শিল্পী যিনি এই রাজকীয় সম্মানে বিভূষিতা। ইতিহাসে রাজা আছে, বাদশা আছে, রাণীও আছে কিন্তু ব্লুজ-সংগীতের রাজ্যে তিনি ছিলেন তখন অনন্যা। তাই তিনি সম্রাজ্ঞী।

শুধু তাঁর জীবিতকালেই নয় কিন্তু উত্তরকালে, এমনকি তাঁর মৃত্যুর ৩৯ বছর পরেও, তিনি সম্মানের গৌরীশৃংগ প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। আমেরিকার লোকসংগীতের যে সম্পদ, তাঁর প্রতিভার গুণে তা সমৃদ্ধ হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য।

এই বিশ্বজনীন স্বীকৃতি খুব সহজে তিনি পাননি। এর জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে। বেসী তাঁর সংগীতের বিষয়বস্তুগুলি সংগ্রহ করেছিলেন একেবারে পল্লীগ্রামের ধুলোমাটি থেকে। সেই কারণে হয়তো সেগুলি ছিল অত্যন্ত সাদামাটা নীরস ও রুক্ষ। সংগীতের সাধারণ নিয়ম-কানুনের সংগে বেসীর গানের কোনো আপোষ সম্পর্ক ছিল না। অতএব ধরা যেতে পারে, বেসীর গান দক্ষিণের ক্রীতদাসদের গ্রামীণ পরিবেশে গাইবার উপযুক্ত ছিল মাত্র। শহরাঞ্চলে সংগীতের মাজা-ঘষা আসরে

পরিবেশন করার উপযোগী ছিল না। সেই কারণে শুধু শ্বেতাংগরা কেন, শ্বেতাংগ প্রভাবাশ্রিত নিগ্রোরাও তাঁর গান প্রথমদিকে শুনতে চায়নি। বেসীর উন্নত শিল্পিসত্তা যদি সংগীতকে অতিক্রম না করতো তাহলে যে দুর্লভ প্রশংসা তিনি অর্জন করেছিলেন তা সম্ভব হতো না।

১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারী ১৬ তারিখে তাঁর গানের প্রথম রেকর্ডিং করা হয়। এবং তখন থেকেই জনসাধারণ বেসীর গানের পরিচয় লাভ করে।

বেসী স্মিথের সঠিক জন্মসাল সম্বন্ধে মতানৈক্য আছে। তবে ১৮৯০ সালটি তাঁর জন্মসাল হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। বেসীর রং ছিল কালো কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী।

আটলাণ্টায় আসার পরেই তিনি ব্লুজ সংগীতের নতুন পদ্ধতি আয়ত্ব করেন। বলতে গেলে তখন থেকেই তাঁর সংগীতের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সে-সময় সপ্তাহে তাঁর আয় হতো ৫০ থেকে ৭৫ ডলার। উত্তরকালে তিনি সপ্তাহে দু'শো ডলার পর্যন্ত উপার্জন করেছেন। তৎকালীন প্রখ্যাত নিগ্রো গায়িকা Ma Rainey-র কাছে তিনি সংগীতের তালিম নেন।

Columbia রেকর্ডে গৃহীত বেসীর গানগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল, 'Tain't Nobody's bizzness, if I do', এবং 'Down Hearted Blues'। দু'মাসের মধ্যে বেসীর গানের এই রেকর্ড ৭৮০,০০০ খানা বিক্রী হয়েছিল। এ-ঘটনা যেমন বিস্ময়কর তেমনি অভূতপূর্ব।

'১৯২৩ সালের ৭ই জুন Jack Gee নামে ফিলাডেলফিয়ার এক পুলিশ কর্মচারীর সংগে তাঁর বিবাহ হয়। দক্ষিণ ফিলাডেলফিয়াতে তিনি সংসার জীবন যাপন করেন। এর পরের ছ'বছর বেসীর জীবনের স্বর্ণযুগ। তাঁর গানের রেকর্ড বিক্রীর সংখ্যা কোনো কোনো অঞ্চলে পাঁচ থেকে দশ লক্ষেরও বেশী। নিগ্রো-প্রমোদজগতে তিনি ছিলেন সবচেয়ে নামী ও দামী গায়িকা। বিভিন্ন জায়গায় গান গেয়ে তিনি সপ্তাহে আয় করেছেন আড়াই হাজার ডলার।

খ্যাতি ও উপার্জন বৃদ্ধির সংগে তাঁর সুরাসক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তাঁর চরিত্রে ছিল দ্বৈতসত্তা। কখনো তিনি কঠোর ও নির্মম, আবার কখনো উদার ও কোমল। তাঁর ম্যানেজার Frank Walker-এর একটি শিশু-সন্তানের একবার খুব সাংঘাতিক অসুখ হয়। তখন বেসী তাঁর অত্যন্ত লাভজনক একটি প্রোগ্রাম বাতিল করে Walker-দের সংসারের ভার নিজের

হাতে তুলে নেন। যতদিন শিশুটি সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত না হয়েছিল ততদিন বেসী আর কোথাও যাননি। বেসীর এই মমত্ববোধ সত্যি স্মরণীয়।

তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। যেখানেই থাকতেন তাঁর উচ্ছল প্রাণশক্তি সেখানে ছড়িয়ে পড়তো। গান গাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ কোনো আদব-কায়দা তাঁর ছিল না। কোনোরূপ অংগভংগী না করে হাতের সামান্য ইংগিতেই শ্রোতাদের বিমুগ্ধ করে গান শোনাতেন। মোহাচ্ছন্ন শ্রোতারা যেন সংবিৎ হারাতো। তাদের অনু-পরমাণুতে ধ্বনিত হতো সুরের রেশ। বেসীর গান শেষ হয়ে গেলেও শ্রোতাদের প্রাণে তার অনুরণন শেষ হতো না। বেসীর সংগে সেখানে তারা হেসেছে, কেঁদেছে। আনন্দঘন কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে বুক কাঁপানো দীর্ঘশ্বাসের ঝড়ও বয়ে গিয়েছে।

বেসীর বিখ্যাত 'Down Hearted Blues' গানের একটি লাইন ছিল, 'Got the world in a jug, the stopper in my hand'। বেসীর জীবনে তখন গানের এই কথাগুলির সার্থকতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তবে দুঃখের কথা, 'the world in her jug was liquid'। প্রখ্যাত ক্ল্যারিওনেট বাদক Mezz Mezzrow ১৯২০-র মধ্যবর্তী কালে শিকাগোতে বেসীর গান শুনে যথার্থ মন্তব্য করেছেন তাঁর 'Really The Blues' বই-এ, 'She lived every story she sang, she was just telling you how it happened to her'।

যারা বেসীর গান শুনেছে এসব কথা তাদের স্মরণে আছে নিশ্চয়ই। অন্যদের জন্য এখনো আছে কলম্বিয়া কোম্পানীর ১৬০ খানা রেকর্ড। আমেরিকার সংগীতের ভাণ্ডারে এগুলি তাঁর গচ্ছিত সম্পদ। কোনো সংগীতের আসরে বেসীকে আর আমরা দেখতে পাবো না। দেখতে পাবো না তাঁর আংগিকের বৈচিত্র্য কারণ কেউ তা আজো অনুকরণ করতে পারেনি।

ব্যক্তিগত জীবনে ও সংগীতের জীবনে বেসী ছিলেন প্রাচীনপন্থী। তাই তাঁর ব্লুজ-গানগুলি ছিল গ্রামীণ-সংগীত বা লোকসংগীত। সমাজ-জীবনের জাগরণের সংগে শত-সহস্র নিগ্রো ক্রীতদাস উত্তরাঞ্চলের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র-গুলিতে, এমনকি কলকারখানায়, বেসীর গান গেয়েছে। তাদের কাছে বেসীর গান ছিল আফ্রিকার গান। মনে হতো, আফ্রিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে বেসী ঐ গান গেয়েছে।

যুগের পরিবর্তনে পরবর্তীকালের বংশধরেরা হয়তো এই কারণে তাঁর

গান আর ভালোবাসতে পারেনি। বেসীর গান খুব সেকেলে বলে মনে হতো তাদের কাছে। কারণ তখন Jazz-এর যুগ চলছে।

এসব দেখেশুনে বেসী তাঁর গানের রেকর্ডিং কমিয়ে দিলেন। ব্লুজ-গানে মানবচিত্তের দুঃখবেদনার, করুণ হতাশার, সীমাহীন যন্ত্রণার সুরই শুধু শোনা যায়। তখনকার জনগণ ব্লুজ-গান শুনে নিজেদের আর বিমর্ষ করতে চাইতো না। নানান কারণে বেসীর জীবনেও হতাশার কালোমেঘ নেমে এসেছিল। হাজার বিতৃষ্ণা নিয়ে নিস্পৃহ হয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। তিক্ততার সঞ্চয় নিয়ে নিষ্প্রাণ হয়ে গিয়েছিলেন। Pop Gospel গাইবার চেষ্টা করেছিলেন বেসী। কিন্তু ব্লুজ-সম্রাজ্ঞী এই গানে তাঁর প্রাণের সংযোগ ঘটাতে পারেননি। বিষয়বস্তু নির্বাচনে হয়তো বেসীর ভুলই হয়েছিল। এও তাঁর দ্বৈতচরিত্রের একটি দিক।

কিন্তু তাঁর নিভন্ত আশার প্রদীপ একেবারে নিভে যায়নি তখনো। তাই দেখি ১৯৩৬-এর দিকে আবার তিনি ব্লুজ গেয়েছেন। হাজার শ্রোতার ভীড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। ফিলাডেলফিয়ায় সংগীতের বিভিন্ন আসরে ব্যস্ত হয়ে তিনি ছুটেছেন। তাঁর গানের আবার নতুন রেকর্ড হবে। কিন্তু এ যেন দীপ নিভে যাওয়ার আগে দপ্ করে জ্বলে ওঠা!

দক্ষিণে Winsted-এর Broadway Rastus থিয়েটার দলের সংগে ঘুরতে ঘুরতে মেমফিস্ ও টেনেসীর মাঝামাঝি Clarksdale-এর ৬১ নম্বর রাস্তায় বেসীর গাড়ী প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খেলো। ১৯৩৭-এর ২৬শে সেপ্টেম্বরের প্রত্যূষের আলো হঠাৎ হারিয়ে গেল তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে। তাঁর একটা হাত খসে ঝুলে পড়েছে কাঁধ থেকে। ব্লুজ-সম্রাজ্ঞীর জীবনে এই দুর্ঘটনা 'Really The Blues', অত্যন্ত মর্মান্তিক!

কাছাকাছি এক হাসপাতালে বেসীকে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে কোনো ঠাঁই মিললো না। কারণ বেসী ছিল নিগ্রো, তাঁর গায়ের রং কালো। গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটে চললো অন্য এক হাসপাতালের ঠিকানায়। গাড়ীর মেঝেতে পড়ে রয়েছেন বেসী তাঁরই রক্তের উপরে। তখনো রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এখানকার হাসপাতালের সবাই শ্বেতাংগ হলেও হয়তো বর্ণান্ধ ছিল। তাই অস্ত্রোপচার করে তাঁকে বাঁচাতে চাইলো। কিন্তু তা সম্ভব হলো না। অনেক রক্তক্ষরণ হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে। অল্পকিছুক্ষণ পরে বেসীর জীবনদীপ নিভে গেল। 'Mississippi, the Murder State'!

বেসী স্মিথ গাইতেন, 'See that lonesome road, Lawd (Lord), it got no end'। এমনিভাবে তাঁর জীবনের নির্জন পথটুকু শেষ সীমানায় পৌঁছালো।

C. V. Catto Elks Home-এ তাঁর শেষকৃত্য সমাধা করা হয় সম্রাজ্ঞীর পূর্ণ মর্যাদায়। স্বর্ণখচিত রৌপ্যের খোলা কফিনে বেসীকে রাখা হয়েছিল। গায়ে লম্বা ঝুলের দামী গাউন, পায়ে হাল্‌কা গোলাপী রঙের স্লিপার। নিগ্রোদের মধ্যে বেসী-ই সর্বপ্রথম, যাঁকে নিয়ে যাবার জন্য পেশাদার কফিন-বাহকেরা এগিয়ে এসেছিল। তাঁর কফিন কাঁধে নিয়ে শোভাযাত্রা চলেছে। ফিলাডেলফিয়ার পথ জনাকীর্ণ। সমবেত কণ্ঠে গায়ক-দল গেয়ে চলেছে, 'Rest In Peace'।

'Even in death, she remained a figure of legend'.

মাহালিয়া জ্যাক্‌সন্
(MAHALIA JACKSON)

মাহালিয়া জ্যাক্‌সন্ কিংবা 'The Mahalia' বিশ্ব-সংগীতের দরবারে একটি বিশেষ নাম। মাহালিয়া 'Gospel Queen'। এই নামে পৃথিবীর সবাই তাঁকে চেনে।

১৯১১ সালে New Orleans-এ মাহালিয়ার জন্ম। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন ক্রীতদাস। পিতা প্রথমে ছিলেন জাহাজের খালাসী। পরবর্তী জীবনে তিনি হন ক্ষৌরকার এবং রবিবারের ধর্মপ্রচারক। মাহালিয়া পাঁচ বছর বয়সে মাতাকে হারান। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা ছিল স্থানীয় স্কুল পর্যন্ত।

কৈশোরকালে মাহালিয়া Bessie Smith, Mamie Smith, Ma Rainey—এঁদের গান রেকর্ডে শুনেছেন। কিন্তু একমাত্র ব্লুজ-সংগীত-সম্রাজ্ঞী Bessie Smith-এর গানই তাঁর জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। মাহালিয়ার কথায়, 'Bessie was my favorite but I never let people know I listened to her'। Bessie-কে তিনি ভালোবেসেছিলেন, তাঁর অনুকরণও করেছিলেন। কিন্তু Bessie-র ব্লুজ-কে ভালোবাসতে তিনি পারেননি। মাহালিয়া জীবনে কখনো ব্লুজ-সংগীত গাননি।

মাহালিয়া বলতেন, 'Blues are the songs of despair. Gospel songs are the songs of hope. When you sing gospel you have a feeling there's a cure for what's wrong. When you're through with the blues you've got nothing to rest on'।

জীবনসংগীতের প্রকৃত পূজারিণী ছিলেন মাহালিয়া। ব্লুজ-সংগীতের শূন্যতায়, হতাশা-হাহাকারে তিনি হারিয়ে যেতে চাননি। গস্‌পেল-সংগীতের প্রত্যাশার মধ্যে দিয়ে জীবনের পূর্ণতা লাভ করতে চেয়েছিলেন। ধর্মের দিক থেকে তাঁর মনোভাব ছিল অত্যন্ত গোঁড়া। অনেকে থিয়েটারে বা নৈশক্লাবে গসপেল গান গাইতেন। কিন্তু মাহালিয়ার কাছে এ-গান ছিল বড়ো পবিত্র। ঐসব জায়গায় গান গাওয়া তো দূরের কথা, সিনেমা-থিয়েটারের দরজাও তিনি মাড়াতেন না।

১৯৩৮-এর কথা। মাহালিয়া 'Federal Theater'-এ একটি স্পিরিচুয়েল্‌-গান গাইবার চেষ্টা করেছিলেন প্রথমবার। 'Sometimes I feel like a motherless child' গানের সামান্য কিছুটা গেয়ে তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল যেন তিনি ভয়ংকর একটা অন্যায় করে ফেলেছেন। সেখানেই শেষ।

Mount Moriah Baptist Church-এর সভ্যা ছিলেন মাহালিয়া। New Orleans-এ নিগ্রোদের কোনো চার্চেই ব্লুজ-গান গাওয়া হতো না। স্পিরিচুয়েল্‌স্‌-এরই প্রচলন ছিল শুধু। ১৯৩০-এর দিকে ব্লুজ-গানের তালে ও ছন্দে সবাই গাইতে শুরু করলো গস্‌পেল্‌-সংগীত। তখন ছিল প্রখ্যাত গস্‌পেল্‌-সংগীত রচয়িতা Thomas A. Dorsey-র যুগ। ১৯৪০ সালে এই Dorsey-র সংগে গোটা আমেরিকা ঘুরেছেন মাহালিয়া। প্রতিটি চার্চে গিয়ে গস্‌পেল্‌-গান গেয়েছেন। প্রতিটি বিশ্বাসীর প্রাণে জ্বালিয়ে দিয়েছেন সুরের নতুন আলো।

এর আগে মাহালিয়া শুধু স্পিরিচুয়েল্‌স্‌ গেয়েছেন। Church Choir-এ জীবনের সর্বপ্রথমে মাহালিয়া একক কণ্ঠে গেয়েছেন, 'Hand me down a silver trumpet, Gabriel'। স্বর্গের প্রধান দূত গ্যাব্রিয়েল-এর কাছে থেকে রুপোর এই বিশেষ যন্ত্রটি চেয়ে নিয়ে মাহালিয়া সারা জীবন ধরে বাজিয়ে গেলেন বিশ্বসংগীতের আসরে। শৈশবের তাঁর প্রিয় স্পিরিচুয়েল্‌ গানটির কথা মাহালিয়া মনে রেখেছেন, 'One of these mornings I'm going to lay down my cross and get my crown'।

এই গানের শেষের লাইন, 'I'm gonna put on my robes in glory and move on up a little higher'।

প্রসংগতঃ উল্লেখ করতে হয় মাহালিয়ার আত্মচরিতের নামও 'Movin' On Up'। মাহালিয়া যেন শৈশবকাল থেকেই স্বর্গীয় সংগীতের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে মহান উত্তরণের পথে এগিয়ে চলেছেন। মুগ্ধবিস্ময়ে শ্রোতারা শুনেছে মাহালিয়ার আরো গান :

'I've been 'buked (rebuked) and I've been scorned,
I'm gonna tell my Lord
When I get home,
Just how long you've been treating me wrong'.

মাহালিয়ার সর্বকালের প্রিয় গানটি ছিল 'Balm in Gilead'।

মাহালিয়া যখন গাইতেন, প্রাণের সবসত্তাটুকু সুরের সংগে মিশিয়ে দিতেন। তিনি লিখেছেন, 'When I cry, when I'm singing, I'm not sad like some people think. I look back where I came from and I rejoice'। ক্রীতদাসজীবনে মুক্তির আকুলতাই ছিল মাহালিয়ার গানের প্রাণ।

মাহালিয়ার জীবনের একটি বিস্ময়কর ঘটনার কথা প্রত্যক্ষদর্শী Rudi Blesh-এর বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি। ১৯৬০ সালের 'O Susanna' পত্রিকায় এটি ছাপা হয়েছিল। ঘটনাস্থল Newport—Rhode Island-এর Ball Park। ১৯৫৮ সালের ৭ই জুলাই, শনিবার। সময় মধ্যরাত্রির পর। প্রচুর বর্ষণ হচ্ছে। খোলামাঠে হাজার হাজার লোকের জমায়েৎ। সর্বাংগ ভিজে গিয়েছে সকলের। মাহালিয়া গাইবে, তারা শুনবে। মাহালিয়া মঞ্চের উপরে এসে দাঁড়ালেন। ধীর শান্ত কণ্ঠে, অতি সোহাগের সুরে বললেন, এমনিভাবে বৃষ্টিতে ভিজে আপনারা আমার গান শুনবেন কিনা জানিনা। কেন জানিনা, আমি যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছি। শ্রোতাদের প্রচণ্ড হর্ষধ্বনি ছাপিয়ে মাহালিয়ার কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ ধ্বনিত হলো, 'Didn't It Rain'। বাকীটুকু Rudi Blesh-এর কথায় বলি, 'Our time had never heard it sung like that even by Mahalia. The rain slackened. The rain stopped. Then—all over God's heaven—the stars came out'।

রাজা দায়ূদের (David) মতো মাহালিয়া বলতেন, 'সমগ্র পৃথিবী! জয়ধ্বনি কর ঈশ্বরের উদ্দেশে'। মাহালিয়া তাই সকলের সংগে মিলে

গাইতে ভালোবাসতেন। সবাই যখন পা ঠুকে তাল দিতো, হাতে তালির জোর আওয়াজ তুলতো, সেই প্রচণ্ড উদ্দীপনার জোয়ারে মাহালিয়ার গানের সুর ভেসে যেতো, অপার্থিব মহান ঐকতানের সংগে মিশে লীন হয়ে যেতো। Mahalia-র কথায়, 'The Lord don't like us to act dead. If you feel it, tap your feet a little—dance to the glory of the Lord'। মাহালিয়া জীবনে গান গেয়েছেন শুধু ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করার জন্য, তিনি হর্ষধ্বনি করেছেন ঈশ্বরের স্তব করার জন্য। এছাড়া তাঁর জীবনের অন্য কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল না।

গস্‌পেল্‌ সংগীতের শিল্পী আরো অনেকে আছেন। কিন্তু এই গানের নামের সংগে মাহালিয়ার নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাই গস্‌পেল্‌ সংগীত মানেই মাহালিয়া জ্যাক্‌সন্‌। মাহালিয়াকে Gospel Queen-এর স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বিখ্যাত নিগ্রোগায়ক Henry Pleasants বলেছেন, 'She was more than just a Gospel Queen'। Tony Heilbut-এর কথায়, '...all by herself the vocal, physical, spiritual symbol of gospel music'।

সংগীতের ক্ষেত্রে তখন Louis Armstrong কিংবা Duke Ellington-এর যথেষ্ট সুখ্যাতি থাকলেও মাহালিয়া ছিলেন অতুলনীয়া। জাপানের সম্রাজ্ঞী, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাহালিয়ার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। John F. Kennedy মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সময়ে উদ্বোধনী সংগীত গেয়েছেন মাহালিয়া। Dr. Martin Luther King-এর নেতৃত্বে প্রায় দু'লক্ষ 'সিভিল রাইট্‌স্‌' দলের কর্মীরা মার্চ করে এসে Washington-এ Lincoln-এর মূর্তির পাদদেশে সমবেত হয়েছিল ১৯৬৩-র আগষ্টে। সেই বিপুল উত্তেজিত জনতাকে মাহালিয়া সেদিন শুনিয়েছিলেন, 'I've been 'buked and I've been scorned'। এই Dr. Martin Luther King-এর সমাধিকালে মাহালিয়া গেয়েছেন Thomas A. Dorsey-র সেই বিখ্যাত গান, 'Precious Lord, take my hand / Lead me on, let me stand'।

এতো কথার সংগে তাঁর গানের রেকর্ডিং-এর কথা বিশেষ করে বলার আর প্রয়োজন হয়না। তবু, দু'একটি কথা বলতে হয়। ১৯৫২ সালে Apollo কোম্পানীর রেকর্ডে তিনি গেয়েছিলেন, 'I can put my trust on Jesus'। এই একটিমাত্র গানের জন্য ফরাসী দেশ থেকে বিশেষ সম্মানজনক একটি পুরস্কার তিনি লাভ করেন। এর পরই তিনি য়ুরোপ পরিভ্রমণ

করেন। তাঁর গানের রেকর্ডিং শুরু হয় ১৯৩৭ থেকে। Decca-Coral কোম্পানীর রেকর্ডে গৃহীত তাঁর প্রথম গানটি ছিল : 'God's gonna separate the wheat from the Tares'।

অর্থ তিনি উপার্জন করেছেন। কিন্তু অর্থের মোহে কখনো অন্ধ হয়ে যাননি। জাগতিক ধন সঞ্চয়ের সংগে তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসের কোনো সংঘাত ছিল না। বহু অর্থ দান করে তিনি 'The Mahalia Jackson Scholarship Foundation'-এর প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। কোনো বিশেষ খ্যাতি বা সুনাম অর্জনের আশা নিযে কালভেরী পাহাড়ে যীশুর ক্রুশের তলায় তিনি ছুটে যাননি। প্রাণের সীমাহীন আকুতি নিয়ে মাহালিয়া সেখানে গিয়েছেন একাকী, নিঃসংগ। নতজানু হয়ে খ্রীষ্টকে ধন্যবাদ দেবার, ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা জানাবার ভাষার সন্ধান করেছেন সেখানে।

মাহালিয়া বলেছেন, 'My dreams had come true. With my own eyes I had seen the place where Christ was born, and with my own hands I had touched the Rock of Calvary. Everything was drained out of me'। এমনি করে মাহালিয়া স্বর্গ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছিলেন। মর্তজীবনে তাঁর কোনো আকাংখা ছিল না। মাহালিয়ার কথায়, 'In the old Hebrew of the Bible my name, Mahalia, means "Blessed by the Lord" and truely, it seemed to me, I had been blessed'। এর সংগে যোগ করা যায় : 'So were those to whom she sang'।

১৯৩৭ সালের ২৯শে এপ্রিলে Indo-American Society-র উপস্থাপনায় United States Information Service কর্তৃক আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কলকাতার St. Paul's Cathedral-এ মাহালিয়া হাজার হাজার লোকের সমাবেশে গান শুনিয়েছেন। জনৈক রিপোর্টার বলেছেন, 'In one word it was a complete triumph for Mahalia Jackson for she almost hypnotized her audience and won a standing ovation at the end'। তিনি আরো জানিয়েছিলেন, 'One looks forward to Mahalia Jackson's next Calcutta appearance'।

তাঁর এই আশা আর পূর্ণ হবে না। কারণ মাহালিয়া এই মর্তজগতে আর নেই। ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর গান থেমে গিয়েছে।

শিকাগোর Great Salem Baptist Church-এ খোলা কফিনে

মাহালিয়া তাঁর শেষ শয্যা পেতে নিয়েছেন। পঞ্চাশ হাজারেরও বেশী লোক তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেলেন। মার্কিন প্রেসিডেণ্টের বিশেষ শোকবার্তা এসে পৌঁছোলো। Aretha Franklin অতি ধীরে, পরম-শ্রদ্ধাভরে Gospel Queen-কে শেষ বিদায় জানালেন গান গেয়ে। স্বর্গের আমন্ত্রণে মাহালিয়া যখন বিজয়যাত্রা করেছেন পৃথিবীর সংবাদপত্রে, রেডিও-টেলিভিশনে তখন ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর মৃত্যু সংবাদ।

'Fine art, folk art—all the terms become meaningless, even impertinent, when Mahalia sings'—বলেছেন বিখ্যাত সংগীত সমালোচক Rudi Blesh।

• কয়েকটি জনপ্রিয় নিগ্রো-সংগীতের বাংলা অনুবাদ •

॥ সেই নগর যার নাম স্বর্গ ॥

দুঃখ-দেউলের আমি তীর্থযাত্রী ;
বিস্তীর্ণ জগতে আমি একাই চলেছি ।
আগামী দিনের জন্যে পৃথিবীতে আশা নেই,
স্বর্গকে আমার গৃহ করতে আমি প্রয়াসী শুধু ।

কখনো আমি বাত্যা-বিক্ষুব্ধ, কখনো তাড়িত,
কখনো বা বুঝতেও পারিনি কোথায় আমার বিচরণভূমি ;
সেই নগরের কথা আমি শুনেছি—স্বর্গ যার নাম,
তাকেই আমি আমার গৃহ করতে প্রয়াস শুরু করেছি ।

মা আমার পবিত্র গৌরবের রাজ্যে গেছেন,
বাবা এখনো পাপের পথে সঞ্চরণরত,
আমার ভাইবোনেরা আমাকে স্বীকার করতে পারে না—
কারণ আমি যে উত্তরণপ্রয়াসী ।

কখনো আমি ঝড়ে ক্ষুব্ধ, কখনো প্রতিহত,
কখনো বা বুঝতেও পারি না কোথায় আমার রম্যস্থল ;
কিন্তু আমি স্বর্গ নামক নগরীর কথা শুনেছি,
আর সেই নগরকেই আমার বাসভূমি করতে চেষ্টা করে যাচ্ছি ।

City called Heaven : • অনুবাদ : শুদ্ধসত্ত্ব বসু

॥ ধরো মোর হাত, ওগো মোর প্রভু ॥

ওগো প্রভু, হাতে মোর হাত নাও
সম্মুখে চালাও মোরে, দাঁড়াইতে দাও।
শ্রান্ত যে আমি, আমি দুর্বল, আমি আজ পরাজিত।
ঝড়ের ভিতর, রাতের আঁধারে
নিয়ে চলো মোরে ঊষার দুয়ারে,
ধরো হাতখানি, মোর প্রভু ওগো
নিয়ে চলো ঘরে মোর।

এই পথচলা হলে গুরুভার
তুমি কাছটিতে থেকো গো আমার।
যবে এ জীবন প্রায় চলে যাবে
কান্না আমার শুনো যদি ডাকি
হাত ধরো যেন পড়েই না থাকি
ধরো মোর হাত মোর প্রভু ওগো
নিয়ে চলো ঘরে মোর।

আসবে যখন গভীর আঁধার
রাত্রি আসবে কাছেতে আমার
দিন যবে যাবে চলে,
নদীর কিনারে থাকবো দাঁড়িয়ে
তুমি ধরো হাত, হাতটি বাড়িয়ে।
ধরো মোর হাত মোর প্রভু ওগো
নিয়ে চলো ঘরে মোর ॥

Take my hand, precious Lord : অনুবাদ : জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

॥ সেই নির্জন উপত্যকা তোমাকে অতিক্রম করতে হবে ॥

সেই নির্জন উপত্যকার ওপর দিয়ে তোমাকে হাঁটতে হবে
হাঁটতে হবে তোমাকেই,—একা, একা······
তোমার হয়ে আর কেউ সেখানে হাঁটতে পারবে না
তোমাকেই হাঁটতে হবে—নিঃসঙ্গ, একাকী।

স্রষ্টার মুখোমুখী একদিন তোমাকে দাঁড়াতে হবে
সেদিন তোমার পাশে আর কেউ থাকবে না
তোমার হয়ে আর কেউ সেখানে দাঁড়াতে সাহস করবে না
তোমাকে একাই সেদিন তাঁর মুখোমুখী দাঁড়াতে হবে।

বিচারের জন্যে একদিন তোমাকে দাঁড়াতে হবে
দাঁড়াতে হবে সেখানে একলাই,
সেদিন তোমার পাশে আর কেউ থাকবে না
তোমাকে একাই দাঁড়াতে হবে—নিঃসঙ্গ, একাকী······

You've got to walk that
lonesome valley : • অনুবাদ : সুনীলকুমার ঘোষ

॥ কেউ জানে না সেই কষ্ট ॥

কেউ তো জানে না—কী যে কষ্ট দেখেছি আমি,
যীশু ছাড়া কেউ তা জানে না আর,
কী যে কষ্ট দেখেছি আমি—অজানা সবার।
তোমায় অসীম শ্রদ্ধা—হে আমার স্বামী।

কখনো উঠেছি মাথা তুলে, কখনো বা অবনত
আমি তবু
বাঁচি প্রভু
একান্ত মাটিতে আমি কভু বা রয়েছি রত।

পুরানো শয়তান কেন আজো করে ঘৃণা
প্রভু, হে আমার প্রভু,
একদা কবলে তার বিজিত ছিলাম, তবু
কিন্তু অবশেষে সে আমায় মুক্তি দিলে কিনা।

Nobody knows the
trouble I've seen : ● অনুবাদ : শুদ্ধসত্ত্ব বসু

॥ যাও, মোজেস যাও ॥

কোরাস : যাও মোজেস্ ফিরে যাও
যাও গো মিশরে যাও
সেখানে ফারাউ-কে বলো
আমাদের লোকেদের ফিরে যেতে দাও।

ছিল এই মিশরেই ইস্রায়েলগণ
আমাদের লোকেদের ফিরে যেতে দাও।
অত্যাচারিত ওরা, ভেঙ্গে গেছে মন
আমাদের লোকেদের ফিরে যেতে দাও।

"প্রভু বলেছেন এই," বললেন মোজেস
আমাদের লোকেদের ফিরে যেতে দাও।
"প্রথম সন্তান তব হবে তার শেষ"
আমাদের লোকেদের ফিরে যেতে দাও।

বন্দী রবে না ওরা শ্রম-ক্রীতদাস
আমাদের লোকেদের ফিরে যেতে দাও।
বেরিয়ে আসুক ওরা ; মিশরের দাস
নয় আর, আমাদের ফিরে যেতে দাও।

Go down, Moses : • অনুবাদ : জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

॥ সুসমাচারের গাড়ী ॥

সুসমাচারের গাড়ী আসছে
কাছেই আমি তার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি
গাড়ীর চাকার ঘড়ঘড়ানি আমার কানে আসছে
মাটির ওপর দিয়ে তারা এগিয়ে আসছে।

কোরাস : তোমরা সবাই গাড়ীতে ওঠো, শিশুর দল
শিশুর দল, তোমরা সবাই গাড়ীতে ওঠো
তোমরা সবাই গাড়ীতে ওঠো, শিশুর দল
আরও অনেকের জায়গা ওখানে রয়েছে।

ঘণ্টা আর হুইশিলের শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি
বাঁকের ওপাশ থেকে সেই শব্দ ভেসে আসছে
বিপুল আবেগে সে এগিয়ে আসছে
সেই আবেগে সর্ব শক্তি তার নিয়োজিত।

এ-গাড়ীর ভাড়া সস্তা, সবাই এতে চড়তে পারে
ধনী আর নির্ধন সকল যাত্রীই এখানে রয়েছে
এ-গাড়ীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন কামরা নেই
ভাড়ার-ও তারতম্য নেই কোন।

এ-লাইনে অন্য গাড়ী আসার সঙ্কেত নেই
হে পাপী, এ-গাড়ী ধরতে না পারলে
চিরকালের জন্যে, বিশ্বাস করো,
তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে।

স্টেশনের কাছাকাছি এসে পড়েছে গাড়ীটা
হে পাপী, দম্ভ করো না আর
এসো, তোমার ছাড়পত্র সংগ্রহ করো
গাড়ীতে ওঠার জন্যে প্রস্তুত হও।

The Gospel Train : • অনুবাদ : সুনীলকুমার ঘোষ

॥ অপরূপ রথে যেন দোলা না লাগে ॥

জর্ডনের ওই পারে ওই দেখা যায়
আসছে আমাকে নিয়ে যেতে মোর ঘরে।
দেবদূত তারা নিয়ে যাবে যে আমায়
আসছে আমাকে নিয়ে যেতে মোর ঘরে।

কোরাস : অপরূপ রথে যেন দোলা লাগে নাকো
আসছে আমাকে নিয়ে যেতে মোর ঘরে।

• তুমি যদি চলে যাও আমার আগেই
আসছে আমাকে নিয়ে যেতে মোর ঘরে।
বন্ধুরা বলো সবে মোর দেরী নেই
আসছে আমাকে নিয়ে যেতে মোর ঘরে।

সব চেয়ে ঝকঝকে দিন সেই দিন
আসছে আমাকে নিয়ে যেতে মোর ঘরে।
যীশুর পরশে আমি ধুয়ে পাপহীন
আসছে আমাকে নিয়ে যেতে মোর ঘরে।

উঠি যে কখনো, পড়িও কখনো আমি
আসছে আমাকে নিয়ে যেতে মোর ঘরে।
স্বরগেই বাঁধা হৃদি, যাবে না তা নামি
আসছে আমাকে নিয়ে যেতে মোর ঘরে।

Swing low, sweet chariot • অনুবাদ : জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

॥ তোমরা কি সেখানে ছিলে ? ॥

তোমরা কি সেখানে ছিলে আমার প্রভুকে ওরা ক্রুশবিদ্ধ করেছে যখন ?
তোমরা কি সেখানে ছিলে আমার প্রভুকে ওরা ক্রুশবিদ্ধ করেছে যখন ?
আহা এখনো তা মনে করে আমার বুকের মধ্যে যন্ত্রণার হিম শিহরণ।
তোমরা কি সেখানে ছিলে আমার প্রভুকে ওরা ক্রুশবিদ্ধ করেছে যখন ?

তোমরা কি সেখানে ছিলে যখন বিদ্ধ করল ওরা তাঁর পার্শ্ব পঞ্জর ?
তোমরা কি সেখানে ছিলে যখন বিদ্ধ করল ওরা তাঁর পার্শ্ব পঞ্জর ?
আহা, এখনো তা মনে হলে আমার বুকের মধ্যে কী যে ব্যথা জাগায় শিহর !
তোমরা কি সেখানে ছিলে যখন বিদ্ধ করল ওরা তাঁর অস্থি পঞ্জর।

তোমরা কি সেখানে ছিলে সূর্য যখন তার আলো দিতে করল অস্বীকার ?
তোমরা কি সেখানে ছিলে সূর্য যখন তার আলো দিতে করল অস্বীকার ?
আহা, এখনো তা মনে হলে কী আবেগে কেঁপে ওঠে সমগ্র সত্তা আমার !
তোমরা কি সেখানে ছিলে সূর্য তার আলো দিতে যখন করল অস্বীকার ?

তোমরা কি সেখানে ছিলে রাখল যখন ওরা তাঁকে সমাধিতে ?
তোমরা কি সেখানে ছিলে রাখল যখন ওরা তাঁকে সমাধিতে ?
আহা, এখনো স্মরণে এলে আমার সকল সত্তা শিহরিত কী যে অস্বস্তিতে !
তোমরা কি সেখানে ছিলে রাখল যখন ওরা তাঁকে সমাধিতে ?

তোমরা কি সেখানে ছিলে যখন তিনি জেগে উঠলেন মৃত্যুর অন্ধকার থেকে ?
তোমরা কি সেখানে ছিলে যখন তিনি জেগে উঠলেন মরণের নিস্তব্ধতা থেকে ?
আহা, এখনো তা মনে হলে কেঁপে উঠি—বিস্ময় বিপন্ন বিবেকে !
তোমরা কি সেখানে ছিলে যখন তিনি জেগে উঠলেন মৃত্যুর অতলান্ত থেকে ?

তোমরা কি সেখানে ছিলে যখন ঊর্ধ্বায়ত তিনি অভ্যুত্থানে ?
তোমরা কি সেখানে ছিলে যখন ঊর্ধ্বমুখী তিনি অভ্যুত্থানে ?
আহা, এখনো তা মনে হলে আমার বুকের মধ্যে তোলপাড় রুদ্ধ অভিমানে।
তোমরা কি সেখানে ছিলে যখন ঊর্ধ্বায়ত তিনি অভ্যুত্থানে ?

Were you there when they
crucified my Lord ? • অনুবাদ : নচিকেতা ভরদ্বাজ

॥ যীশুর কাছে পালিয়ে যাও ॥

কোরাস ঃ ঃ চুপি চুপি পালিয়ে যাও
চুপি চুপি পালিয়ে যাও
চুপিসারে যীশুর কাছে পালিয়ে যাও
বাড়ীর দিকে চুপি চুপি পালিয়ে যাও ।
এখানে আমি বেশীদিন থাকব না ।

প্রভু আমাকে ডাকছেন
বজ্রনির্ঘোষে আমাকে তিনি ডাকছেন
আমার আত্মার মধ্যে তূর্যধ্বনি হচ্ছে
আমি এখানে বেশীদিন থাকতে আসি নি ।

সবুজ গাছগুলি নুয়ে পড়েছে
পাপী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে
আমার আত্মার মধ্যে তূর্যধ্বনি উঠেছে
এখানে আমি বেশীদিন থাকব না ।

প্রভু আমাকে ডাকছেন
বিদ্যুতের শিহরণে আমাকে তিনি ডাকছেন
আমার আত্মার মধ্যে তূর্য নিনাদ উঠেছে
আমি এখানে বেশীদিন থাকতে আসি নি ।

Steal away to Jesus : • অনুবাদ ঃ সুনীলকুমার ঘোষ

॥ হাজার হাজার নিয়েছে বিদায় ॥

নীলামের মঞ্চ আর আমার জন্য নয়,
আর নয়, কভু নয়,
নীলামের মঞ্চ আর আমার জন্য নয়,
হাজার-হাজার যে নিয়েছে বিদায়।

এক 'পেক' শস্যদানা আর আমার জন্য নয়,
আর নয়, কভু নয়,
এক 'পেক' শস্যদানা আর আমার জন্য নয়,
হাজার-হাজার তো নিয়েছে বিদায়।

এক 'পাইণ্ট' লোনাজল আর আমার জন্য নয়,
আর নয়, কভু নয়,
এক 'পাইণ্ট' লোনাজল আর আমার জন্য নয়,
হাজার-হাজার তো নিয়েছে বিদায়।

ড্রাইভারের চাবুক আর আমার জন্য নয়,
আর নয়, কভু নয়,
ড্রাইভারের চাবুক আর আমার জন্য নয়,
হাজার-হাজার যে নিয়েছে বিদায়।

Many Thousands Gone : • অনুবাদ : বিজন ঘোষ

• কয়েকটি বিখ্যাত নিগ্রো সংগীতের বাংলা স্বরলিপি •

'Musical Notation is incapable of expressing the various nuances which Negro singers employ in singing spirituals'

—*H. A. Chambers.*

'You can play a tune of sorts on the white keys, and you can play a tune of sorts on the black keys, but for harmony you must use both the white and the black'.

—***Aggrey***

The Gospel Train

স্বরলিপি : সুজিত নাথ

Whistle.. Verse

। র্জ্ঞা -া -া | । র্জ্ঞা -া -া | । র্জ্ঞা -া -া | । র্জ্ঞা । পা
ণা ণা ণা ণা
ক্ষা ক্ষা : ক্ষা ক্ষা The
সৃপ্া ধ্প্া প্া্প্া ধ্প্া | সৃপ্া ধ্প্া প্া্প্া ধ্প্া | সৃপ্া ধ্পা প্া্প্া ধ্পা | সৃপ্া ধ্প্া প্া্প্া ধ্প্া
A^6 A^6 A^6 A^6 A^6 A^6 A^6 A^6

প্া ধ্া সা ঃস | সা সা -া প্া | ধ্া সা সা ঃস | ধ্া প্া । প্া
gos -•pel train's a- com - ing —— I hear it close at hand ——— I
সৃপ্া ধ্প্া প্া্পা ধ্প্া | সৃপ্া ধ্প্া প্া্প্া ধ্প্া | সৃপ্া ধ্প্া প্া্প্া ধ্প্া | রৃপ্া ধ্প্া প্া্প্া ধ্প্া
A^6 A^6 A^6 A^6 A^6 A^6 E^7 E^7

Chorus ↓

প্া ধ্া সা সা | সা সা -া সা | গগা -া রা ঃর | সা -া গসা -া
hear those car-wheels rum-bling —— and mcving — through the land : Get on —
স্প্া ধ্প্া প্প্া ধ্প্া | ধ্গ্া ম্গ্া দ্ম্া প্ম্া | প্প্া ধ্প্া প্প্া ধ্প্া | স্প্া ধ্প্া স্প্া ধ্প্া
A6 A6 Fm Dm A6 E7 A6 A6

ধ্া -া -া সসা | সা সা সসা -া | প্া -া -া সসা | সা সা গসা -া
board ——— lit-tle chil-dren get on — board ——— lit-tle chil-dren get on —
ম্সা রসা ম্সা বসা | ম্সা রসা ম্সা বসা | স্সা বসা স্সা বসা | স্সা বসা স্সা বসা
Bm7 Bm7 Bm7 Bm7 A A A A

ধ্া -া -া সসা | সা সা -া রা | গা গা রা রা | সা -া -া -া
board, ——— lit-tle chil-dren, — There's room for man - y'a more ———— :
ম্সা বসা ম্সা বসা | ক্ষ্সা বসা ক্ষ্সা বসা | প্সা বসা প্ধ্া ন্প্া | স্প্া ধ্প্া স্প্া ধ্প্া
Bm7 Bm7 B7(b9) B7(b9) A6 E9 A6 A6

After last verse

↓

।	।	।	।	|	।	।	।	।
স্প্া	ধ্সা	প্ধ্া	সপা		র্জ্জা	-া	-া	-া
					ণা			
					ক্ষা			
A⁶		A⁶			Cᵐ ———————			

2 I hear the bell and whistle, a-coming round the curve,
She's playing all the steam and power, and straining every nerve :

Chorus

3. The fare is cheap and all can go, the rich and poor are there,
No second class aboard that train, no difference in the fare :

Chorus

4. No signal for another train to follow on the line,
O sinner, you're for ever lost if once you're left behind

Chorus

5. She's nearing now the station—O sinner, dont be vain ;
O come and get your ticket, and be ready for that train :

Steal away to Jesus

স্বরলিপি : সুজিত নাথ

Chorus

সা ঃস সা -া | গা ঃগ গা -া | পা ঃপ পা ধা | রা গা -া -া
Steal a - way, — Steal a - way, — Steal a - way to Je - sus ; ———
F D^{m} F^{6} D^{m9} C^{11} F^{9} B^{b6} B^{b7} C^{7}

সা ঃস সা -া | ধপা গপা -া ঃস | সা সা গা ঃগ | রা সা -া -া
Steal a - way, — Steal a-way home—I ain't got long to stay here. ———
F F^{6} $B^{b}maj^{7}$ B^{bm} G^{m7} G^{m9} C^{9} F^{6} fine

Verse 1.
↓

ধা -া ধা ঃপ | ধা পা -া গা | পা ঃগ পা ঃগ | পা গা -া সা
My — Lord He calls me ; — He calls me by the thun-der, — The
B^{b} B^{b} F F F F F F

গা পা পা ঃপ | ধগা -া পা ঃস | সা সা গা ঃগ | রা সা — —
trum-pet sounds with-in my — soul , I ain't got long to stay here. — —
F F F F G^{m7} $G^{m9}(^{b5})$ C^{9} F

2. Green trees are bending.
The Sinner Stands a-trembling ;
The trumpet Sounds within my Soul .
I ain't got long to stay here :

Chorus

3. My Lord He Calls me :
He Calls me by the lightning
The trumpet Sounds within my Soul ,
I ain't got long to stay here.

Were you there when they crucified my Lord?

স্বরলিপি : সুজিত নাথ

| ৷ ৷ প্‌া সা
Were you

.S.

গা -া গা গা | রা সা গা রা | সা -া -া -া | -া -া সা গা
there — when they cru ci — fied my Lord? ——————— Were you
E^b E^b F^m F^7 B^b B^7 E^b A^b E^b E^b

পা -া পা পা | ধা পা পা গা | রা -া -া -া | -া -া -া -া
there — when they cru - ci - fied my Lord? ———————
G^m G^m A^b E^b F^m F^m B^b B^b

পা -া -র্সা -ধা | পা -া -া -া | ধা পা -া গা | গা রা সা সা
Oh! ——————— some times — it cau - see me to
E^b A^b E^b E^b C^m E^b G^m C^m E^{b7} B^{bm} E^{b7} E^{b7}

রা র্সা রা র্সা | ধা র্পা সা মা | গা -া গা গা | রা সা গা রা

trem - ble trem - ble trem - ble Were you there — when they cru ci - fied my

A^{b6} A^{b} A^{bb} A^{t} A^{b} E^{b} C^{m} A^{bm} E^{b} E^{b} F^{m} F^{7} B^{bb} B^{b7}

.$·

সা -া -া -া | -া -া প্া সা Six times

Lord ? — — — — — — — — — — Were you

E^{b} E^{b} fine ↑ E^{b} D,S $· al fine

2. Were you there when they nailed Him to the tree ?
3. Were you there when they pierced Him in the side ?
4. Were you there when the sun refused to shine ?
5. Were you there when they laid Him in the tomb ?
6. Were you there when He rose up from the dead ?

Were you there when He rose up from the dead ?
O-O-Oh ! Sometimes I feel like shouting glory, glory, glory.
Were you there when He rose up from the dead ?

There is a balm in Gilead

স্বরলিপি ঃ সুজিত নাথ

Chorus

| । । গরা গরা

There is a

[সা -া -া সা | সরা গা -া সা | গা ঃগ মা গা | রা ম গরা গরা

: balm ——— in Gil-e-ad ——— To make the wound-ed whole,— There is a

G G G G Eᵐ Aᵐ Eᵐ Aᵐ D⁷

Verse 1.

সা -া -া সা | সরা গা -া সা | গা ঃস গা রা | সা -া । সা

balm ——— in Gil-e-ad —— To heal the sin sick soul. ——— Some

G G Eᵐ Eᵐ A⁹ D⁷ G G

Fine

গা সা গা গা | মা পা -া সা | গা মা পা গা | রা -া -া সা
times I feel dis - cour-aged — And think my work's in vain, —— But
G E^m C G G D^7 G A^9 D D

গা সা গা গা | মা পা -া মা | গা ঃস গা রা | সা মা গরা গরাঃ
then the Ho - ly spir - it —— Re - vives my soul a - gain : — There is a
G G^7 E^m G^7 C G A^m G E^m B^m D^7 G C D^7

Start with chorus

Chorus : There is a balm in Gilead
To make the wounded whole,
There is a balm in Gilead
To heal the sin-sick soul.

1. Sometimes I feel discouraged
And think my work's in vain,
But then the Holy Spirit
Revives my soul again.

Chorus

2. I'll take the Gospel trumpet
And I'll begin to blow,
And if my Savior helps me
I'll blow wherever I go.

Chorus

3, You cannot sing like angels,
You cannot prcach like Paul,
But you can tell of Jesus
And say He died for all :

Chorus

॥ গ্রন্থ-নির্দেশিকা ॥

যে সকল গ্রন্থ থেকে তথ্য ও উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে :

1. The Book of Negro Folklore by Langston Hughes and Arna Bontemps.
2. American Negro Folklore by J. M. Brewer.
3. American Ballads and Folksongs by John & Alan Lomax.
4. Negro Folk Music, U.S.A. by Harold Courlander.
5. The Great American Popular Singers by Henry Pleasants.
6. The Study of American Folklore—An Introduction by Jan Harold Brunvand.
7. Black Song—The Forge and the Flame by Dr. John Lovell, Jr.
8. Afro-American Folksongs by Henry E. Krehbiel.
9. American Folklore by Richard M. Dorson.
10. The Country Blues by Samuel B. Charters.
11. The Story of the Blues by Paul Oliver.
12. Skolens Visebok by Berestad-Klakegg-Lunde.

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

গানগুলির অনুবাদ করেছেন ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু, ডাঃ জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সুনীলকুমার ঘোষ ও শ্রী নচিকেতা ভরদ্বাজ।

স্বরলিপি করেছেন শ্রী সুজিত নাথ।

প্রচ্ছদ এঁকেছেন শ্রী পান্নালাল মল্লিক।

এঁদের কাছে লেখকদ্বয় বিশেষভাবে ঋণী।